কেন চাই সহজ বিয়ে

কেন চাই

সহজ বিয়ে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

CSCS

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

কেন চাই সহজ বিয়ে

লেখক:	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
প্রকাশ:	মার্চ ২০২৩
প্রচ্ছদ:	নাঈমা সুলতানা বৃষ্টি
স্বত্ব:	সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
	দক্ষিণ ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মূল্য:	৩০০ টাকা
যোগাযোগ:	+8801953323030
	contact@cscsbd.com
	cscsbd.com

KENO CHAI SOHOJ BEYA (Why Need Easy Marriage) written by Mohammad Mozammel Hoque, published in March 2023, published by CSCS publications, South Campus, University of Chittagong. Price BDT 300 only.

বিবাহপ্রার্থী

অথবা বিবাহপীড়িত

নারী ও পুরুষদের জন্য

ভূমিকা

সেদিন দু'জন ছাত্র আসলো আমার সাথে দেখা করার জন্য। একজন ফেনী কলেজে পড়ে। আরেকজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গক্রমে তারা জানতে চাইলো সহজ বিয়ে নিয়ে তাদেরকে আমি যা বললাম তা নিয়ে আমার কোনো লেখা আছে কিনা।

কী আশ্চর্য্য! সহজ বিয়ে গত ছয় বছরে আমি অনেক লেখালেখি করেছি। তাই ভাবলাম সেগুলোর একটা গ্রন্থনা হোক। বিশেষ করে বিয়েকে ফোকাস করে আমার লেখাগুলো এই সংকলনে একত্রিত করা হয়েছে। এর বাইরে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন প্রসংগ নিয়ে আমার লেখাগুলোর একটা স্বতন্ত্র সংকলন ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যৌনতা নিয়ে যেসব লেখা সেগুলোরও একটা পৃথক সংকলন করার ইচ্ছা আছে। আমি মানবিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করি। আবেগসহ মানবিক সম্পর্কের (human bonding) নানা বিষয় নিয়ে ইতোমধ্যে যা আমি লিখেছি সেগুলো নিয়েও একটা বই হতে পারে।

আমার প্রায় সব লেখা ফেইসবুকে প্রকাশিত। সেখানে মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য হিসেবে যে আলোচনা হয় তা অনেক সময়ে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই বইয়েও তাই প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-প্রতিমন্তব্যগুলোকে ইনক্লুড করা হয়েছে। এটি যেহেতু একটি পরিকল্পিতভাবে অধ্যায় বিন্যাস করে কন্টিনিউড ওয়েতেতে লেখা গ্রন্থ নয়, তাই বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের পরিবর্তে লেখার তারিখ অনুসারে এখানে প্রবন্ধগুলোকে সাজানো হয়েছে।

আমার সম্পর্কে যারা জানেন তারা এটি মোস্টলি জানেন, গণমানুষের চিন্তাকে ধারন করা, তাদের ভাষায় কথা বলা, সাধারণ মানুষের তথা বৃহত্তর সমাজের জন্য কাজ করা, এক কথায় পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে নিজেকে হাজির করা, ইন্টেলেকচুয়াল সোশ্যাল ওয়ার্ক বলে যে এক ধরনের অতিগুরুত্বপূর্ণ সোশ্যাল ওয়ার্ক হতে পারে সেইটা এস্টাবলিশ করা, এই সবকিছুকে আমি তথাকথিত 'একাডেমিক

লাইফ’ হতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাই আমার লেখাগুলোতে গবেষণামূলক রচনার যে প্রচলিত ধাঁচ, তা অনুপস্থিত।

পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেয়ে মানুষের মনের কথাটা বলতে পারা, সমাজের মৌলিক যেসব সমস্যা সেগুলোকে এড্রেস করা, টেকসই সমাধান এবং সুসমন্বিত উন্নয়নের পথ বাতলানো, নিজে সবার আগে সেই পথে চলা, এইগুলো আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু মানুষ আছে যাদের মননশীলতা আর সৃজনশীলতা এতটাই বেশি, তারা ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা লাভ না করেও কোনো বিষয়কে বুঝতে পারেন এবং তাদের আর্টে তারা সেটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আবার কিছু লোক আছেন যারা একেবারেই সাধারণ পর্যায়ের মানুষ। ঘটনাক্রমে তারা অত্যন্ত তাৎপর্য ও বৈচিত্রপূর্ণ অভিজ্ঞতা তাদের ব্যক্তিজীবনে লাভ করেছেন। যার ফলে কম্পেলিং পরিস্থিতিতে মৃদুবাক ব্যক্তি হঠাৎ করে চীৎকার, হৈচৈ আর চেঁচামেচি করার মতো তারা অপরিশীলিত ভাষায় নিজের মনের কথাগুলো চান্স পেলেই বলতে থাকে। লিখতে থাকে।

আমি দ্বিতীয় ধরনের বক্তা এবং লেখক। যা বলি তা প্রাণের টানে বলি। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে বলি। গভীর আবেগ আর প্রগাঢ় অনুভব হতে বলি। চাইলেও সুন্দর করে বানিয়ে কিছু বলতে বা লিখতে পারি না। নজরুল বলেছিলেন, ‘দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি। তাই যাহা আসে কই মুখে....’। আমিও সে’রকম। নজরুলের ট্রু ফলোয়ার। অন্তত সত্য উচ্চারণের ব্যাপারে।

আলোচ্য বিষয়ে এখানে কিছু বলতে চাইছি না। উইশ ইউ আ হেপি রিডিং।

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৩,
এসই-১৫, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammelhq.com

সূচিপত্র

যৌতুকের বিষ ফোঁড়া	১১
বিবাহপ্রার্থীদের জন্য ‘হেদায়েত’	১৬
কাছে আসার গল্প কথা	১৮
বিয়ে, ডিভোর্স, যৌতুক ও সাজগোজ	২৪
দেনমোহর প্রসংগে বিয়ে বনাম লিভ-টুগেদার	৩০
বিয়ে হোক সহজতর	৪৪
প্রসঙ্গ বহুবিবাহ	৪৮
বিয়ে হোক বাহুল্য ব্যয় বর্জিত	৬০
দাম্পত্য জীবন হলো অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার	৬৫
পাঠ প্রতিক্রিয়া: বিয়ে হোক বাহুল্য ব্যয় বর্জিত	৬৯

ব্যক্তিগত যৌনজীবন বনাম দাম্পত্য যৌনজীবন ৭৩

ডিভোর্সি নারীদের সমস্যা ৮৩

শাওনেরও উচিত তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নেওয়া ৯১

চাই সহজ বিয়ে ৯৫

সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও নেতৃত্ব ১০০

মা-বাবা এবং শ্বশুরবাড়ির প্রতি বিবাহিত নারীর দায়িত্ব ১০৪

কেমন পুরুষ চাই ১০৭

পুরুষের বহুবিবাহ প্রসঙ্গ ১১২

বিয়ে করার ‘দণ্ড’ অথবা লিভ টুগেদারের ‘সুবিধা’ ১১৭

গোপন বিয়ে ১২২

কেন চাই সহজ বিয়ে ১৩০

ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না ১৫২

পরিশিষ্ট ১৫৬

যৌতুকের বিষ ফোঁড়া

"লাখ লাখ অনূঢ়া মেয়ের মাতা ও পিতার চোখে ঘুম নেই আজ, ক'টা মুখ জ্বল-জ্বল করে ভুল সুখে"

হ্যাঁ, যৌতুকের কথাই বলছি। এই যৌতুক প্রথার কারণে কতো বিবাহযোগ্য মেয়ে পিতৃগৃহে অবহেলিত। দুঃখ হলো যারা নারী স্বাধীনতার কথা বলে, তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত নারীরাও বিয়ের খরচের ব্যাপারে 'আদারওয়াইজ' ভাবতেই পারে না। এক লাখ টাকা 'ওয়েডিং ফটোগ্রাফার'কে দেয়া আর দু-চার লাখ টাকা যৌতুকে দেয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখি না।

যৌতুকটা বরপক্ষকে দিতে হয়। আর, একদম আননেসেসারি পার্লার বিল হতে শুরু করে কনের 'নির্দোষ' দাবী পূরণে যত বাড়তি খরচ তা সবই বহন করতে হয় বেচারা পিতাকে। পিতা হওয়া যেন বড় দায়। উচ্চশিক্ষিত ও চাকুরীজীবী এমন অবিবাহিত নারীদেরও দেখেছি, আসন্ন বিয়ের খরচ মিটানোর জন্য কোনো সঞ্চয় করে না। এমন কি এ নিয়ে চিন্তাও করে না। একটা ছেলে যেভাবে করে। ভাবখানা এমন, জিজ্ঞাসা করলে বলে, "আপনাদের মেয়েকে আপনারা বিয়ে দিবেন না?"

ছেলে সন্তান আর মেয়ে সন্তানের মধ্যে যে বৈষম্য করা হয় তা অনুচিত। কিন্তু আমাদের মতো উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চ বিত্ত পরিবারে এ ধরনের বৈষম্য করা হয় না। অথচ এমন ঘরের মেয়েরাও বিয়ের খরচের জন্য পিতৃপক্ষের ওপর ছওয়ার হয়ে থাকে। বিয়েতে বাহুল্য খরচ যৌতুককে উৎসাহিত করে। কনে পক্ষের নিজেদের বাহুল্য খরচ বর পক্ষের যৌতুকের দাবীর ক্রিমিনালিটিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে লেজেটিমেইট করে।

২.

শিক্ষিত ছেলেরা যৌতুক আশা করে, সাধারণত বলে না, বা এই লেভেলে তা বলতে হয় না। ইমপ্লাইড। এটি বেশি অসততা। অশিক্ষিতরা গরু-ছাগল কেনা-বেচার মতো দরাদরি করে। এটি অশোভন হলেও শিক্ষিতদের ভণ্ডামীর তুলনায় সততার দিক থেকে অধিকতর সৎ। নৈতিকতার প্রশ্নটা ভিন্ন।

ইনফ্যাক্ট, আমি এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনাতে আগ্রহী নই। নৈতিকতা একটা উচ্চ মানের ব্যাপার। মানবিকতা ও কাণ্ডজ্ঞানের তলাটাই ঠিক নাই, উন্নত নৈতিক মানের কথা দিয়ে কী হবে! নৈতিকতা কারো মধ্যেই নাই। প্রত্যেক পক্ষই অসৎ। গার্জিয়ানরা অসৎ। পাত্ররা অসৎ। পাত্রীরা আরো বেশি অসৎ।

মেয়েরা যৌতুকের বিরোধী কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচে অত্যুৎসাহী। আদতে দুইটা একই জিনিস। বেহুদা কনজিউম আমি করলে নির্দোষ, সামর্থ্য আছে বলে করেছি, আর আমার থেকে নিয়ে অন্য কেউ করলে খারাপ – এমন মনে করাটা স্ববিরোধীতা ও আত্ম-প্রতারণা।

আমি বুঝি না, পর্দানশীন পাত্রীরাও কেন পার্লারে গিয়ে ওভাবে মোটা অংকের বিল দিয়ে সাজগোজ করে। আজকে থেকে তের-চৌদ্দ বছর আগে এলএলএম করা এক স্নেহাস্পদ এসে বললো, ‘মোজাম্মেল ভাই, আমি বুঝি না, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা করা মেয়ের বিয়ের সাজের জন্য বারো শ’ টাকা দামের নেইল পালিশ কেন কিনে দিতে হবে’। উজ্জ্বলের পক্ষের লোকদের সাথে পাত্রী পক্ষের লোকেরা শপিং করতে গেছে। সেখানে যা যা পাত্রীপক্ষকে কিনে দিতে হইছে তার মধ্যে বারো শ’ টাকা দামের নেইল পালিশও ছিলো।

৩.

সিএসসিএস-এর অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম বিবাহপ্রার্থী। এনইউ থেকে গ্রাজুয়েট। তাকে যৌতুক না নেয়ার জন্য অনেকভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। যৌতুক না নেয়ার কথা বললে সে চুপ করে থাকে। মাসুদ এর একটা ব্যাখ্যা দিলো এভাবে, নিম্নবিত্ত ফ্যামিলির বিনাশ্রমে অর্থ ও সম্পদ অর্জনের একটা বড় সুযোগ হলো পাত্রপক্ষ হিসাবে যৌতুক নেয়া। যৌতুক তো আর বলা লাগে না। 'এমনিতেই' দেয়া হয়, এসে যায়।

বাধ্যতামূলক উপহার যৌতুকই বটে। হোক সে বাধ্যবাধকতা সমঝোত চুক্তির মাধ্যমে, কিংবা সামাজিকতার নামে।

যা না দিলে সম্পর্কের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না, অথচ দেয়া হয়, তা-ই উপহার। যা দিতেই হয়, তা উপহার হতে পারে না। বাধ্যতামূলক লেনদেনকে উপহার বলাটা হাস্যকর। বিয়ের ক্ষেত্রে এটি ভদ্রলোকদের করা সমাজস্বীকৃত ডাকাতি, 'ধর্ষণ সংস্কৃতির' মতো সামাজিক বিকার। সর্বাত্মক প্রতিরোধই এই রোগের একমাত্র ঔষধ।

খেয়াল করে দেখবেন, যারা যৌতুক নেয়, যৌতুক দাবী করে, তারা সব পুরুষ, এমন নয়। তারা পাত্রপক্ষ। যার মধ্যে পাত্রের মা, বোন, ভাবী, খালা, চাচী, মামী, দাদীর মতো নারীরাও আছে। তাই বিষয়টা নিছক লিঙ্গভিত্তিক না। এই দৃষ্টিতে সমস্যাটা নিছক নারীবিরোধী পুরুষ পক্ষীয় কোনো ব্যাপার না।

৪.

তৎকালীন আরবের সামাজিক নিয়মানুসারে ওহুদ যুদ্ধে শহীদ জনৈক সাহাবীর সব সম্পদ-সম্পত্তি মেয়ের চাচারা দখল করে নেয়। তখন মেয়ের মা এসে রাসুলুল্লাহ (স.) কে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তিনি সে সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার মধ্যে এটিও ছিলো, "... এখন এই মেয়েকে আমি কীভাবে বিয়ে দিবো? কে এই মেয়েকে বিয়ে করবে?" অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত সামাজিকভাবে যৌতুক দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেয়ার (সামাজিক) বাধ্যবাধকতা ছিলো। মোহরানাও ছিলো, যৌতুকও ছিলো। কেউ কেউ হয়তো যৌতুক নিতো না বা দিতো না। এতটুকু।

ইসলাম এ পর্যায়ে নারীদের সম্পদে উত্তরাধিকার দেয়ার বিধান প্রবর্তন করে। সাথে সাথে যৌতুক নেয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সেটি সুনির্দিষ্টভাবে যৌতুকের প্রসংগে না বলে অন্যায্য যে কোনো ধরনের আত্মসাতের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারীর আকারে বলে।

৫.

নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিভিত্তিক প্রকাশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা ও সম্পদের লেনদেন কেন হবে? এটি একটা শিশুসুলভ প্রশ্ন। অতীব যৌক্তিক প্রশ্ন। তাই বিষয়টার গোড়ায় গিয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

ইসলাম, পুরুষদের অর্থনৈতিক দায়িত্বপালনের কথা বলে। ইসলাম যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে তাতে পুরুষদের উপার্জনের সুযোগও বেশি। এর নৈতিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পুরুষদের অধিকতর শারীরিক সক্ষমতায় নিহিত। ইসলাম অথচ জেন্ডার নির্বিশেষে মানবিক সমতার কথা বলে। তারজন্য সেফটি-ক্লজ হিসাবে ইসলাম নারীদের সম্পদ অর্জনের অধিকার ও কিছু উপায় প্রদান করেছে। মোহরানা বা বিবাহ উপলক্ষ্যে দেয়া উপহার-সামগ্রী ও সম্পদ এর অন্যতম। ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য দরকার, মোহরানা সিস্টেম তার দাবী হিসাবে প্রবর্তিত।

আমাদের সমাজে কী হচ্ছে তা বলে লাভ নাই। সমাজ, আদর্শকে ঠিক মতো ফলো করছে না, তার জন্য আদর্শকে ভুল বলা কি সংগত? সমাজটা আদর্শ মোতাবেক নাই, সে জন্যই তো সমাজ আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে।

৬.

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের চারটি বৈশিষ্ট্য দেখা হয়: ১. সম্পদ, ২. বংশ মর্যাদা, ৩. সৌন্দর্য ও ৪. ধার্মিকতা। তোমরা ধার্মিকতা বা দ্বীনদারী দেখে নারীদের বিয়ে করো।

শ্রেষ্ঠতম মানুষটার এ্ই কথা শুধু পুরুষদের জন্যই প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। কেন, নারীদের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না কেন? কই কোনো 'শিক্ষিতা' নারীকে তো দেখি না, অশিক্ষিত-অনুপযুক্ত নয়, শুধুমাত্র আপাতত বেকার বা 'ছোট চাকুরী' করা কোনো দ্বীনদার পাত্রকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হতে। বান্নারা এসব নিয়ে ফিল্ম বানিয়ে লোকদেরকে উৎসাহী করার চেষ্টা করছে বটে। ট্রেণ্ডটা ভালো। এ ধরনের দু-একটা নিতান্ত ব্যতিক্রমী প্রেমময়ীর কথা পাওয়া যাবে, হয়তোবা। সমাজের মূলধারায় এ ধরনের সুস্থ চিন্তার প্রতিফলন চোখে পড়ে না।

আপাত: দৃষ্টিতে মনে হয়, কোনো চলমান নির্যাতন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্যাতকই পারে সেটি বন্ধ করতে। মনে হয় যেন নির্যাতিত-পক্ষের কিছু করার নাই। কথাটা ভুল। নির্যাতিতও পারে কোনো চলমান নির্যাতনকে বন্ধ করতে। অল্প সংখ্যক নির্যাতিত যদি ক্রাশড হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মরন-পণ প্রতিরোধ করে তাহলে সেই নির্যাতন-ব্যবস্থার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। অপরদিকে সবাই যদি 'অগত্যা'র দোহাই দিয়ে কম্প্রোমাইজ করে চলে, তাতে করে নির্যাতনকারী-পক্ষ আরও উৎসাহিত হবে। সাইক্লিক অর্ডারে এটা চলতেই থাকবে। ক্রমান্বয়ে এই অপব্যবস্থা বিদ্যমান সমাজে 'ঐতিহ্য' হিসাবে গেড়ে বসবে।

ভাইদের বিয়েতে বোনেরা যদি যৌতুক নেয়ার কঠোর বিরোধিতা করে, ছেলের বিয়েতে যদি মা যৌতুকের বিরুদ্ধে পাহড়ের মতো দাঁড়ান, নিজের বিয়েতে কনে হিসাবে নারীরা যদি যৌতুককে না করে দেয়, বাবা-ভাইকে নিষেধ করে, পাত্র পক্ষকে জানিয়ে দেয়, এতটুকু হিম্মত যদি প্রতিবাদী নারীরা ধারণ করে তাহলেই শুধু এই মরণ-ব্যবস্থার আশু অবসান হতে পারে।

এমন সাহসী মেয়ে কি আছে?

৭.

এই প্রতিরোধ আন্দোলনের আলোচনায় পুরুষ পক্ষের কথা বলি নাই। নিজে একজন পুরুষ হলেও 'বাংগালি-মুসলিম' – এই ক্যাটাগরির পুরো পুরুষ প্রজাতির ব্যাপারে আমি ভীষণ হতাশ। যতই নামাজ পড়ুক, হজ্ব করুক, 'ইসলাম ইসলাম' করুক না কেন, নারী অধিকার হরণের বেলায় এরা বা-কমিউনিটি, এনমাস কম-বেশি 'অগ্রগামী'। এদেরকে দিয়ে হবে না। এদের কাছ হতে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারীতে যখন আমি বিয়ে করি তখন যদি আমার শ্বশুড়-পক্ষকে বলা হতো, ১০ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র দিতে হবে, ১০ হাজার মানুষকে 'বৈরাত' খাওয়াতে হবে, তারা সানন্দেই তা করতো। পাত্র হিসাবে আমার তখনকার স্ট্যাটাসের জন্য নয়, তাদের নিজেদের স্ট্যাটাসের জন্যই তারা তা করতো। আমার শ্বশুড়

(আল্লাহ উনাকে বেহেশতী হিসাবে আলমে বরযখে আশ্রয় দান করুক, আ-মীন!) এলাকাতে নামকরা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন।

আমি এমনকি আমার আত্মীয়-স্বজনদেরকেও বলতে দেই নাই। নিছক ঘরোয়া পরিবেশে একটা আক্বদ অনুষ্ঠান করা হয়েছিলো। আমরা যখন মাদারীপুরে মিতুলকে আনতে যাই তখন দেখি, দু'দিন ধরে ওখানে খাওয়া-দাওয়া উৎসব-অনুষ্ঠান চলছে। আমার ঘরের একটা চামচও নিজের পয়সায় কেনা। ফ্রিজ-টেলিভিশন-কম্পিউটার-সোফা-ডাইনিং, এক কথায় কাপড়-চোপড় হাড়ি-পাতিল ছাড়া সবকিছু তথাকথিত ইসলামী ব্যাংকের 'ইসলামী' পদ্ধতিতে ঋণের ভিত্তিতে কেনা।

আলহামদুলিল্লাহ! ভালোই আছি।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

পান্থজন জাহাঙ্গীর: একেবারে সত্যকথা যা সবাই মনের মধ্য পুজিঁ করে রাখে কিন্তু খরচ করতে চাই না। মনের মধ্যে পুষে রাখলে তো প্রকাশ হয় না। প্রকাশ না করলে তো প্রতিবাদ হয় না। আর প্রতিবাদ না করলে আন্দোলন কেমনে হয়? যৌতুক প্রতিরোধে আমি মনে করি প্রথমেই এগিয়ে আসতে হবে বর এবং কনেকে। আমার বিয়ের সময় বাড়াবাড়ি করে ৫০০-১০০০ বরযাত্রির খাওয়ানোর প্রস্তাব দিইনি কেন, তা নিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে হুজুর বলে ভেঙ্গাইছে। মজলিস করে খাওয়াতেই পারি নাই বলে অনেকে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। কারণ শাশুড়ি খুলনার মেয়ে বলে তিনি তাদের রীতি অনুযায়ি ৫০ জন বরযাত্রী আনতে বলছিল। আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে বিয়ের দিন-তারিখ পাকা করে এসেছিলাম। আমার রক্তের সম্পর্কের একজন বলছিল, "একজন রিকশাচালকও তো তার মেয়ের বিয়েতে ২০০-৩০০ জন বরযাত্রী খাওয়ায়। তুই তো ইউনিভারসিটি থেকে এমএ ডিগ্রিধারী।" আমি বলছিলাম আমি দাবি করলে তারা মানবে, কিন্তু সেটা যৌতুক হবে। কারণ যৌতুক মানে শুধু নগদ টাকা পয়সা না। দাবি করা সবকিছুই যৌতুক। আমার বোনের বিয়েতে পাত্রপক্ষের পিতা আন্দরকিল্লা জামে মসজিদে বিয়ের ফর্দ করার সময় প্রকাশ্যে আসবাবপত্র দাবি করছিল। এ নিয়ে পাত্রপক্ষের মামা তাকে বকছিল আমাদের সামনে। কিন্তু পেছনে অন্যজনের মাধ্যমে সেই মামাই আবার পাত্রের পোশাক দাবি করিছিল। এক্ষেত্রে প্রথমজনকে সহজ সরল ঈমানদার বললে দ্বিতীয়জন যিনি একজন ইসলামী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাকে কি বলবেন?

২৯ জানুয়ারি, ২০১৭

বিবাহপ্রার্থীদের জন্য ‘হেদায়েত’

বিয়ে হলো সমাজ গঠনের ভিত্তি। বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় মহাদেশসমূহের ধর্ম-নির্বিশেষে সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থার জন্যই এটি সত্য। নারী-পুরুষের সম্পর্কভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থাই এই উভয় অ-ইউরোপীয় সভ্যতার অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে আমাদের জীবনে পরিবারই আশ্রয়কেন্দ্র ও সুখ-শান্তি-প্রেরণার উৎস। আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও পরিচয়ে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দুজন সক্ষম নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার নামক এই সামাজিক সংস্থা গড়ে উঠে। একক বিবাহের তুলনায় বহুবিবাহ একটি ব্যতিক্রমী প্রথা হলেও তা নারী-পুরুষেরই মধ্যকার সম্পর্ক বিশেষ। লাগামহীন ভোগবাদিতার উন্মাদনায় হাল নাগাদের ইউরোপ-আমেরিকায় পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে পড়েছে। যদিও এর অস্তিত্ব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সেখানে সমলিঙ্গে বিয়েকে আইনসম্মত করা হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত ‘বৈধ’ সম্পর্ক তো আছেই। এই সর্বনাশা প্লাবনের সমাপ্তি কখন কীভাবে হবে তা জানি না। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, এটি মানব সভ্যতাবিরোধী একটা ব্যতিক্রমী নেতিবাচক সভ্যতা। আমাদের সমাজ এর কুপ্রভাব থেকে এখনো মুক্ত। তাই সংগত কারণেই লেখক এ বিষয়ে এই বইয়ে কোনো প্রবন্ধ লিখেন নাই।

এই বইয়ে তিনি আন্তঃধর্ম বিয়ের সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। একই দেশের মধ্যকার হলেও ভিন্ন অঞ্চলের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক সংকটের কথা তিনি হয়তোবা লক্ষ করেন নাই। হয়তোবা পরবর্তী সংস্করণে তিনি এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করবেন।

“বিয়েকে সহজ করো। ব্যভিচারকে কঠিন করো”– নবী মোহাম্মদের (সা) এই অমূল্য হেদায়েতকে যদি আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে একটা সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে অনেক কষ্ট করতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে। বাহুল্য খরচের ব্যাপারটা বিলম্ব বিয়ের মূল কারণ। খরচের এই অপসংস্কৃতি ভাঙার কাজে সবচেয়ে বেশি

কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সংশ্লিষ্ট বর ও কনে। এই দায়িত্ব কনে পক্ষেরও নয়, বর পক্ষেরও নয়। পুরো ব্যাপারটির স্বয়ং প্রথমপক্ষ হওয়ার সুবাদে এক একজন সচেতন ও সৎ বর-কনেই এই দুষ্টচক্র ভাঙ্গার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাত্র-পাত্রীর কোনো সম্মতি না নিয়ে একতরফাভাবে অভিভাবকদের মাধ্যমে আয়োজিত বিয়ের যে প্রাচীন প্রান্তিকতা, তার বিপরীতে আজকাল শুধুমাত্র দুজনার পছন্দের ভিত্তিতে 'ভালবাসার বিয়ে'র ঘটনাও দেখা যায়। বিয়ে পরবর্তী জীবন হলো কঠোর বাস্তবজীবন। আবেগ সেখানে ততটা মূখ্য নয়। সংসারের নানা রূঢ় বাস্তবতার মোকাবিলাই সেখানে দৈনন্দিন ব্যাপার। বিয়ে মানে দুজন নর-নারীর দায়-দায়িত্বহীন শারীরিক সম্পর্কমাত্র নয়। বিয়ে মানে নতুন একটা পরিবার গঠনের মাধ্যমে বিদ্যমান দুটো পরিবারের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক আন্তঃসম্পর্ক।

বর ও কনের ভাষা থেকে খাদ্যাভ্যাস– এক কথায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ের ফরমেশনে তাদের গড়ে উঠা পরিবারের মৌলিক প্রভাব থাকে। তাই তাদের মধ্যকার মিলমিশের জন্য সংশ্লিষ্ট দুই পরিবারের সামাজিক সমতা তথা কুফুর গুরুত্বও অনেক বেশি। ভালবাসার বিয়েতে কুফুর এই দিকটাতে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়ে উঠে না। তরুণ-তরুণীর আবেগই সেখানে প্রাধান্য পায়। সেজন্য বিয়ের ব্যাপারে আমি সামাজিক বিয়ের (arranged marriage) পক্ষপাতী। যে অভিভাবকরা জন্ম হতে আপনার বেড়ে উঠা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সব পর্যায়ে আপনার জন্য সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালোটাই করতে পারলেন, তারা আপনার জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের কাজে শুধু মোনাজাত-আশীর্বাদেই থাকার যোগ্য, কীভাবে এটি আপনারা ভাবতে পারলেন?

৪ এপ্রিল, ২০১৭

কাছে আসার গল্প কথা

ওই যে বলেছিলাম, মাঝে মাঝে কোনো কিছুর বিরোধিতার মাধ্যমে সেটার এক ধরনের বিকৃত চর্চাও ঘটে থাকে। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বলা ও লেখার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কাজ করে। শুরুতে এই 'নোক্তা' রেখে কথাটা শুরু করি।

দৈনিক নয়াদিগন্তের পাঠকগণ মোস্টলি ডানপন্থী-ইসলামপন্থী। একই পাঠকগোষ্ঠী আমার লেখালেখিও পড়েন। তারা লক্ষ করে থাকবেন, এতে আজকে প্রথম পৃষ্ঠার এক চতুর্থাংশ জুড়ে ক্লোজআপের বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া তরুণ-তরুণী '১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস' চালিয়ে নেয়ার প্রত্যয়ে নাকানাকি, মানে নাকে নাক ঘষছেন। এভাবে করলে কিনা 'আরও বেশি কনফিডেন্স' হাসিল করা যাবে। বিজ্ঞাপনের ভাষা ও ভাব যা বলে।

এতক্ষণে আমার স্বল্পসংখ্যক মুক্তমনা পাঠক বলবেন, "আপনার চোখই 'খারাপ'। ওরা তো তরুণ দম্পতিও হতে পারে।" অযথা আমার চোখের বদনামি কইরেন না। ধরেই নিলাম তারা দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী বললাম না। মুক্তমনারা আবার প্রথাগত, মানে পারিবারিক দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না। ভালোবাসাই নাকি বন্ধন। সে জন্য পরিবার প্রথা আর 'আম পাতা জোড়া-জোড়া' তথা ফ্রেন্ডশীপ এক জিনিস না। আমিও ফ্রেন্ডশীপ চাই। তবে তা এক নম্বরের শর্ত না। ফেন্ডশীপ যেখানে একমাত্র শর্ত, সেটা আর যা-ই হোক, পরিবার নয়।

পরিবারের ক্যাচাল এখন থাক। 'সতেজ নিঃশ্বাসের' গল্পে ফিরে যাই। ধরে নিলাম 'আরও বেশি কনফিডেন্স'ওয়ালা ওই জুটি বন্ধু-দম্পতি। তো, বন্ধু-দম্পতিরা 'নাকানাকি' ছাড়া আর কী কী করে? অথবা, নাকানাকির ফলোআপ কী? ক্লোজআপ কোম্পানি বলবে, 'সেটা অপরাপর পণ্য উৎপাদনকারীদের ব্যাপার'। পণ্য উৎপাদনকারীরা পণ্যের বিপণন করবেন। এটি তাদের 'সাংবিধানিক অধিকার'। ভালো কথা, পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে যদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত নীতি-নৈতিকতা ও বাছবিছারের কোনো বালাই না থাকে, তাহলে বলতে হয়, চুরি-

ডাকাতিরও 'সাংবিধানিক অধিকার' থাকা উচিত। যেহেতু এর মাধ্যমে কারো না কারো অর্থনৈতিক 'প্রবৃদ্ধি' ঘটছে...।

পণ্যায়নের এই যুগে সবই পণ্য। লাভই হলো শেষ কথা। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা সবকিছুকেই পণ্য গণ্য করতে পারি না। অর্থনৈতিক লাভই, মানবিকতার দৃষ্টিতে, শেষ কথা নয়। আসল হলো মানবতা। যদিও একদৃষ্টিতে এই মানবতাও এক ধরনের বাজারি কথা। মানুষকে যারা নিছক ভোগসর্বস্ব অর্থনৈতিক জীব মনে করে তারাও মানবতার কথা বলে। লুটেরারাও সিএসআর (Corporate Social Responsibility)-এর নামে কিছু জনকল্যাণ করে। যদিও কল্যাণের ধারণা এক একজনের কাছে এক এক রকমের। এর বিপরীতে, ইসলামী মতাদর্শ অনুযায়ী মানবিক উন্নয়নের ধারণা ইহজগত ও পরজগত – উভয় জগতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত।

মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে সব মতভেদের মধ্যে একটা বিষয় অবশ্য কমন। সেটা হলো নৈতিকতা। নৈতিকতাই মানুষের মূল পরিচয়। যদিও নৈতিকতা পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে মতদ্বৈততা আছে।

অধৈর্য পাঠক বলবেন, 'ধান ভানতে গিয়ে আপনি শিবের গীত গাওয়া শুরু করেছেন। খাঁজকাটা কুমিরের গল্পের মতো সাধারণ একটা বিজ্ঞাপনের আলোচনাতে মানুষের আত্মপরিচয় ও নৈতিকতার প্রসংগ টেনে এনেছেন।' দেখেন, head of the iceberg-এর মতো আপাত তুচ্ছ সব নৈমিত্তিক বিষয়ের শিকড় প্রোথিত থাকে আমাদের জীবনবোধের গভীরে।

দেখেন, এই যে, তরুণ বন্ধু-দম্পতির 'কাছে আসার' একটা চিত্র আলোচ্য বিজ্ঞাপনটিতে তুলে ধরা হয়েছে, অপরাপর পণ্য উৎপাদনকারীরা স্ব স্ব পণ্যের বিজ্ঞাপনে আরো কী কী দৃশ্য উপস্থাপন করতে পারে, তার কি কোনো সীমারেখা আছে? কারো দিগন্ত যেমন সীমান্তবাসী অন্য কারো জন্য যাত্রাপথ বা শুরুর পয়েন্ট, তেমনি করে আপনার-আমার নৈতিক সীমারেখা, অন্য কারো জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। এভাবে নৈতিকতার ধারণাগুলোকে রোল-ব্যাক করে যদি আমরা 'শেষ পর্যন্ত' যেতে থাকি তাহলে এক অন্তহীন পরম্পরায় আমরা হারিয়ে যাবো। ফাউন্ডেশান পাওয়া আর হবে না। কারো দৃষ্টিতে যেটা সলিড ফাউন্ডেশান, অন্য কারো দৃষ্টিতে সেটা 'অগ্রযাত্রার' একটা পর্যায় মাত্র।

এ জন্য আইন ও দৃষ্টিভঙ্গির দুটোই দরকারি। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও হয় না, শুধু আইন দিয়েও হয় না।

এবার আসেন, 'কাছে আসার গল্প' আর একটু খোলাসা করে বলি। এ আমার একান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। আমাকে যারা 'ভালো' জানেন, তারা আমার এ কথাগুলোতে আহত হলে দুঃখিত।

"I like it, but not in public" যৌনতা নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গির এটি একটা দিক। এই কথার পরবর্তী কথা হলো, "I like it, but with social recognition" । আমারও যখন তখন চাহিদামাত্রই 'কাছে আসতে' কিছুমাত্র কম ভালো লাগে না। সময়ে আমরা সকলেই শ্বাপদ বটে। কিন্তু সেটার জন্য চাই (১) বিশেষ কর্মটি সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত গোপনীয়তার নিশ্চয়তা এবং (২) সম্পর্কটির সামাজিক জ্ঞাতার্থ্যতা। অর্থাৎ বাদবাকিরা যাতে জানে, কে কার সাথে সম্পর্কিত। যাতে করে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব নিতে পারে এবং অন্য কারো অযাচিত 'উপস্থিতিকে' ঠেকাতে পারে।

এই দুইটা বিষয় হলো পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তি। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মিডিয়া যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা সর্বোতভাবে দিনরাত যেসব 'কাছে আসার গল্প' ফেঁদেছে, তার লক্ষ্য হলো এই দ্বিবিধ বিষয়কে নষ্ট করে দেয়া। অভ্যস্ততা এমন এক হজমিকারক মাদকতা যা প্রয়োগ করে যে কোনো বাধাকেই গুড়িয়ে দেয়া সম্ভব। সামাজিক সংস্কৃতির নামে গড়ে উঠা অভ্যস্ততা, যে কোনো 'অগ্রহণযোগ্য'কে এক পর্যায়ে মানুষের কাছে সহনীয় করে তোলে। তাই, এক সমাজে যা অবৈধ, অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য, অন্য সমাজে তা-ই বৈধ, ন্যায়সংগত ও গ্রহণযোগ্য।

এরই সাথে যোগ হয়েছে আমার শুভানুধ্যায়ী পক্ষের তথা ইসলামিস্টদের যৌন অবদমন ও ব্যক্তিগত সূচিতার নামে বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া সব স্বভাববিরুদ্ধ ও বিকৃত রুচির প্রথা, সামাজিকতা ও কাজকর্ম।

ধারণা করছি, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত নয় তারা ভুল করে মনে করে, এই যে ছেলেমেয়েরা ক্যাম্পাসজুড়ে এভাবে মেলামেশা করছে, তারা চান্স পাইলেই 'ওই কাজে' লিপ্ত না হয়ে পারে না। 'ঐ কাজ' ছাড়া নারী-পুরুষের সুস্থ, মানবিক ও নির্দোষ পেশাগত সম্পর্কের কথা তারা ভাবতে পারে না। সহজীবনযাপনে যারা অভ্যস্ত তারা জানে, এই ধরনের কুচিন্তা বাস্তবতার বিপরীত। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সহজেই প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা যায়। ঘনিষ্ঠতার মাত্রাগত 'ঝুঁকি'কে বিবেচনায় নেয়ার সাথে সাথে সুস্থ মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আবার এর বিপরীত কথা হলো, এই যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা গণহারে 'বন্ধুত্ব চর্চা' করছে তারা নিজেদের একান্ত চাওয়া-পাওয়ার সহজাত

বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যতই নিষ্কলুষতার দাবি করুক, ওয়াকিবহাল মহল জানে, আসলে তারা ততটা 'ভালো' থাকতে পারে না যতটা তারা দাবি করে থাকে। 'ব্যাপার-স্যাপার' এখানে ঘটে না যে তা নয়। বাইরের লোকেরা যেভাবে মনে করে সে রকম গণহারে ঘটে না, এই যা।

এসব ব্যাপারে আমার প্রপজিশন হলো, "not so so"। তারমানে, "যতটা..., ততটা নয়"। অর্থাৎ যতটা খারাপ মনে করা হয় ততটা খারাপ নয়। আবার যতটা ভালো দাবি করা হয় ততটা ভালোও নয়। ভালো-মন্দ মিলিয়ে যা... মাঝামাঝি, মানবিক।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Tanvir Shahriar: Vulgarity and lust have been contemporary to so called love now a days.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: young one's love can't be platonic love. It was, is and must be vulgar and lustful. That's why, they need to get marriage. whoever has the right to do it, must get married. This is prophetic injunction. clear. If any society doesn't consist with this order, then it is the duty of the social workers to remove the social barriers.

Tanvir Shahriar: But sir I think no one (man) should marry before confirming a stable source of income. I have seen many people having early marriage to suffer and to repent for the temporary/immature emotion (however it is from Islamic sense or so-called love. Islamists refer Islam to validate their demand though sexuality is the main cause behind it I think). One should keep patience about marriage before getting a stable income source otherwise sufferings will be written in his lot.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হ্যাঁ, বিয়ে করার হুকুম আর ধৈর্যধারনের পরামর্শ, দুটা আয়াত পাশাপাশি। একটার পর পরই আরেকটা। অতএব, সিদ্ধান্তটা ব্যক্তির বা ব্যক্তিগত।

Abdullah Al Noman: বিষয়টি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার হবার জন্য জিজ্ঞাসা...

তাহলে 'সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তি' নামক যে মৌখিক বা লিখিত চুক্তিভিত্তিক রেওয়াজ চালু আছে তা কি শুধুই ধর্মীয় প্রথা, নাকি ধর্মীয় মোড়কে সামাজিক প্রথা, নাকি তা মুক্তমনাদের ধর্মহীন (ওহীভিত্তিক নয়) সামাজিক প্রথা (যা সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল/নৈতিকতার ভিত্তি ধার্মিকদের মত ওহীভিত্তিক না অথবা ওহীভিত্তিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়)। যেমন সমমনা দুজন মানুষ লিভটুগেদার (শুধুই শারীরিক বা শুধুই মানসিক অথবা উভয়ই) করেন এবং এর পিছনে একটি সুস্থ মানব বংশকে টিকিয়ে রাখার মহৎ মানসিকতাও কাজ করে। সেক্ষেত্রে কোন ধার্মিকের (ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নবুওয়াতে বিশ্বাসী) মনে করা যে সেই (দম্পতি) ১ ও ২ দুটোই করলো ফলে তাকে সতর্ক করা তার দায়িত্ব!

১. (ক) পরকালভিত্তিক পাপ (sin) করলো; (খ) ইহকাল ভিত্তিক পাপ (sin) করলো যার Metaphysical Impact রয়েছে (কিন্তু যেটা ব্যাখ্যাতীত) এর ভিত্তিতে!

২. অপরাধ (crime) ইহজাগতিক (যা সামাজিক বিশৃংখলা), কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশী ব্লগীয়, ফেসবুকীয় সো কলড মুক্তমনাদের (philosophical god এবং atheist/skeptic)) ভাষ্য হচ্ছে-

১. (Sin ব্যাপক অর্থে) এর মেটাফিজিকাল impact রয়েছে কিন্তু উপরে উল্লেখিত উদাহরনটি ('লিভটুগেদার' একটি Selective exception) তার সাথে পরকাল সংক্রান্ত স্রষ্টিকর্তার ধারনা টেনে আনা যাবে না

২. অপরাধ (Crime) ('লিভটুগেদার' উদাহরনে/selective exception) হিসেবে ধারনাটা আপেক্ষিক, সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তনযোগ্য যা মানুষের Aesthetics প্যারামিটারে বিবেচনা করতে হবে!

"'লিভটুগেদার' একটি নিরীহ গোছের আনন্দদায়ক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সৃষ্টিশীল কর্মে (যা মানবসভ্যতা চরম উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে) উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে কিন্তু পরকালভিত্তিক ধর্ম এটাকে সমাজস্বীকৃত বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আনন্দকে প্রাধান্য না দিয়ে দুঃখকে মেনে নিতে ও বরন করতে উতসাহ প্রদান করে।

ফলে পরকাল বিশ্বাসী ধার্মিক স্থবির (static) হয়ে পরে ও মানসিক কোন তাড়না অনুভব করে না জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সৃষ্টিশীল কর্মে। যা মানবসভ্যতা চরম উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ও তা অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।

আমার করা আর্গুমেন্টের ফাঁক ফোকর গুলো যদি ধরিয়ে দিতেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকতাম! আর শেষে বলবো ....নবুওয়াতের যৌক্তিকতা নিয়ে আপনার লেখার অপেক্ষায় আছি! ভালো থাকবেন !

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের বিধি এতটাই (সহজ অর্থে) শিথিল যে কেউ বিবাহযোগ্য কারো সাথে জ্ঞাতসারে বসবাস করলেই বিয়ে কায়েম হয়ে যাবে। এমনকি কেউ কাউকে দু'জন সাক্ষীর সামনে ঠাট্টা করে স্বামী বা স্ত্রী বা এ ধরনের সম্পর্ক বুঝায় এমন কোনো কথা বললে, মোহরানা ঠিক না করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিয়ে কায়েম হয়ে যাবে। সে অর্থে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী 'লিভ টুগেদার'ও এক ধরনের বিয়ে বটে। পরস্পরের জন্য হালাল হওয়ার বাইরে, আসলে বিয়ের দুটি প্রধান শর্ত: (১) পারস্পরিক সম্মতি, (২) ন্যূনতম সাক্ষী। conjugal life is actually a kind of lawful living together.

যখন লিভ-টুগেদারটা বিয়ের খেলাফ হিসাবে প্র্যাকটিস করা হয় তখন মুসলমানদের জন্য লিভ-টুগেদারের সুযোগ নাই। যেহেতু তারা মুসলমান। ইসলামের অনুসারী দাবীদারদের ইসলামের বিধি লংঘন করার সুযোগ থাকাটা কন্ট্রাডিকটরি। অতএব, তাদের জন্য এমন কাজ পাপ ও অপরাধ উভয়ই। অন্যদের জন্য তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত।

ইসলাম এমন কোনো উদ্দীপনাকে বৈধ হিসাবে স্বীকার করে না যা মানুষের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মাদক দ্রব্য সেবন। বিয়ের সহজতা সত্ত্বেও ব্যভিচারের সম্পর্ক বা লিভ টুগেদারকে যারা নির্দোষ মনে করে, তারা ইসলাম নির্দেশিত বিয়েটাকেই বুঝেন নাই। এমন লোকেরা আশপাশের লোক-ইসলাম দেখে ইসলামের বিরোধিতা করে। ইসলামের অনুসারীদের আচরণ আর ইসলাম এক নয়। আমি ইসলামী মতাদর্শের কথা বলছি। মুসলমানদের সামাজিক অচলায়তনের সূত্রে ইসলামকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।

আপনার প্রশ্নগুলোর ওভারঅল একটা উত্তর দিলাম। বুঝে নিবেন, আশা করি। আর নবুয়তের যৌক্তিকতা নিয়ে একটা ছোট নিবন্ধ লিখবো, ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবেন। ভালো থাকেন।

২৪ জুন, ২০১৭

বিয়ে, ডিভোর্স, যৌতুক ও সাজগোজ

ফেইসবুকে দেখলাম, বিয়েতে বাহুল্য খরচের বিষয়টাকে কটাক্ষ করে একজন লিখেছেন,

> *"...প্ল্যান করে রাখছিলাম আমার বিয়ের আয়োজন সাদামাটা করব, মসজিদে বিয়ে হবে। আর ইয়াতিমখানায় কিংবা সুবিধাবঞ্চিতদের কোন স্কুলে ছোট্ট একটা খানাপিনার আয়োজন করে করব। তাসনিম জারার ঘটনার পর মনে হইল এইটা করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং আমার উচিৎ ধার কর্য করে হলেও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে জাঁকজমক করে হিন্দি সিরিয়ালের মত বিরাট আয়োজনে সাজসজ্জার সাথে বিবাহ করা।"*

আমাদের সমাজে মেয়েদের সমস্যা হলো, অতি নগন্য ব্যতিক্রম বাদে তারা বিয়েটাকে জীবনের পরম একটা কিছু বলে মনে করে। এটি সমাজের সমস্যা। নারীরা এর শিকার। বলবেন, 'সমাজ সংস্কারই এর থেকে উত্তরণের উপায়'। আমি আপনার সাথে অর্ধেক একমত। সমাজ কোনো বায়বীয় ব্যাপার না। সমাজের সদস্যদের নিয়েই সমাজ। সদস্যদের যে আচরণ সমাজে প্রভাব বিস্তার করে তা-ই সামাজিক সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কোনো সামাজিক সংস্কৃতিকে ক্ষতিকর মনে করলে, সেটির অবলুপ্তি কামনা করলে কোনো বেটার অল্টারনেটিভ দিয়ে সেটিকে পরিবর্তন করতে হবে। শুধু যুক্তি আর মুখের কথা দিয়ে কোনো সামাজিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তন হয় না।

মানবিক সত্তা ও মানবিক পরিচয়কে ছাপিয়ে বিশেষ লিঙ্গ পরিচয় যখন মেয়েদের ১ নম্বর বা মূল পরিচয়, মানবিক নৈতিকতাকে ছাড়িয়ে নারীত্ব যেখানে কারো সবচেয়ে বড় অবলম্বন বা ঝুঁকি, সেখানে নারীদের রূচি ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতে পারে তা বুঝতে বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

উপরে উদ্ধৃত স্ট্যাটাসে এক নারী-পাঠক মন্তব্য করেছেন,

> *"...বিয়ের সাজসজ্জা, আয়োজন কেমন হবে সেটা বর কনের নিজস্ব ব্যাপার। সুতরাং কেউ সাদামাটা করলে তাকে নিয়ে টানা হেচড়া যেমন শোভনীয় নয়।*

আবার হেভী মেকওভার, দামী অলংকার কিংবা গর্জিয়াসলি দিনটাকে সাজানো নিয়ে তাচ্ছিল্য করে কটাক্ষপাত করাটাও কোন অংশে সহী না। এটা যার যার নিজস্ব ব্যাপার। আপনার কাছে স্রোতের উল্টাহাটা সাদা শাড়ি জিরো মেকাপের বিয়ের সাজ যেমন ইন্সপায়ার্ড বলে মনে হয়, অন্য কোন মেয়ের কাছে বিয়েতে হেভী বেনারসী লাল টুকটুক শাড়ি গয়নাটাও সারাজীবনের সবচেয়ে দামী স্বপ্ন বলে মনে হয়! নিজস্বতা যার যার, তাই নিয়েই বাঁচুক।"

সমস্যা হলো, সমাজ ও রাষ্ট্র এত বড় নয় যে, যে যার মতো করে নিজস্বতা নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে। দুনিয়াটা বরং খুব ছোট। এখানকার আহরণযোগ্য রিসোর্স সীমিত। বণ্টনও অ-সুষম। তারচেয়ে বড় কথা হলো, সমাজ হলো পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষেত্র। এটি মানিয়ে চলার জায়গা। যে যার খুশী মতো চললে পরিবার হয় না, সমাজ হয় না। ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ কথাটা যতটুকু সত্য, স্বাধীনতা মাত্রই জাগতিক সীমাবদ্ধতা দ্বারা সীমিত, মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এ কথাগুলোও ততটুকু সত্য। ব্যক্তির লাগামহীন স্বাধীনতা আর সমাজ - এই দুইটা কনসেপ্ট পরস্পর বিরোধী।

পুরো জীবনে অন্তত একবার একদিনের জন্য হলেও বাদশা বা রানী হতে কে না চাইবে? এ'রকম কতো আকাশ-কুসুম কল্পনা মাঝে মাঝেই আমাদের আচ্ছন্ন করে। সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এ ধরনের অবাস্তব চিন্তায় অবসেসড থাকা, এ ধরনের অপচেষ্টাকে লেজিটিমেইট করার চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে মানসিক সুস্থতার পরিপন্থী। বিয়ের সময়ে যারা একদিনের জন্য হলেও সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে রানী হতে চান, আমার দৃষ্টিতে সেটি তাদের মজ্জাগত হীনমন্যতার পরিচয়। তাদের একাংশকে দেখি, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেও তারা সময়ে সময়ে সোচ্চার। বড় বড় কথা বলেন। কী বৈপরিত্য ...! আশ্চর্য ...! যেখানে রানী আছে, সেখানে রাজাও তো থাকবে। রাজা ন্যায়পরায়ণ হবেন, সেটি আশা করা যায়। কিন্তু এর তো কোনো নিশ্চয়তা নাই। যেখানে দেবী আছে, সেখানে শক্তিমান দেবতাও থাকবে। নারীদের রানী বানানো, দেবী বানানো, এ'সব আদতে পুরুষতন্ত্রেরই মাজেযা। সিম্পলি, রিভার্স গেইম। আত্মমর্যাদা, বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নারীরা এটি না বুঝার কথা না।

বিয়েটাকে এত সিরিয়াসলি নেয়ার কোনো কারণ দেখি না। এটি জীবন-মরণের মতো কোনো ব্যাপার না। খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার মতো এটিও অন্যতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন। বিয়ে একবারই হবে। একজনের সাথেই জীবন কাটাতে হবে। এসব ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি। এর ভিত্তি হলো অযৌক্তিক অবদমন ও পুরুষতন্ত্র। ইসলাম, মানবিকতা ও যুক্তি-বুদ্ধির সাথে এহেন 'দেব-দাসী' সম্পর্ক ও সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নাই।

Cplus Tv নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল হয়েছে। চাটগাঁইয়া ভাষা সেখানে একমাত্র ভাষা। সেখানে ডিভোর্সের ওপর একটা সাক্ষাতকার দেখলাম। যেসব বিষয়কে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট মহিলা মেজিস্ট্রেটকে বলতে দেখলাম তা ব্যক্তিগতভাবে আমিও খেয়াল করেছি। সেসব উপসর্গ নিয়ে আমিও চিন্তিত। কিন্তু তারমানে এই নয় যে, ডিভোর্স রেইট বেড়ে যাওয়াটা ওভারঅল খারাপ হচ্ছে। ধুঁকে ধুঁকে মরা, বাধ্য হয়ে ঝুলে থাকার চেয়ে যে যার পথে চলাই ভালো। মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। প্রত্যেকের উচিত নিজের জীবনই যাপন করা। কারো জন্য কারো দ্বীন-দুনিয়া সেক্রিফাইস করাকে আমি সমর্থন করি না। সেটি স্বামী-স্ত্রী শুধু নয়, যে কোনো সম্পর্কের জন্যই প্রযোজ্য।

আমার এক ভাগিনা পেশাগত প্রয়োজনে প্রায়শ ইন্দোনেশিয়ায় যায়। সে বললো, সেখানে নাকি মেয়েদের আর্লি টিন এইজে বিয়ে হয়ে যায়। বাচ্চা-কাচ্চাও হয়। বিয়ের পরেও তারা লেখাপড়া কনটিনিউ করে। তিরিশের কোটায় বয়স হতে হতে প্রায় এক চতুর্থাংশ মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে যায়। ওসব ডিভোর্সি মেয়েরা আবারো বিয়ে করে। এটাই তো সুস্থ সমাজের চিত্র। ব্যভিচারকে কঠিন ও বিয়েকে সহজ করতে হলে ডিভোর্স দেয়া ও নেয়ার বিষয়টাকেও সহজভাবে নিতে হবে। আজকের দিনে ক'জন ইসলামিস্ট পুরুষ পাওয়া যাবে যারা খাদিজা (রা.) এর মতো বয়স্কা বিধবাকে বা কোনো ডিভোর্সি নারীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত? এমন কোনো ক্যারিয়ারিস্ট ইসলামী নারীনেত্রী কি আছেন যিনি খাদিজা (রা.)-এর মতো 'অপ্রতিষ্ঠিত' কিন্তু ভালো ছেলেকে বিয়ে করার জন্য আগ্রহী হবেন? এবং, তেমন স্বামীর অনুগত থাকবেন? তার জন্য ক্যারিয়ার সেক্রিফাইস করবেন? আগের ঘরের বাচ্চাওয়ালা নারী বা পুরুষকে বিয়ের করার কথা নাই বা বললাম ...! আদর্শটা বোধের ব্যাপার। শুধুমাত্র এক্সপোজারে থাকার জিনিস না।

আমাদের সমাজে বিয়ে নিয়ে যে ভজঘট পরিস্থিতি, তা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে বুঝবেন, সমস্যাটা উভয় পক্ষেরই। সমস্যার আসল দিকটা হলো দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে স্বাভাবিক কামনা ও প্রবৃত্তিকে অবদমনের কৃত্রিম অপসংস্কৃতি। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে এখানকার এক একজন নারী বা পুরুষকে গড়পরতা এক যুগেরও বেশি সবচেয়ে উর্বর ও উন্মত্ত সময়ে 'মোহন্ত' সেজে বসে থাকতে বাধ্য করা হয়। দাম্পত্য যৌন জীবনের অনুপস্থিতি মানে, অন্য কোনো ফরমেটের যৌন জীবন তথা যৌন ক্রিয়ারও অনুপস্থিতি, ব্যাপারটা তো এমন নয়। এটি যদি স্বীকার করেন তাহলে আশপাশে কী হচ্ছে, কী চলছে তা আর খুলে বলার দরকার নাই। কথা পরিষ্কার, এই জটিল সমস্যাকে কীভাবে যতটা সম্ভব সমাধান করা যায় তা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। বিয়েতে বাহুল্য খরচ এই মানবিক সংকট নিরসনে বিরাট বাধা।

এ বিষয়ে কোনো একটা লেখাতে বলেছিলাম, "আমি বুঝি না, পর্দানশীন পাত্রীরাও কেন পার্লারে গিয়ে ওভাবে মোটা অংকের বিল দিয়ে সাজগোজ করে। আজকে থেকে তের-চৌদ্দ বছর আগে এলএলএম করা এক স্নেহাস্পদ এসে বললো, 'মোজাম্মেল ভাই, আমি বুঝি না, ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলা এমন মেয়েকে বারো শ' টাকা দামের নেইল পালিশ কেন কিনে দিতে হবে, বুঝতে পারছি না'। পাত্র পক্ষের লোকজন পাত্রী পক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে কনের জন্য শপিং করতে গেছে। সেখানে যা যা পাত্রীপক্ষকে কিনে দিতে হইছে তার মধ্যে বারো শ' টাকা দামের নেইল পালিশও ছিলো।"

অপর একটা পুরনো লেখাতে এইটা পাইলাম, " ...তো, নারী অধিকার নেত্রীরা, বলুন, আপনার বিয়েতে কত খরচ হয়েছে? সমানাধিকারের সূত্রানুসারে তাতে আপনার ব্যক্তিগত উপার্জনের অংশ কত? বিয়েকে সহজ করো, ব্যভিচারকে কঠিন করো – আল্লাহর রাসূলের (সা) এই হেদায়েতকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা ও ভূমিকা কতটুকু? ফেইসবুকে পাল্টাপাল্টি যুক্তি দিয়ে জয়-পরাজয়ের ব্যাপার এটি নয়। এ আমার আপনার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা। অপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনদার ছেলেকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনার অন্তর কতটুকু সায় দেয়? পাশ্চাত্য ভোগবাদিতার ইসলামী সংস্করণ বানাতে যারা আগ্রহী তাদের ফেরানো যাবে না। কিন্তু সৎ ও সাহসী মানসিকতার পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা এখনো সংবেদনশীল মননের অধিকারী, আমার এ কথাগুলো তাদের জন্য।"

শিরোনামে যৌতুকের কথা লিখেছি। এ নিয়ে এখানে আর নতুন করে কিছু বলতে চাচ্ছি না। এমনিতেই কথা খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে। 'যৌতুকের বিষ ফোঁড়া' শিরোনামে আমার একটা লেখার লিংক দিচ্ছি।

https://mozammelhq.com/post/460

পড়তে পারেন। লেখাটি শুরু হয়েছে এ' কথা দিয়ে, "লাখ লাখ অনূঢ়া মেয়ের মাতা ও পিতার চোখে ঘুম নাই আজ / ক'টা মুখ জ্বল জ্বল করে ভুল সুখে।"

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য:

Rtn Mitu Chowdhury: সহমত। ইদানিং দেখা যাচ্ছে বিয়েটাকে খুব সাধারণ কিছু ভেবে কাবিন রাখা হচ্ছে ১০০১ টাকা, এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বর্তমান ব্রোকেন সমাজে ম্যাচ হচ্ছে না বলেই কথায় কথায় সেপারেশন অথবা ডিভোর্স কিন্তু একেবারে ছেলেখেলার মতো। এসব নিয়ে আমি অধম না ভাবলেও আপনাদের কাছ থেকে দেশ ও সমাজ আশা করে সঠিক দিক নির্দেশনামা।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** তুচ্ছ কারণে ডিভোর্স ভালো না। এতদিন পুরুষেরা ডিভোর্সের অপব্যবহার করেছে। এখন ক্রমান্বয়ে এমপাওয়ার্ড হওয়া নারীরা এটি প্র্যাকটিস করছে। মোদ্দা কথা হলো, ক্ষমতা থাকলে মানুষ সেটার কমবেশি অপব্যবহারও করে বা করবে। সেজন্য কোনো পক্ষকে ক্ষমতাহীন বা দুর্বল করে রাখার যুক্তি নাই।

Ahsanul Hoque Melon: ধন্যবাদ স্যার। বিয়ে এবং সমান অধিকার নিয়ে কথিত নারীবাদীদের জন্য চরম ভাবার বিষয়, যদি তারা চিন্তা করে তাহলে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। তবে, আমার প্রশ্ন হলো ইসলামী ছাত্রী সংস্থা করা মেয়ের বিয়েতে কেন ১২শ টাকা দামের নেইল পালিশ কিনতে হবে? সে এতো দিন পর্যন্ত কুরআন-হাদীসের আন্দোলন করে কি নিজের বিয়েতে ১২শ টাকা দামের নেইল পালিশ কেনার প্রশিক্ষণ নিয়েছে? সে কি বিয়ে সম্পর্কে শরীয়তের কোন জ্ঞানই অর্জন করতে পারে নি, না'কি যা অর্জন করেছে তা শুধু অপরের কাছে দাওয়াতী কাজ করার জন্য, নিজের জন্যে নই!

আমি আপনার মাধ্যমে যারা ইসলামী আন্দোলন করে এবং দায়িত্বশীল তাদের কাছে সবিনয়ে জানতে চাই,আপনারা সমাজ থেকে ব্যভিচার ও কুসংস্কার দূর করতে চান অথচ দ্বীনদার অপ্রতিষ্ঠিত ছেলের কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দিতে চান না কেন?

আপনারা কেন বিয়ের সময় নিজের মেয়ের জন্য পাত্র পছন্দ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে দুনিয়াবী স্বার্থকে প্রধান্য দেন? আপনারা কি জানেন না, দ্বীনদার ছেলের কাছে হয়তো প্রচুর সম্পদ না থাকতে পারে, কিন্তু এতে তো নিশ্চয়তা আছে যে, আপনার মেয়ের সহজে ডির্ভোস হবে না!

তাই সমাজ থেকে এইসব কুসংস্কার ও শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোকে দূর করার জন্য আগে যারা সমাজে ইসলাম প্রতিষ্টিত করতে চাই তাদের পরিবার থেকে শুরু করতে হবে, অন্যথায় বস্তুবাদী মানুষগুলো কখনো শরীয়তের অনুসরণ করবে না।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** অচলায়তন ভাঙার জন্য কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হবে। যারা আদর্শ অনুসরণের দাবী করে, আদর্শ বাস্তবায়নের দাবী করে,

তাদের তো উচিত অন্তত নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আওতাধীন সামাজিক পরিমণ্ডলে আদর্শের দাবীকে পূরণ করে উদাহরণ স্থাপন করা।

Habibur-rahman Papul: বিয়ে সহজ হোক! ডিভোর্সও!! কিন্তু ব্যাভিচার কঠিন হোক....

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বিয়ে সহজ হলে ব্যভিচার এমনিতেই বিরল হয়ে পড়বে। বিয়েকে সহজ করার জন্য বিয়েতে বাহুল্য ব্যয়কে প্রতিরোধ করতে হবে।

Abdullah Al Noman: বাহুল্য ব্যয়টা আসলে কি এবং সামাজিক প্রতিরোধের পাশাপাশি এর মানসিক ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত উৎস সম্বন্ধে সচেতনতা ও প্রতিরোধও সমানভাবে জরুরী

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বিয়েতে ছবি তোলার জন্য এক লাখ টাকা ব্যয় নিঃসন্দেহে বাহুল্য ব্যয়। উদাহরণ হিসেবে বললাম।

Abdullah Al Noman: আমার প্রশ্ন এত নিরীহ টাইপ ছিল না। যাক, সেটা আমার দুর্বলতা। যার সামর্থ্য আছে বা চাহিদা (অর্থনীতির ভাষায়) আছে তাকে বাহুল্য ব্যয় বলে প্রতিরোধ করবেন কীভাবে? ভঙ্গুর অর্থনীতি বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে বায়বীয়/ফাঁপা মুদ্রানীতির অবাধ প্রবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগী না হলে এইসব বাহুল্য ব্যয় কোন না কোনভাবে লাভার মত উদগীরন হবেই। আমি এখানে পুঁজিবাদের ব্যর্থতা বা সম্পদের অসম বন্টনের কথা বুঝাচ্ছি না। আশা করি বুঝে নিবেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আইন করে। মূল্যবোধ তৈরী করে। সাংস্কৃতিক-সামাজিক আবহ সৃষ্টি করে। এর কোনো একটা স্বয়ং যথেষ্ট না। বরং এই ত্রিবিধ ব্যবস্থার একটা সমন্বয়। কতজন অতিথিকে আপ্যায়ন করা যাবে তা নিয়ে আইন তো এখনো আছে। প্রয়োগ নাই। কারণ প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সাংস্কৃতিক-সামাজিক আবহ নাই। নাই মানবিক মূল্যবোধের বন্ধন।

Abdul Kader Akib: এইটা নিয়ে কথা বলাটাও সমাজে ট্যাবুর মতো আমাদের মতো টিন এইজের ছেলে-মেয়েদের জন্য। পাছে বলে উঠবে, বিয়ের ভূত মাথায় ঢুকসে বাচ্চাছেলের। কিন্তু প্রেম করে রোমান্টিক স্ট্যাটাস বা সেলফি দিলে লাভ ইমোর বন্যা।

১৪ আগস্ট, ২০১৭

দেনমোহর প্রসংগে বিয়ে বনাম লিভ-টুগেদার

কোনো এক 'সাহসী' প্রতিবাদী দ্রোহী কোথাও লিখেছেন, "We don't want any favour of men during the time of our marriage. We are not products in the market to be sold. Why will we receive their "দেনমোহর"? Are they trying to buy us as a slave?? We don't need their unlawful money."

পড়লাম। ভাবলাম, আসলে বিয়ে বলতে কী বুঝায়? দুজন নারী-পুরুষের একসাথে থাকা? তা যদি হয়, তাহলে লিভিং টুগেদারের সাথে বিয়ের পার্থক্য কী? বলতে পারেন, বিয়ে হচ্ছে lawful living together। সেক্ষেত্রে এই lawful বলতে কী বুঝবো?

যদি বলা হয়, আইনগত স্বীকৃতি। তাহলেও সমস্যা ও প্রশ্ন আছে। পাশ্চাত্যে তো লিভিং টুগেদারের আইনি স্বীকৃতি আছে। অতএব প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর মধ্যকার বিয়ের মাধ্যমে সম্পর্ক এবং বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের মাঝে এমন কী রয়েছে যা একটির মধ্যে আছে অথচ অপরটির মধ্যে নাই? ভাবতে থাকুন। খাতা-কলম নিয়ে বসুন। নোট ডাউন করুন। আশপাশের সমঝদারদের সাথে মতবিনিময় করুন।

শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে আপনাকে (১) বিয়ে আর লিভিং টুগেদারের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নাই। অথবা,

(২) বিয়ে আর লিভ টুগেদার অন্ততপক্ষে 'এই কারণে' আলাদা বিষয়। – এই দুইটার যে কোনো একটাতে পৌঁছতে হবে।

আপনি যদি মনে করেন, বিয়ে আর লিভ টুগেদারের মধ্যে আদতে কোনো পার্থক্য নাই তাহলে স্বামীর কাছ হতে স্ত্রী কেন বিয়ের সময়ে দেনমোহর নিবে তা নিয়ে আলোচনার দরকার নাই। কেননা, দেনমোহরটা বিয়েরই একটা অনুষঙ্গ। লিভিং টুগেদারে সিস্টেমে দেনমোহর থাকার বিষয়টাই অপ্রাসঙ্গিক।

আপনি যদি বিয়ে এবং লিভিং টুগেদারের মধ্যে অন্তত একটা হলেও পার্থক্য আছে এবং তা মৌলিক বলে মনে করেন, তাহলে সেই পার্থক্যটা কি, তা আপনাকে বলতে হবে। লোকেরা বলে, সমাজ এমনটাই বলে, তাই আমিও বলি, এ'কথা বলতে পারবেন না। এমনও বলতে পারবেন না, "ধর্মগ্রন্থে এমনটা বলা আছে। আমি ধর্ম মানি। অতএব, আমি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বলছি, বিয়ে জায়েয। আর লিভ টুগেদার না-জায়েয।"

কেউ যখন যুক্তির আলোচনাতে ঈশ্বরকে টেনে আনেন তখন সে আলোচনা আর আগাতে পারে না। এমন কি আপনি এ কথাও বলতে পারবেন না, "দেশের আইনে বিয়েকে বৈধ করা হয়েছে, লিভ টুগেদারকে বৈধতা দেয়া হয় নাই। এটি হলো এই দুয়ের পার্থক্য।" কোনো বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনায় কোনো স্থানীয় আইনের দোহাই বা উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জানি, আইনমাত্রই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনযোগ্য।

তো, সম্মানিত পাঠক, বিয়ে আর লিভিং টুগেদারের মধ্যে কোনো পার্থক্য পেলেন না? যাহোক, এ নিয়ে খোলামনে ভাবতে থাকেন। দেখবেন, বিয়ে আর লিভিং টুগেদারের মধ্যে একটা অত্যন্ত মৌলিক পার্থক্য আছে। এর আগে বিয়ে আর লিভিং টুগেদারের মধ্যে সাদৃশ্যগুলো আমরা একটু স্মরণ করে নেই।

বিয়ে ও লিভ টুগেদারের মধ্যে সাদৃশ্য-

(১) উভয় প্রকার সম্পর্কে উভয় পক্ষকে নৈতিক, নাগরিক ও মানবিক দিক থেকে সমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। (২) উভয় প্রকার সম্পর্কের ভিত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হলো পারস্পরিক সম্মতি ও সামাজিক অবগতি। (৩) উভয় প্রকারের সম্পর্কে যৌনতা, সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মতির ওপর নির্ভর করে।

আমাদের সমাজে কী হয়, ওদের সমাজে কী হয়, ইত্যাদি এখানে বিবেচ্য নয়। আমরা যদি মনে করি, কোনোখানে ব্যাপারগুলো ঠিকমতো হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আলোচনা হতে পারে, কীভাবে তা সংশোধন করা যায়, তা নিয়ে। আমরা এখানে বিয়ে আর বিবাহ বহির্ভূত অথচ পারস্পরিক সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্কের মধ্যে টেকসই কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করছি।

এতদুভয় ধরনের সম্পর্কের মাঝে আমার দৃষ্টিতে একটাই পার্থক্য। সেটা বলার আগে কিছু সাধারণ কথা বলে নিই।

পরিবার কি একটা প্রতিষ্ঠান?

বিয়ে একটা ব্যক্তিগত চুক্তি যার সামাজিক অবগতি থাকা শর্ত। বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়। সমাজ ব্যবস্থার উচ্চতর ব্যবস্থাপনার পরিণতিতে রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হয়। এই তো ব্যাপার? নিশ্চয়ই মানবেন, রাষ্ট্র একটা প্রতিষ্ঠান। এর কর্মব্যবস্থাপনার জন্যে গঠিত অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান হলো সরকার। এরও অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান হলো সমাজ।

রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজকে যদি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানেন, যেগুলোর প্রত্যেকটার অধীনে রয়েছে বহুবিধ উপ-প্রতিষ্ঠান, তাহলে বলেন, সমাজের অধঃস্তন প্রতিষ্ঠানগুলো কী কী? না, থাক। আমাকে লিস্টি দিতে হবে না। আমি শুধু জানতে চাইছি, পরিবারকে আপনি একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানতে রাজী আছেন কিনা?

যদি সমাজের একক হিসাবে পরিবারকে মানতে না চান, সে ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, কীভাবে 'সমাজ' নামক এই জটিলতর প্রপঞ্চের আবির্ভাব ঘটলো। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদারহরণ এ ক্ষেত্রে খাটবে না। কেননা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো অবশ্যম্ভাবী। মাঝখান থেকে কেনা-বেচার সমতার কথা বললে হবে না। কেনা-বেচাতে ক্রেতা-বিক্রেতার সমসুখ অর্জিত হয় বটে। অথচ, একজন একটা কিছু ত্যাগ করে। অন্যজন সেটা গ্রহণ করে। এর বিনিময়ে প্রথম জন একটা কিছু দেয়, যা দ্বিতীয় জনের কাছে ছিলো না। লেন-দেনের মাধ্যমে অর্জিত এই সুখ সমপ্রকৃতির। অথচ এর প্রক্রিয়াটা পরস্পরের বিপরীত। এই সমতা, সামগ্রিক সামগ্রিক বিবেচনায় অর্জিত সমতা। পণ্যের দিক থেকে দেখল বিক্রেতার পূর্ণ 'ক্ষতি', ক্রেতার পূর্ণ 'লাভ'। আবার অর্থের মালিকানার দিক থেকে দেখলে বিক্রেতার পূর্ণ 'লাভ' আর ক্রেতার পূর্ণ 'ক্ষতি'।

হাসছেন? এ ধরনের তুচ্ছ ও অতিসাধারণ কথাগুলো কেন বলছি, ভাবছেন? আজকালকার নারীবাদী স্ববিরোধীদেরকে যুক্তির জালে আটকানোর জন্য এ ধরনের অবভিয়াস কথাবার্তা আবার নতুন করে স্মরণ করতে হচ্ছে। অতএব, বলুন, সমাজ নামক এই প্রতিষ্ঠানটা কীভাবে গড়ে উঠেছে?

আমরা সবাই মানি, ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে সমাজের একক। সমস্যা হলো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান তৈরী করে না। বরং বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ নানাবিধ প্রয়োজনে পরস্পরের সাথে সুবিধা মোতাবেক চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। যা সমাজ হয়ে সরকার, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা রাষ্ট্র-সংঘ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

যৌনক্রিয়া, সন্তান উৎপাদন, অর্থনৈতিক সাপোর্ট, নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা কারণে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারী যখন পারম্পরির সম্মতির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন তা হতে পারে বিবাহভিত্তিক পরিবার অথবা লিভ টুগেদারভিত্তিক 'পরিবার'। লিভ টুগেদারকে পরিবার বলছি পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে। সমকামী পরিবার, মুক্ত সম্পর্কের পরিবার, শুধু মাকে নিয়ে একক পরিবার, এ'গুলো আদৌ পরিবার কিনা, সেটি ভিন্ন আলোচনার বিষয়। আমাদের বর্তমান ফোকাস বিয়ে ও লিভিং টুগেদারের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে দেনমোহরের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা। তাই আমরা এখানে পরিবার বলতে প্রাচ্য সমাজে আচরিত পরিবার ব্যবস্থাকে বুঝাবে।

লিভ টুগেদারে নাই, অথচ পারিবারিক ব্যবস্থায় আছে-

এতক্ষণে হয়তো বুঝে গেছেন, আমি কী বলতে চাচ্ছি। বিয়ের চুক্তিটা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মতো সর্বোতভাবে সমতা ও সমঝোতামূলক। উভয়পক্ষই যার যার দিক থেকে যার যার মতো করে লাভবান হয়। কথা হলো, লিভিং টুগেদারেও এটি আছে। লিভিং টুগেদারে যা নাই অথচ পরিবার ব্যবস্থায় আছে তা হলো, সমাজের ক্ষুদ্রতম একক বা ইউনিট হিসাবে পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি বা কার্যকারিতা। এক কথায়, পরিবার হলো একটা সমাজস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। আর লিভ টুগেদার হলো, কোথাও বা সমাজস্বীকৃত, কোথাও বা সমাজ-অস্বীকৃত পারম্পরিক সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্ক। এটি লিখিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিয়ের সাথে এর কার্যত: কোনো পার্থক্য থাকে না। লিভ টুগেদারকে আমরা এক ধরনের অলিখিত যৌন সম্পর্কের চুক্তি বলতে পারি।

কথাটা আরেকবার পরিষ্কার করে বলছি। বিয়ে ও লিভ টুগেদার, উভয়টিরই ভিত্তি হলো পক্ষদ্বয়ের পারম্পরিক সম্মতি। লিভিং টুগেদারের ক্ষেত্রে এই 'চুক্তিটি' আনুষ্ঠানিকতা থাকে না। এটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয় না।

কারণ?

যে কোনো প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপালনের নিরিখে অবস্থানগত ক্রমসোপান থাকবে। তাছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা, পরিচালিত হওয়া ও টিকে থাকা অসম্ভব। যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। বিষয়টা এতটাই অবভিয়াস যে এ নিয়ে আর কথা বলা প্রয়োজন নাই, বোধ করি।

বিয়ের মাধ্যমে যদি একটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার বিষয়কে স্বীকার করেন, তাহলে বলুন, সেই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থানগত ক্রমধারা বা হাইয়ারআরকি কী হবে?

পরিবারভিত্তিক সমাজমাত্রই হয়তো পিতৃতান্ত্রিক হবে, নচেৎ মাতৃতান্ত্রিক হবে। উভয় ব্যবস্থার মধ্যকার কোনো একটাকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে। যুক্তির দিক থেকে এতদুভয় অন্ততপক্ষে সমান হওয়া সত্বেও। আমরা জানি, পিতা ও মাতা প্যারেন্টশীপের দিক থেকে পরস্পরের সমান হওয়া সত্বেও সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব নারীকেই বহন করতে হয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম। 'প্রকৃতি' কেন এমন 'বৈষম্য' করলো, তা অবশ্য আমার জানা নাই।

নারী-পুরুষের গঠনগত পার্থক্যের আসলেই কোনো ভূমিকা আছে?

এটি অনস্বীকার্য, গঠনগত শক্তিমত্তার কারণে শ্রমনির্ভর অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে পুরুষেরা পরিবারের পরিচালক বা নেতা হওয়াটা যুক্তি সংগত। বলতে পারেন, প্রযুক্তির এই যুগে শারিরীক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এখন অচল। আপনার কথার সাথে আমি খানিকটা একমত হতে পারি। যদি আপনি হালনাগাদের নারীবাদের সমর্থনে নারী-পুরুষের শারীরিক পার্থক্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন বা বর্তমানে অকার্যকর মনে করেন, তাহলে আপনার উচিত এই পোষ্ট আর না পড়া।

নারীবাদের স্বর্গরাজ্য পাশ্চাত্যেও দেখি না, নারীরা যুদ্ধ করছে। সেনাবাহিনীতে নারী সদস্য থাকা আর নারীরা যুদ্ধ করা, এক কথা না। মহিলা সাহাবীরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতেন। কাফের নারীরাও আসতো। তারা সময়ে সময়ে সম্মুখ সমরও করেছে। কখনো কোনো যুদ্ধে নারী কমান্ডারও ছিলো। এর মানে এই নয় যে, তখন বা কখনো নারীরা যুদ্ধ করেছে। সেখানে আমারা দেখি, মহিলা আর পুরুষ খেলোয়াড়রা আলাদাভাবে প্রতিযোগিতা করে। সেখানেও দেখা যায়, মাতৃত্বের কারণে নারীরা তাদের ক্যারিয়ারে সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। একজন হিলারী ক্লিনটন দিয়ে তো আর পুরো মার্কিন সমাজকে বিচার করতে পারবেন না।

পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নারী না হয়ে পুরুষ হওয়ার অন্য আরেকটি কারণ আছে। সেটা সাধারণত ততটা বলা হয় না। সেটি মনস্তাত্ত্বিক। সমকালীন নীতিবিদ্যায় একে ethics of care হিসাবে বলা হয়। নারীরা কেয়ারিং হয়। সহনশীল হয়। তাদের ধৈর্য বেশি। 'এথিকস অব কেয়ার' আমার মতো ধার্মিক পুরুষের আবিষ্কার নয়। এটি পাশ্চাত্যের নারী দার্শনিকদেরই প্রস্তাবণা। বিশ্বাস না হলে গুগল করে দেখেন।

আপনি যদি নারী হোন, তাহলে নিজের দিকে তাকান। আর যদি পুরুষ হোন, আপনার আশেপাশে খেয়াল করে দেখেন, দেখবেন, নারীরা তেমন পুরুষকে পছন্দ করে

যাদেরকে বশ করা কঠিন। যারা রাফ এন্ড টাফ। নতজানু মেরুদণ্ডহীন, পৌরুষত্বহীন পুরুষকে কোনো নারী পছন্দ করে না। যে পুরুষকে সে খানিকটা বেয়াড়া হিসাবে দেখে, যার মধ্যে সম্পদ, শক্তি, শারীরিক উচ্চতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা ইত্যাদি আছে তাকেই সে পছন্দ করে। এক কথায়, নারী মাত্রই প্রবল পুরুষকে পছন্দ করে। কোনো নারীই দুর্বল ও অধীনস্ত পুরুষকে পছন্দ করে না। বরং বিবর্তনের দাবি হিসাবে সে বরাবরই শক্তিমান পুরুষের সংগী হিসাবে নিজেকে দেখতে চায়। নারীর ভালো লাগাতে তার পছন্দের গুরুত্ব অনেক বেশি। নারীদের ব্যক্তিগত ভালো লাগার ব্যাপারটা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি মনস্তাতাত্ত্বিক।

বলতে পারেন, বিশেষ সমাজে বা বিশেষ ক্ষেত্রে এমনটা নাও হতে পারে। অথবা, কোনো বিশেষ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। আমি আপনার সাথে এ ব্যাপারে একমত। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম হতে পারে। হয়। তাতে কিছু আসে যায় না। ব্যতিক্রম দিয়ে আইন হয় না। আইন হয় সাধারণ অবস্থা, আচরণ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে। ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। বড়জোর, ব্যতিক্রমের জন্য কিছু ব্যতিক্রমী বা বিশেষ নিয়ম হতে পারে। এ ধরনের সামগ্রিক ও তাত্ত্বিক আলোচনায় এ ধরনের কোনো বিবেচনা অপ্রাসংগিক।

এতক্ষণের আলোচনাতে যদি একমত হোন, পরিবার হলো ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে পুরুষ হলো সেই প্রতিষ্ঠানের এক নম্বর ব্যক্তি তাহলে আপনার চিন্তার জট অনেকখানি খুলবে। পূর্বেই বলেছি, বিশেষ কোনো সমাজের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য, ঘটনা বা পরিস্থিতি আলোচনার জন্য আমরা এই আলোচনাটা শুরু করিনি। আদর্শ অনুসারে সমাজ না চললে সেই সমাজকে কীভাবে ভেঙ্গে-চুরে সংস্কার করা যায় তা নিয়ে কাজ করতে হবে। এতে দ্বিমত করার কিছু নাই।

আমরা যখন কোনো মডেল নিয়ে কথা বলবো, তখন আমরা মূলত যুক্তিনির্ভর থাকবো। দেখবো, বিশেষ কোনো কাজ যুক্তি সংগত কিনা। কেউ যদি গোড়ার বিষয়গুলোকেই গ্রহণ করতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ববহ, এমন কিছু নিয়ে তার সাথে এনগেইজড হওয়ার মানে হয় না।

পরিচালনার সাথে মর্যাদার সম্পর্ক-

বিয়ে এক ধরনের আইনসম্মত একত্র বসবাস। তারমানে এই নয় যে, আইনসম্মত একত্র বসবাস মানেই বিয়ে। উভয় ধরনের সম্পর্ক লিখিত বা অলিখিত সম্মতিমূলক

চুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠলেও, এর একটি চুক্তির অব্যবহিত পর পরই ক্রমসোপানমূলক (hierarchical or vertical) প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হয়। যাকে আমরা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করি। অন্যটাতে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্তও সমতলধর্মী (horizontal) থেকে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে না। লিভিং টুগেদারের যদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ থাকে তবে তা নামে না হলেও কার্যত বিয়ে-ই।

কনফিউজড পাঠকদের বিরক্তির আশংকা সত্বেও দ্বিরুক্তি করে বলছি, উভয় পক্ষ যখন সকল প্রায়োগিক ক্ষেত্রেই সমানে সমান থেকে যায় তখন সেটি আর প্রতিষ্ঠান বা দল হিসাবে আর বিবেচিত হয় না। যে গাড়িতে সবাই সমভাবে পরিচালনার অধিকারপ্রাপ্ত, সে গাড়ী চলতে পারবে না। চললেও এক্সিডেন্ট করবে, নিশ্চিত। গাড়ি পরিচালনায় টিম ওয়ার্ক হতে পারে। জাহাজে কাপ্তান থাকে একজনই। কোনো বাহিনীতে দু'জন কমান্ডার থাকে না। নেতৃত্ব জিনিসটাই হচ্ছে ক্রমসোপানের ব্যাপার। প্রায়োগিক ক্রমসোপান মানেই অবশ্য মর্যাদার ক্রমসোপান নয়। মানবিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত, এককথায় সব দিক থেকেই সব মানুষ আদতে সমমর্যাদার অধিকারী। তৎসত্বেও কার্যত বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

বুঝতেই পারছেন, সমতা মানে নিঃশর্ত নৈতিক ও আইনি সমতা। তা না বলে যদি বলা হয়, সমতা মানে বাছবিচারহীন সর্বোত সমতা, তাহলে তা হবে বাস্তবতা ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এমন ইনসেইন লোকজনের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার মানে হয় না। আবার কার্যত: কাউকে কর্তৃত্ব দেয়াকে যারা খানিকটা বাস্তবিকপক্ষে মর্যাদাহানিকর হিসাবে মনে করেন, তারাও বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। গাড়ীর ড্রাইভারকে যখন কর্তৃত্ব দেয়া হয় তখন তাকে তো বেশি মর্যাদার বা সুপেরিয়র মনে করা হয় না। আবার বাহিনী প্রধানের নির্দেশ মানা মানে নিজেকে 'দুর্বল' ও 'হেয়' মনে করা, এমনও নয়। নাগরিক অধিকারের দিক থেকে, আমরা জানি, রাষ্ট্রপ্রধান ও একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। পার্থক্য যা কিছু তা দায়িত্বের কারণে।

বিবাহবিচ্ছেদের সমঅধিকার-

এ বিষয়টা আশা করি ভালো করে বুঝা গেছে। পরিবার একটা প্রতিষ্ঠান। কালোত্তীর্ণতার মাপকাঠিতে পুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি। এইসব কথাবার্তার মানে এই নয় যে, বৈবাহিক চুক্তির যে সমতা তা বাস্তবে অকার্যকর। বরং মূল চুক্তির এই সমতা সর্বাবস্থাতেই বজায় থাকে। যে কোনো পক্ষ চাইলে যে কোনো সময়ে

এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যাকে আমরা ডিভোর্স বলি। ইসলাম ধর্ম মোতাবেক, ডিভোর্স দেয়া ও চাওয়ার অধিকারের দিক থেকে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার সমান। পার্থক্যটা পদ্ধতিতে। স্ত্রী ডিভোর্স চাইলে তাকে সালিশের মাধ্যমে যেতে হয়। যদ্দুর বুঝেছি, নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই ধরনের পরোক্ষ পদ্ধতি। আপনি চাইলে, একে কিঞ্চিত বাধাগ্রস্ততাও বলতে পারেন। এর বিপরীতে, পুরুষ কর্তৃক তিন তালাক উচ্চারণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ডিভোর্স দেয়ার যে রেওয়াজ তা নিতান্তই রেওয়াজ। এর ধর্মীয় ভিত্তি নাই।

হযরত উমর (রা.) এ ধরনের ডিভোর্স প্রদানকারীদেরকে শাসানোর জন্যই মত দিয়েছিলেন, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকর হবে। তিন তালাক যারা দেয় তাদেরকে এ ধরনের কাজে বাধা দেয়ার জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এরই সাথে তিনি এ ধরনের ডিভোর্স প্রদানকারীকে বেত্রাঘাতের আইন জারি করেছিলেন। এখন বেত্রাঘাত নাই। কিন্তু নারীর স্বার্থবিরোধী তিন তালাকের বিধানটা রয়ে গেছে। যেমন করে মুয়াবিয়া (রা.) গমের দাম বেশি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে কম মূল্যের খেজুরের সাথে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে অর্ধ সা তথা অর্ধেক ওজনের গম ফিতরা হিসাবে দেয়া যাবে, এই মর্মে আইন জারি করেছিলেন। এখন খেজুরের তুলনায় গমের দাম কম হওয়া সত্ত্বেও গমের ক্ষেত্রে ফিতরার নিসাব অর্ধ সা'ই রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে বিয়ের আগে কমচে কম তিন মাস পারস্পরিক দাম্পত্য অধিকারের উপর কোর্স হওয়া উচিত। এমনকি অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরাও জানে না, নারীদের যখন তখন তালাক দেয়া যায় না। 'তিন তহুর' টার্মটার সাথে যদি আপনি পরিচিত না হোন, তাহলে আপনিও কোরআন মোতাবেক স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নিয়ম জানেন না। 'খোলা তালাক' কথাটার সাথে যদি আপনি অলরেডি পরিচিত না হোন, তাহলে আপনি জানেন না, নারীরা কিভাবে স্বামীকে তালাক দিবে। 'খোলা' মানে আমরা বাংলাতে ওপেন অর্থে যা বুঝি, তা কিন্তু নয়।

এখানকার কোনো সামাজিক অপসংস্কৃতি ও গোঁড়ামীর কারণে কেউ যদি ধর্ম ও বিয়েকে বাদ দিতে চান তাহলে তো পাশ্চাত্যের বল্গাহীন উগ্র নারীবাদের কারণে নারীবাদকেও বাদ দিতে হয়। জাহাজের ডেকের লোকদের উপরের লোকেরা পানি দিচ্ছে না। এমতাবস্থায়, নীচতলার লোকেরা সিদ্ধান্ত করলো, তারা তলা ফুটা করে পানি সংগ্রহ করবে। আমাদের এখানকার নারীবাদীদের অবস্থা হয়েছে এমনই। পানি পাচ্ছে না বলে তলা ফুটা করতে চাওয়া অর্বাচীনদের মতো। হাস্যকর। নারীবাদীদের অবস্থা হচ্ছে, throw the baby out with bath water.

দেনমোহর বিয়ের প্রথম ক্যাটাগরির শর্ত নয়-

এবার আসেন, দেনমোহরের প্রসংগে। বৈবাহিক চুক্তি হলো সমানে সমান চুক্তি। চুক্তিটা সমানে সমানে হলেও এবং শেষ পর্যন্তও তা সমানে সমান হিসাবে বহাল থাকলেও কার্যব্যবস্থাপনার দিক থেকে এই চুক্তি একটা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। যে প্রতিষ্ঠানে উভয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরস্পরের ওপর সুনির্দিষ্ট অধিকার বহাল থাকে। এ ধরনের অপরাপর প্রতিষ্ঠানের মতোই এটি মেয়াদি চুক্তি নির্ভর। যদিও চুক্তিটা ভেঙ্গে দেয়ার আগ পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য অটোমেটিকেলি বর্ধিত হয়। এক কথায়, এটি পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্মতিসাপেক্ষ ব্যাপার।

দেনমোহর বিয়ের প্রথম ক্যাটাগরির শর্ত নয়। বিয়ের প্রথম ক্যাটাগরির শর্ত দুইটা। (১) বিবাহযোগ্য নর-নারীর পারষ্পরিক সম্মতি এবং (২) সামাজিক অবগতি। দেনমোহর এসেছে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য। নারী পক্ষের পক্ষ হতে বরপক্ষকে যৌতুক দিতে হতো। যেটি আমাদের এখানে এখনো চলে। দেনমোহরও দেয়া হতো। তবে সেটি পেতো মেয়ের বাবা। মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো না। খাদিজাকে (রা.) উনার পিতা ও পূর্বেকার স্বামীদ্বয় ধনসম্পদ দিয়ে গেছেন। সে হিসাবে তিনি সম্পদ পেয়েছিলেন। তখনকার উত্তরাধিকার আইনে রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভাইগণ পেতো। ভাই না থাকলে চাচারা পেতো। এমনও হয়েছে, কোনো সাহাবী বলেছেন, তিনি বিয়ে করতে চাচ্ছেন অথচ কনে-পণ বা দেনমোহর হিসাবে দেয়ার মতো কিছু নাই।

তখন ওই সাহাবি যতটুকু কোরআন মুখস্ত পারতেন তা দেনমোহর হিসাবে ধরে রাসুলূল্লাহ (স.) তার বিয়ে 'পড়িয়ে' দেন। ফিকাহর মতে, কোনো বিয়েতে মোহরের পরিমান সাব্যস্ত করা না হলে সংশ্লিষ্ট কনের সামাজিক অবস্থা অনুসারে একটা গড়পরতা মোহর ধার্যকৃত হবে। এর মানে মোহরের বিষয়টা ফয়সালা হওয়ার আগে বিয়ে বৈধ হবে না বা বিয়ে 'কার্যকর করা' যাবে না, ব্যাপারটা তা নয়।

এ পর্যায়ে কেউ বলতে পারে, যে নারীর পর্যাপ্ত আর্থিক নিরাপত্তা আছে সে কেন মোহর নিবে? আমার মতে এমন নারীকেও মোহর দিতে হবে। হতে পারে সে নামমাত্র মূল্যের কিছু নিবে। ফুলের একটা মালা নিয়েও সে বিয়ে করতে পারে। এমন কি যেমনটা উপরে বলা হলো, কোনো জরুরী শিক্ষা বা জ্ঞানলাভকেও সে পণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। কী নিবে বা কী দিবে, সেটা পরস্পরের সামর্থ্যের ব্যাপার। আদৌ কোনো বিনিময় সে নিবে কেন, সেটা প্রশ্ন হতে পারে।

কর্মবিভাজনমূলক ব্যবস্থাপনা কি বৈষম্যর নামান্তর?

আমরা দেখলাম, মোহর গ্রহণ করাটা স্বচ্ছল পাত্রীর ক্ষেত্রে নিছক আনুষ্ঠানিকতা বা প্রতীকিও হতে পারে। এই প্রতীকি দেয়া-নেয়াটা পারিবারিক ব্যবস্থার গভীরতর তাৎপর্যকে তুলে ধরে বা সিম্বলাইজ করে। তা হলো, পরিবার ব্যবস্থাপনা ও সকল ধরনের নিরাপত্তা তথা রসদ সংগ্রহের দায়িত্ব পুরুষ-পক্ষের। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের কর্মবিভাজন করে। নারীরা অভ্যন্তরীণ কাজগুলো আঞ্জাম দিবে। পুরুষ বাইরের কাজগুলো করবে। এরমানে এই নয়, নারীরা বাহিরের কাজ করতে পারবে না কিংবা পুরুষ ঘরের কোনো কাজ করবে না। যে কোনো সামাজিক ব্যবস্থা ও আইনের প্রচলন করা হয় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে। যে কোনো মতাদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্যই এটি প্রযোজ্য। কর্মবিভাজনের ক্ষেত্র ও সীমারেখা কী হবে তা নিয়ে অন্যত্র বিতর্ক হতে পারে। কেউ যদি নারী-পুরুষের কর্মবিভাজনকে আক্ষরিকভাবে ও কঠোর মনোভাব নিয়ে বেমালুম অস্বীকার করতে চায়, সেটি তার ব্যাপার। আমি নিশ্চিত, যুক্তি, পরিচিত উদাহরণ ও এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে মূল্যায়ন করলে কারো পক্ষে এমন প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ অসম্ভব।

তো, প্রাকৃতিক কর্মবিভাজনকে যদি মেনে নেন, তাহলে কথা হতে পারে, এর ক্ষেত্র ও সীমারেখা নিয়ে। সে আলোচনা এই নিবন্ধের আওতাভূক্ত নয়। কর্মবিভাজন মানেই যদি হয় 'বৈষম্য' তাহলে মাতৃত্বের 'বোঝা' চাপিয়ে 'প্রকৃতি'ই নারীর ওপর সবচেয়ে বড় 'জুলুম' করেছে। পার্থক্য মানেই যদি হয় বৈষম্য তাহলে..., অনেক কথাই বলা যায়। ভদ্রতার খাতিরে ওসব আর বলছি না। ওসব 'অস্বস্তিকর' উদাহরণ এখন থাক।

দেনমোহরের প্রতিকী গুরুত্ব-

দেখেন, কোনো সেনাপতি যখন তার পিস্তলটা সারেন্ডার করেন, তার মানে সে আত্মসমর্পণ করেছে বুঝায়। কোনো অতিথিকে যখন মেয়র বা নগরপিতা তার শহরের 'চাবি' উপহার দেয়, তার মানে অতিথিকে সম্মান করা হলো। কখনো কখনো এ ধরনের প্রতিকী কাজের তাৎপর্য সুগভীর। দেনমোহর দেয়া-নেয়ার বিষয়টাকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নির্ভরশীলদের জন্য এটি অর্থনৈতিক অবলম্বন। অনির্ভরশীলদের জন্য এটি অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তার নিদর্শন।

হ্যাঁ, উপার্জনের দায়িত্ব যে পুরুষের ওপর ন্যস্ত তার প্রতীকি নমুনা হলো দেনমোহর। এ পর্যায়ে কেউ বলতেই পারে, কোনো নারীর পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা থাকলে সে কেন

নিবে? হ্যাঁ, সে টাকা পয়সা না নিয়ে অন্য কিছু নিবে। হতে পারে তা নামমাত্র। হতে পারে প্রাপ্ত দেনমোহরের টাকা বা সম্পদ অভাবীদেরকে সে দান করে দিবে।

এরপরও কোনো নারীবাদের ওপর পাক্কা 'ঈমানদার' কেউ বলতে পারে, "নিবে কেন? বা, নিতেই হবে কেন? সমানে সমান সম্পর্কে তো বাধ্যতামূলক দেয়া-নেয়া থাকা উচিত না।" আবারো সেই পুরনো কথা। কী মুশকিল! সম্পর্ক তো সমানে সমান। বৈবাহিক চুক্তি বা সমঝোতা, অবশ্যই সম ও সুষম। 'সমস্যা' হলো এর মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের মধ্যকার নিতান্তই অস্থায়ী সমতা ও সুষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমতা ও সুষমতার হিসাব, একটু ভিন্ন রকম নয় কি? পরিবারকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য না করলে পরিবার ব্যবস্থা কার্যত লিভ টুগেদার হয়ে দাঁড়ায়। বিয়ে নিছকই ল'ফুল লিভ টুগেদার নয়। যদিও বিয়ে হলো এক ধরনের লিগ্যাল লিভ টুগেদার। এক্টচুয়েলি, ইট ইজ মোর দ্যান লিভ টুগেদার। ইট ইজ মোর ফর্মাল। মোর ইনস্টিটিউশনাল। পুরো আলোচনাটা এখন এসে দাঁড়ালো, পরিবার ব্যবস্থাকে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হবে কি-না, তার ওপর।

সম্পর্কের 'দায়' কেন একপক্ষ বহন করবে?

পরিবারভিত্তিক বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক অবগতি ও পারস্পরিক দায়-দায়িত্বটাকে বেশি ফোকাস করা হয়। যদি কেউ মনে করে, প্রত্যেকে ফূর্তির জন্য যা খুশী করবে, কিন্তু দায় বহন করবে না, তাহলে বিয়ের চেয়ে লিভ টুগেদারই ভালো। দেখুন, দায়-দায়িত্বহীন লিভ টুগেদার ব্যবস্থা নারীর গঠনগত দিক থেকে দেখলে, প্রকৃতি বিরোধী। যে যার মতো করে 'কাজ সারবে' অথচ দায় বহন করতে হবে কেবল এক পক্ষকে, এ আবার কোন বিচার? অথচ, 'প্রকৃতি'ই কিন্তু সম্পর্কের বস্তুগত 'দায়' নারীর উপর চাপিয়েছে। পুরুষের দায় নৈতিক বা সামাজিক। নারীর মতো প্রাকৃতিক নয়। এ ধরনের 'বৈষম্যের' জন্য 'প্রকৃতি'কে যদি 'দোষ' দেন, সে ক্ষেত্রে আপনাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার কৃতিত্বটা কাকে দিবেন, সেটিও ভাইবা রাইখেন।

কোনো নারী, বা বিশেষ শ্রেণীর বা জনগোষ্ঠীর নারী সম্প্রদায় যদি সম্পর্কের সম্ভাব্য 'দায়' বহনের সক্ষমতা রাখে, তারমানে কি এই যে, নারীরা সামগ্রিকভাবে (overall) ব্যক্তিগত সম্পর্কের দায় বহনে সক্ষম? ওই যে, বলা কথা আবারো বলতে হয়, আইন করা হয় সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে। ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রমই। আমরা যদি প্রাণী জগতের দিকে তাকাই, তাহলে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের তাবৎ কুতর্ক

নিমিষেই অচল হয়ে পড়ে। প্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা প্রাণীরা সাধারণত কী করে, কীভাবে করে ইত্যাদি দেখলেই আমরা সহজে বুঝতে পারি, এ ধরনের বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়মটা কী। প্রকৃতিতে কিছু বিরল উদাহরণও থাকে। বিরল উদাহরণ বা ব্যতিক্রম দিয়ে নিয়ম হয় না, আমরা জানি। প্রকৃতিতে বিরাজমান ব্যতিক্রমী বা অপ্রচলিত-বিরল দৃষ্টান্তকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' হিসাবে উপস্থাপন করাটাকে অ-আকারগত যুক্তিবিদ্যায় naturalistic fallacy'র একটা ধরন হিসাবে বিবেচনা কার হয়। উগ্র নারীবাদী কথাবার্তা, দেখবেন, নানা ধরনের ফ্যালাসিতে ভরপুর। উদ্ভট ও স্ববিরোধী তাদের সব যুক্তি। যেসব পুরুষেরা উগ্র নারীবাদকে সমর্থন করে তারা আসলে 'নারীবাদী-পুরুষতান্ত্রিকতার' অনুসারী। বুঝতেই পারছেন, পুরুষতন্ত্রের একটা নারীবাদী ধারাও আছে।

পাশ্চাত্যের নারীবাদী পুরুষতান্ত্রিকতা-

বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্য নারীবাদ প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক। সেখানকার নারীবাদীরা কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে পুরুষতন্ত্রকেই ক্ষমতায়ন তথা ক্ষমতাচর্চার মডেল মনে করে। পুরুষতন্ত্র যদি সঠিক না হয়, নারীতন্ত্র কেন সঠিক হবে? প্রান্তিকতা যদি ভুল হয়, তা উভয় প্রান্তিকতার জন্যই তো সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার কথা। আবার, নারীতন্ত্রও যদি সঠিক না হয়, পুরুষতন্ত্রও যদি সঠিক না হয়, তাহলে কীভাবে চলবে?

মানবতন্ত্রের কথা বলবেন? ভালো কথা। এই মানবতন্ত্র কে পরিচালনা করবে? আসমানের ফেরেশতারা? কেননা, পরিচালনার ভার নারীর হাতে অর্পণ করলে একই সমস্যাই হবে। নাকি, পরিচালনার ভার নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাগাভাগি করা হবে? উর্বর কল্পনা দিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা, অবাস্তব ও খণ্ডিত যুক্তিনির্ভর তত্ত্ব কপচানো, এসব চলতে পারে। তাতে করে সমস্যার কোনো ইতিবাচক সমাধান বের হয়ে আসবে না। সব বিষয়ে পুরুষদের একক কর্তৃত্ব, নতুবা নারীদের একক কর্তৃত্ব – এই ধরনের চিন্তা false dilemma বা black & white fallacy'র লক্ষণ।

কর্তৃত্ব, অধীনতা ও অমর্যাদা প্রশ্নে নারীবাদী অবস্থান-

বরং এ বিষয়ে সঠিক অবস্থান হলো, কিছু বিষয়ে নারীর কর্তৃত্ব, কিছু বিষয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব, বাদবাকী বিষয়ে প্রেক্ষিত ও সক্ষমতার নিরিখে নারী-পুরুষ যে কোনো কারো কর্তৃত্ব। অবশ্য যারা কোনো কর্তৃত্বই মানতে নারাজ, তাদের কথা ভিন্ন। নারীবাদীরা

পরিবারের বাইরে অফিস-আদালত সবখানেই অধীনতা মানে। কিন্তু পরিবারে তারা অধীনতা মানতে চান না। তারা অযথাই মনে করে, কারো কর্তৃত্ব বা পরিচালনা-ব্যবস্থা মেনে নেয়া মানে তার ইনফেরিয়র অর্থে অধীনস্ত হওয়া। আর অধীনতা মানেই অমর্যাদা। এটি তাদের মানসিক সমস্যা। উপরে ড্রাইভারের উদারহরণ দিয়ে এ বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি। অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে গ্যারান্টি দিতে পারি, নারীবাদীদের সাথে আপনি শান্তভাবে কথা বলতে পারবেন না। দ্রুতই সে আপনার প্রতি ব্যক্তি-আক্রমণ ছুঁড়বে। নিজের ব্যক্তিগত বা পরিচিত কারো বিশেষ বিশেষ নেতিবাচক অভিজ্ঞতার একপাক্ষিক বর্ণনাকে ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্স বা দলীল হিসাবে মেনে জন্য আপনাকে বাধ্য করতে চাইবে। বলবে, "দেখেন, নিরপেক্ষ বলে কিছু নাই। সবই পুরুষ-পক্ষপাতদুষ্টতার (androcentrism) দোষে দুষ্ট।"

যদি জানতে চান, "এর সমাধান কী? কী করা যায়? আপনার পরামর্শ কী?" দেখবেন, একটু আগের অতিবিপ্লবী আপসে কেটে পড়তে চাইবে। বলবে, "আমাদেরকে সমঝোতা করে চলতে হবে"। এ ধরনের কথাবার্তা।

নেতৃত্ব, পরামর্শ ও আনুগত্যের প্রতিসমতা-

তো, সমঝোতার মানে সব কাজে সমানে সমান নয়। বরং কিছু কাজ ছেড়ে দেয়া এবং কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করা। যখন কেউ কোনো বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণ করবে, তখন সে উক্ত কাজে নেতা হবে। নেতৃত্ব, পরামর্শ ও আনুগত্যের এই প্রতিসমতা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মতো আমাদের পারিবারিক তথা একান্ত ব্যক্তিজীবনেও অপরিহার্য। এটি নারীবাদীদের কে বুঝাবে? তারা তো দিনরাত নানাবিধ 'বিদ্রোহ' নিয়েই ব্যস্ত। রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার, পুরুষতন্ত্র, ধর্ম, ঈশ্বর, এক কথায় সব কিছুর বিরুদ্ধে দ্রোহ করতে করতে এক পর্যায়ে তারা স্বীয় নারীত্বের প্রতিই বিদ্বেষী ও বিদ্রোহ-মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। পুরুষেরা যা করে সে যথাসম্ভব তা-ই করার চেষ্টা করে। এভাবে সে নিজেকে অজান্তেই পুরুষতন্ত্রের কাছে আরো ভোগ্য করে তোলে। অথচ, মনে মনে ভাবে, আমি তো এখন মুক্ত, স্বাধীন।

সমস্যার আসল কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে অস্পষ্টতা নিয়ে মাঠে নামলে যে পরিণতি অনিবার্য-

এ সময়কার এক পপুলার নারীবাদীর সাম্প্রতিক একটা লেখায় পড়লাম, সে বলছে, *"হ্যাঁ, পুরুষতন্ত্র নিজের লাভ বিচার কইরা নারীদের সুবিধা দেওয়ার কারণে*

অনেকাংশে নারী আন্দোলন হইতে পারছে, নারীবাদের শুরু হইছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, ***আজকের দিনে আমি পুরুষতন্ত্রের খাইয়া পইরা যদি পুরুষতন্ত্রের উচ্ছেদ চাই, তা কি আসলে পুরুষতন্ত্রের নিজের চাল? অর্থাৎ সময়ের হিসাবে পুরুষতন্ত্রের কি এখন আসলেই সময় ফুরাইয়া গেছে তাই সে নিজ থিকা আমাদের মত নারীবাদীদের উস্কায়ে দিতেছে পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করতে? আমি জানি না।***

আমি শুধু জানি, পুরুষতন্ত্রের নিজের চাল হোক বা আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছায় হোক, আমি পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করলে তা যদি নারী পুরুষ ট্রান্সজেন্ডারের সমান অধিকার আদায়ের পথ সুগম কইরা দেয়, তাইলে আমি পুরুষতান্ত্রিক সিস্টেমে বইসাই তার বিরোধিতা করবো।”

পুরুষতন্ত্রই যদি পুরুষতন্ত্রের ভিতরে থেকে পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা কইরা ‘সমান অধিকার’ আদায়ের পথ সুগম কইরা দেয়, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের পুরুষতান্ত্রিক-নারীবাদ কি পুরুষতন্ত্রেরই আরেকটা খেলা নয়? কার্ল মার্ক্স যেমন ধারণা করতে পারেন নাই, পুঁজিবাদ বিংশ শতাব্দীতে এসে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়ে সর্বহারা তৈরীর পথ রুদ্ধ করে দিবে, তেমন করে নারীবাদীরাও হয়তো বুঝতে পারেন নাই, পুরুষতন্ত্রই নারীবাদকে পুরুষতন্ত্রের অন্যতম বিশেষ একটা ফর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে নারীবাদ নিয়ে এমন করে খেলবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রাচ্য পুরুষতন্ত্র ও পাশ্চাত্য নারীবাদ, উভয়েরই সমভাবে ঘোর বিরোধী। এরই সাথে আমি এতদুভয়ের কারণে নারীদের মধ্যে সৃষ্ট সুবিধাবাদী মনোভাবেরও তীব্র বিরোধী। আমি নারী-পুরুষ সকলের ন্যায্য মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী। তাই, সমতার সাথে সাথে ক্ষেত্রবিশেষে আমি সুষমতাকেও মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করি। তাছাড়া, এটি সার্বিক আলোচনা। এক একটা ইস্যু নিয়ে আলাদাভাবে কথা বললে তখন এই নীতির প্রয়োগ কোথায়, কীভাবে কী হতে পারে, তা নিয়ে এক্সক্লুসিভ আলোচনা করা যেতো।

১৮ অগাস্ট ২০১৭

বিয়ে হোক সহজতর

বিয়ে বহির্ভূত সব সম্পর্ক, অবাধ 'বন্ধুত্ব' হোক অসম্ভব-প্রায়

তাদের সক্ষমতার প্রধান প্রকাশ ঘটে প্রজনন উর্বরতায়। তাদের জীবনে প্রধান বিনোদন হলো প্রাত্যহিক দাম্পত্য সম্পর্ক। নিত্যদিন তারা সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায় ভূমিজ বা শ্রমঘন উৎপাদনে। তারা কারা? তারা 'নিম্নশ্রেণীর' খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। যাদের আমি ভালোবাসি। যাদের সাথে মিশতে ভালো লাগে। যারা আমাদের মতো শিক্ষিত পরজীবীদের চেয়ে ভালো।

"জন্মহার বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য এবং নারীস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এ যুগে বাল্যবিবাহের বিরোধীতা করা হয় এবং তা করতে গিয়ে চাকুরির আগে, কখনও মিডলেভেল ক্যারিয়ারের আগে বিয়ে করাকেও নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু যৌবন বয়সে বিয়ের বিরোধীতা করা মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, কারণ তা স্বয়ং মানব জাতির অস্তিত্বকে হুমকিগ্রস্থ করে। পৃথিবীতে মানুষের এক নম্বর কাজ হলো, মানুষ হিসেবে অন্যান্য প্রাণীর সাথে প্রতিযোগিতা করে, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকা। অবশ্য এখন যে প্রাণীটির সাথে মানুষকে মরণপণ লড়াই করে বাঁচতে হয় সেটা আর কেউ নয়, মানুষই। তারপরও টিকে থাকার জন্য মানুষের বেস্ট ব্রিড, সাসটেইনাবল ব্রিডের গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। আর এই ব্রিড ও জীনগত উৎকর্ষতা বজায় রাখতে গেলে মানবজাতিকে তার পারফেক্ট বয়স সীমার মধ্যে বংশবৃদ্ধির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমরা ধান গাছ থেকে কোন বয়সে ধান চাই? কোন বয়সে একটি গরু হতে বাচ্চা চাই কিংবা ছাগল হতে ছাগল ছানা? শুধু মানুষের বেলায় কেন অন্যথা চাই? শুধু ডেমোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সাম্য আনা। কিন্তু মানুষের পক্ষে জগতের সাম্য এবং প্রকৃতির কারসাজি বোঝা দুরূহ ব্যাপার!

অনেকে গরীব ও অশিক্ষিতদের দোষারোপ করে এই বলে যে, তারা ইঁদুরের মতো বাচ্চা বিয়োয়। ভেবে দেখেন তো এ না হলে যে তাদের অস্তিত্বই থাকতো না। তাদের সক্ষমতার প্রধান প্রকাশ হলো প্রজনন ক্ষমতায়, প্রধান বিনোদন বিয়ে, সৃজনশীলতার প্রকাশ কৃষিতে। আটটা বাচ্চা নিলে চারটা মারা গেলেও চারটা থাকে বলেই তারা এখনো পৃথিবীতে টিকে আছে। তারা যদি দুইটা বাচ্চা নিতো, রোগে শোকে, দুর্যোগে, বিপর্যয়ে নির্বংশ হতে বেশিদিন লাগতো না।

হয়তো যুক্তি দেয়া যাবে যে সন্তান সংখ্যা কম হলে তাদের জীবনমান উন্নত হতো, বাচ্চা মারা যেতো না। এখন নতুন বিপদের কথা শুনা যাচ্ছে, যারা উন্নত জীবন যাপন করে, কম বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, তাদের নির্বংশ হওয়ার সময় এসেছে। এন্টিবায়োটিক বডি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে পড়েছে। তাই দুয়েকটা বাচ্চা নিয়ে তাদের বাঁচিয়ে তোলা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এছাড়া বন্ধ্যাত্বের হারও বেড়েছে, ভবিষ্যতে যা ভয়ানক মাত্রায় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নত দেশগুলো যুদ্ধব্যবসায় নিয়ে ব্যস্ত আছে বলে নতুন এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের দিকে তাদের মনোযোগ কম। এর ফলে অনুন্নত দেশ, যেখানে রোগের প্রকোপ বেশি সেখানে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।"

(Sarwar Kamal-এর স্ট্যাটাস। সূত্র:

https://www.facebook.com/sarwar.kamal.526/posts/10208269276249868

)

"কাসেম না হয়ে কুসুম হওয়াটাই ছিলো তাঁর 'অপরাধ'" – ক'দিন আগে এই লেখাটার https://www.facebook.com/MH.philosophy/posts/1856525477697912

শুরুতে প্রসংগক্রমে বলেছিলাম, "এখনকার ষাটোর্ধ বয়সের সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত সুপার এলিট পেশাজীবীদের প্রত্যেকেই কিশোরী টিনএজ মায়ের সন্তান।"

কোনো বিষয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও প্রস্তাবনার সাথে জরুরী পরিস্থিতি তথা compatibility মুডকে যখন একাকার করে ফেলা হয় তখন এক ধরনের হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। বিয়ে, বিশেষ করে নারীদের বিয়ের বয়স নিয়ে এখনকার সমাজ-মননে কিছু উদ্ভট মিথ তৈরি করা হয়েছে। কথা পরিষ্কার, যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ তা কোনোক্রমেই সামাজিক রীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যৌবন আসলেই যৌনজীবন শুরু হবে। এটিই স্বাভাবিক, তাই না? যৌবন আছে অথচ যৌনজীবন নাই, এটি কী করে হতে পারে? কেউ স্বাভাবিক দাম্পত্য যৌনজীবন যাপনে আগ্রহী, নাকি, কোনো বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত যৌনজীবনে অভ্যস্ত, সেটা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার। অগত্যা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে অযথা যুক্তিচর্চা করা অনুচিত! অবদমিত বা অস্বাভাবিক যৌনজীবন কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করলেও শেষ পর্যন্ত তা পারভার্টেড বা বিকৃত-ই বটে। এ ধরনের স্বভাববিরুদ্ধ জীবনধারাকে সমাজের ওপর আদর্শ হিসাবে চাপানোর চেষ্টা যারা করে তাদের আমি অপছন্দ করি। এড়িয়ে চলি।

কোদালকে কোদাল বলার সৎ সাহস থাকতে হবে। যৌনতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের এক ধরনের অতিসংবেদনশীলতা ও সংকোচ, ক্ষেত্রবিশেষে নৈতিক দুর্বলতা কাজ করে। উগ্র নারীবাদীরা এই সুযোগকে কাজে লাগায়।

"Feminism has downplayed the desire for women to have a family, while at the same time hyping the rewards of career and casual sex, not exactly a recipe for success or happiness."

What Feminism Should Be - Tammy Bruce

https://www.youtube.com/watch?v=vR1VUYhmwIQ

৬ অক্টোবর, ২০১৭

প্রসঙ্গ বহুবিবাহ

[বলতে গেলে সবাই-ই সুস্থ যৌন সম্পর্ক তথা স্বভাবসম্মত যৌন নৈতিকতার পক্ষে। বিশেষ করে ইসলামপন্থীরা চায়, বিয়ে হোক সহজতর। অথচ এই সামাজিক মূলনীতির অপরিহার্য যেসব ফেনোমেনা, তা মানতে তারা একেবারেই নারাজ। ব্যভিচার, আত্মরতি ও অস্বাভাবিক যৌনতার অনুষঙ্গগুলোকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে চাইলে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপকতাকে মানতে হবে। স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত বিবাহের বাস্তবতাকে। প্রচলন করতে হবে ছাত্রজীবনে বিয়ে করার সামাজিক রীতি। সর্বোপরি, খোলা মনে মানতে হবে পুরুষের বহুবিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে।

সেন্সেটিভ হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টার গুরুত্ব বিবেচনায় শেয়ার করলাম। কারো লেখা সরাসরি শেয়ার করার বিপদ হলো, লেখক কোনো কারণে স্ট্যাটাস বা নোটটা ডিলিট করে দিলে আপনার শেয়ারটাও হাওয়া হয়ে যাবে। তাই কপি করে দিলাম। লেখক জনাব Humayun Kabir Nayan-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।]

https://www.facebook.com/nayanbdmym/posts/1121711107964853

"তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীকে বিয়ে করা যেমন একটা সুন্নাহ। তেমনি বহুবিবাহ করা এটাও আরেকটা সুন্নাহ। কিন্তু আমাদের সমাজে এই দুটো সুন্নাহকেই আজ অবহেলিত ও দৃষ্টিকটু হিসেবে দেখা হয়।

কারণটা কী?

এটা খুবই সহজ সমীকরণ যে, প্রথমটা যেমন দ্বিতীয়টা দ্বারা প্রভাবিত, দ্বিতীয়টাও প্রথমটা দ্বারা প্রভাবিত। ভাইস ভার্সা ফ্যাক্ট আর কি। আর এটাও খুব সহজ সমীকরণ যে, যে সমাজে বহুবিবাহকে কঠিন করা হয়, সেই সমাজের পুরুষদের মাঝে তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীদেরকে বিয়ে না করার মানসিকতা এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। এর কারণ বুঝার বা বুঝানোর জন্য কোনো যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। এই মানসিকতা সমাজই তৈরি করছে।

এখন এই সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী কে? নারী? নাকি পুরুষ? আমার জানামতে, ডিভোর্সি বা বিপত্নীক পুরুষদের পরবর্তী বিয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা ফেইস করতে হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখানে আসল ভুক্তভোগী হন তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীরা। কারণ, পুরুষদের মাঝে তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীদেরকে বিয়ে না করার যে মানসিকতা তা আলরেডি তৈরি হয়ে আছে।

আর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে নারীদেরকে দেখা যায় একেবারে আপসহীন। এই নারীদেরই কেউ যদি আবার অল্প বয়সে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত হন, তখন অবিবাহিত পুরুষেরা তো এগিয়ে আসেই না, আর বিবাহিত পুরুষেরা এগিয়ে আসতে চাইলে তারা আবার তাদের স্ত্রী কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হয়। ফলাফল কী? এক শ্রেণীর নারী সুবিধাভোগী, আর আরেক শ্রেণীর নারী ভুক্তভোগী। বলতে গেলে এক শ্রেণীর নারীদের কারণে আরেক শ্রেণীর নারীরা ভোগান্তির শিকার।

যদিও এটা স্বাভাবিক যে, কোনো নারীর জন্য তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নেয়াটা কঠিন, কিন্তু সমাজের সার্বিক দিক বিবেচনা করলে মেনে না নেয়ার ক্ষতির প্রভাবটা মেনে নেয়ার কষ্টের চাইতে বেশি।তাই সমাজ ও সেই ভুক্তভোগী নারীদের কথা বিবেচনা করে মেনে নেয়াটা উচিত। এই ক্ষেত্রে একজনের কিছুটা আত্মত্যাগই হয় আরেকজনের জন্য করুণা। আবার কোন অবিবাহিত পুরুষও যদি এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে, তার ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত বাধা না থাকলেও সে আবার তার পরিবারের নারী বিশেষ করে মা-বোন-ভাবীদের বাধার সম্মুখীন হয়।

আমার পরিচিত একজনের ঘটনা জানি। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া এক মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সে এগিয়েছিলো। কিন্তু তার পরিবারের কাছে সে এই প্রস্তাব তুলতেই

তার মা, বোন 'রে, রে' করে উঠলো। আর ভাবীরা তো সাথে সাথেই টিটকারী– 'ছিঃ! এই তোর রুচিবোধ! এত মেয়ে থাকতে তুই একটা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবি!' 'সেকেন্ড হ্যান্ড' বলে কী যেন একটা টিটকারী আছে, সেটা দিতেও বাদ রাখলো না তার পরিবারের ঠাট্টা সম্পর্কের মহিলারা। বেচারা শেষ পর্যন্ত আর পারলো না। কিন্তু অপর ভুক্তভোগী মেয়েকে আরও কষ্টের স্বীকার হতে হলো আরেক শ্রেণীর নারীদের কারণে। যারা আজ টিটকারী দিলো, তারাই যদি আবার এই সমস্যায় পড়ে তখন তারা আবার অপর আরেক শ্রেণীর হাতে ভোগান্তির শিকার হয়। এভাবেই চলতে থাকে ভোগান্তির দুষ্টচক্র।

তাহলে সমাধান কী? সমাধান আল্লাহ তায়ালা অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন। আমরা এটাকে কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। অথচ প্রত্যেকের অবস্থান থেকে একটু ছাড় আর একটু ত্যাগ স্বীকার করলেই এত বড় সমস্যা মিটে যায়। একজন মেয়ে হয়তো ভাবতে পারে, আমি কেন আমার স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেবো? একজন অবিবাহিত ছেলে হয়তো ভাবতে পারে, আমি অবিবাহিত ছেলে হয়ে এত এত অবিবাহিত মেয়ে থাকতে কেন একটা ডিভোর্সি বা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে যাবো? একজন মা হয়তো ভাবতে পারেন, আমার অবিবাহিত ছেলেকে কেন একটা ডিভোর্সি বা বিধবা মেয়ের সাথে বিয়ে করাবো? একজন বোন ভাবতে পারে, আমার অবিবাহিত ভাইটিকে কেন এক ডিভোর্সি বা বিধবা মেয়ের সাথে বিয়ে করাবো? সবাই আজ এভাবে ভেবেই যাচ্ছে। কিন্তু সমাধান আসছে না। বরং বিষয়টা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, আর ভুক্তভোগীদের ভোগান্তি বাড়ছে।

আমাদের ভাবা দরকার ছিলো, এই দুনিয়া সবার জন্য পরীক্ষা। কেউ পরীক্ষা থেকে মুক্ত নয়। একজন নারীর জন্য স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নেওয়াটা যেমন পরীক্ষা, তেমনি একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ, আদল করাটাও পরীক্ষা। সাধারণত পুরুষের চাইতে নারীদের সংখ্যা বেশি থাকে। মুসলিম সমাজে মেয়েশিশু ভ্রূণ হত্যা (Abortion) এখনো অনেক কম পর্যায়ে আছে, যেমনটা ভারতে বা অন্যান্য দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দেখা যায়। আর তাছাড়া এটা সুস্পষ্ট হারাম কাজ। এই জঘন্য কাজ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে না থাকলে সেখানেও নারীদের সংখ্যাই বেশি হত। বর্ধিত নারীদের দায়িত্ব নেওয়া পুরুষদেরই কর্তব্য, আর নারীদের তা বুঝা উচিত।

সমাজের সবারই যে বহুবিবাহ করতে হবে বিষয়টা এমন নয়। নারী পুরুষের অনুপাত যেখানে যেমন সেটার উপর ভিত্তি করে কয়েকজন সামর্থ্যবান পুরুষ এই ব্যাপারে এগিয়ে আসলেই সমাধান হয়ে যায়। আর অতিরিক্ত এই নারীদের দায়িত্ব নেওয়াটাও পুরুষদের কর্তব্য এবং নারীদেরও সেটা বুঝা উচিত। কারণ এখানে ভুক্তভোগী

পুরুষেরা নয়, বরং আসল ভুক্তভোগী হল এই পরিস্থিতির শিকার নারীরাই। অথচ আজ আমরা এটাকে কঠিন বানিয়ে ফেলেছি।

আজ যেই নারী তার স্বামীকে বিয়েতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ না করুন, তার স্বামী মারা গেলে কাল সে ভুক্তভোগী। কাল তার বিয়ে নির্ভর করছে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রীর ইচ্ছার উপর বা তার মা-বোনের সম্মতির উপর। আজ যে বোন সে তার ভাইকে বিয়েতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ না করুন, সে বিধবা বা ডিভোর্সড হলে কাল সে ভুক্তভোগী। কাল তার বিয়ে নির্ভর করছে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রীর ইচ্ছার উপর বা তার মা-বোনের সম্মতির উপর। আজ যেই মা তার ছেলেকে এই বিয়েতে বাধা দিচ্ছে, আল্লাহ না করুন, কাল তার মেয়ের স্বামী মারা গেলে বা ডিভোর্সড হলে তখন সেও ভুক্তভোগী। কাল তার মেয়ের বিয়ে নির্ভর করছে অন্য কোনো পুরুষের স্ত্রীর ইচ্ছার উপর বা তার মা-বোনের সম্মতির উপর। তারমানে বুঝা যাচ্ছে, আজ যে সুবিধাবাদী, কাল সে ভুক্তভোগী।

তাই আসুন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অবস্থান থেকে সেক্রিফাইস করি। বিধবা বিবাহ, তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের বিবাহ, বহুবিবাহ সবগুলোকেই সমান্তরালভাবে সহজ করি। সবগুলোতেই সমানভাবে জোর দিতে হবে। একটাকে কঠিন করলে বাকীগুলো কঠিন হয়ে যাবে। আর একটাকে সহজ করলে বাকিগুলোও সহজ হয়ে যাবে।"

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Md Sohrab Hossain: স্যার, পুরুষের বহুবিবাহের প্রয়োজনীয়তা বললেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ! তাহলে নারীর ক্ষেত্রে বহুবিবাহকে সমর্থন কেন দিলেন না? আই মিন এক নারী একই সময়ে একাধিক পুরুষের সংসার করবে!! যদি পুরুষের বহুবিবাহকে সমর্থন দেন তাহলে নারীকেও কেন নয়?

নোট: আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ের বিপক্ষে। যদি কোন কারণে স্ত্রী মারা যায় তাহলে বিশেষ বিবেচনায় দ্বিতীয় বিয়ে করা যেতে পারে। নারীর ক্ষেত্রে ও সেইম নিয়ম।

আপনার যুক্তি: অসহায় বিধবা নারীকে বাচানোর জন্য বহুবিবাহ!!! সেক্ষেত্রে বলব যে, প্রকৃতি সবসময় ব্যালেন্স মেইনটেইন করে চলে, তা না হলে প্রাকৃতিকভাবেই নারী পুরুষের রেশিও এভাবে সমান হত না, খুব সামান্য সংখ্যায় পার্থক্য আছে যার কারন হচ্ছে যে বেশি বয়সি পুরুষ কম বয়সী নারীকে বিবাহ করার কারনে যখন তারা বয়স্ক/ষাটোর্ধ হয় তখন পুরুষ কয়েক বছর আগে মারা যায়, কিন্তু এই বয়সের বিয়ের কথা নিশ্চয় আপনি বলছেন না। বিধবা নারী যেমন আছে ঠিক তেমন সমাজে

বিপত্নীক পুরুষও আছে। বিপত্নীক পুরুষ বিধবা মহিলাকে বিয়ে করুক, তবুও একটির বেশি স্ত্রী মোটেও নয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: নারীর একইসাথে বহুবিবাহ তাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি এবং প্রকৃতিরাজ্যের স্বাভাবিক আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক।

সমতা হলো নৈতিক ও আদর্শিক। বস্তুগত সমতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক। ইকোয়ালিটি ইজ ইন দ্যা সেন্স অব ইকুইটি।

আইন করা হয় সাধারণ প্র্যাকটিস বা অবস্থার প্রেক্ষিতে। ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। আশা করি বুঝবেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে বললাম। ভালো থাকুন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

Md Sohrab Hossain: স্যার, আমি নারীর বহুবিবাহের সমর্থন মোটেও চাইছি না। পুরুষের বহুবিবাহের বিপক্ষে বলতে গিয়ে এই হাইপোথিটিক্যাল প্রসংগ এনেছি। বলে রাখি, টোডা উপজাতির নারীরা বহুবিবাহ করে, একই সাথে একাধিক পুরুষের সংসার করে এবং তাদের সমাজে এটা বৈধ। তাছাড়া আমাদের বাংলাদেশেও পতিতালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কতৃক অনুমোদিত। সুতরাং সেখানেও নারী একই সাথে একাধিক পুরুষকে গ্রহন করতে পারছে!! স্যার, দিনশেষে আমরা তো ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটা সংসার/সমাজ চাই, তাই না?? বহুবিবাহের পক্ষের কোনো যুক্তিই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ভাই, ও রকম কোনো উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উদাহরণ দিতে পারবেন। কোনো বিষয়ে 'এটা প্রকৃতিসম্মত' বলার মানে হলো প্রকৃতির সাধারণ (কমন অর্থে) উদাহরণ বা নিয়ম বা আচরণ। ব্যতিক্রমকে বৈধতার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করটাকে 'ন্যাচারিল্টিক ফ্যালাসি' বলে।

দ্বিতীয়ত, বাস্তব বিষয়ে হাইপোথেটিকেল প্রসংগ নিয়ে আসাও ভুল। যদি বলি, 'নারী-পুরুষ সম্পর্ক' ধরনে না হয়ে মানুষের প্রজাতি বৃদ্ধি অযৌন জনন পদ্ধতির বা উভযৌন জনন পদ্ধতির হলে মানব সমাজ কেমন হতো বা কী হতে পারে বা পারতো? – এই ধরনের প্রশ্নগুলো বুদ্ধিবৃত্তির অপচয় ও অপব্যবহার মাত্র। যা প্রকৃত তা মেনে নেয়াই প্রকৃতির দাবি। তাই না?

Md Sohrab Hossain: সৃষ্টিকর্তা পুরুষকে একটিমাত্র জননেন্দ্রিয় দিয়েছেন, নারীকেও ঠিক একটি। এর চাইতে বেশি প্রাকৃতিক উদাহরণ আর সম্ভব নয়। তাছাড়া বাস্তবিক পক্ষে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে সে সংসারে শান্তি

সম্ভব নয়। হ্যা, শান্তি আছে এমন উদাহরণ দেখাতে পারবেন। আমিও জানি হযরত মুহাম্মদ স: এর সংসারে শান্তি ছিল। কিন্তু ওভারওল এটাও একটা ব্যতিক্রম ঘটনা। আসলে আজকের সমাজে ওরকম পরিস্থিতিতে শান্তি সম্ভব না এবং আমরা সবাই শান্তি চাই ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটা সংসার চাই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি তো বিস্তারিত যেতে চাচ্ছিলাম না। যাহোক, নারী ও পুরুষের উর্বরতার পার্থক্যটার দিকে যদি আমরা দেখি তখন আমরা বুঝতে পারি 'একটি মাত্র জননেন্দ্রিয়' থাকার সমতাটা একটা অক্ষিপুঞ্জ ও একটি অক্ষির সমতার মতো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

Md Sohrab Hossain: ক্ষমতা থাকলেই সে ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে এমনটা ভাবা অমূলক। শান্তির জন্য নিগোসিয়েশন করা যেতেই পারে। কিছু নির্দিষ্ট সময়ে নারী যৌনকর্মে অক্ষম থাকে, সে সময়ে পুরুষ রোজা থাকুক!! ইসলামে অবিবাহিত পুরুষকে সামর্থ থাকলে বিয়ে করতে বলা হয়েছে, আর সামর্থ না থাকলে রোজা রাখতে বলা হয়েছে। এভাবে অন্তত অতিউর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবুও একইসাথে একাধিক স্ত্রী নয়!! তাতে সমাজে শান্তি আসে না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আপনার সর্বশেষ মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক। fallacious

Wasim Firuz Baizid: সোহরাব হোসেন ভাই, আপনি একদিকে ইসলামের কিছু অংশ মানার কথা বলছেন (রোজা রাখার কথা); আরেক দিকে বহুবিবাহ, যেটা ইসলামে বৈধ, সেটার বিরোধিতা করছেন।

কেমন কেমন হয়ে গেল না???

Md Sohrab Hossain: Wasim Firuz Baizid ভাইয়া, অন্য ধর্মের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কি জানেন?? ইসলামে বলা হয়েছে যে "যুদ্ধবন্দিনিদেরকে এবং কৃতদাসিদেরকে শারিরিকভাবে তাদের মালিক ভোগ করতে পারবে।" আমরা নির্বিকারভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেই যে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এটার অনুমতি ইসলামে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা শুধু সেই সমাজের জন্যই। এটা ছাড়া যুক্তিসঙ্গত কোন উত্তর নেই আমাদের। আজকের মুসলিম বিশ্বে হযরত আলী (রা) এর মত নেতা এখন আর নেই, তাই শান্তির জন্য গনতন্ত্রে বিশ্বাস করতে হবে, একনায়কতন্ত্র নিয়ে পড়ে আছে যারা তাদের অবস্থাটা দেখেন । ধর্মে বলা আছে তাই অন্ধভাবে মেনে নিবেন?? সৃষ্টিকর্তা তো আমাদেরকে বিবেচনা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। বহুবিবাহ

কখনই সমাজে শান্তি আনতে পারে না। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে পরিস্থিতি বদলেছে, তাহলে বিশ্বাস নয় কেন ? ইসলামে ইজমা/কিয়াস বলে তো কিছু আছে নাকি?

Nirjhor Ahammed Plabon: স্যার, সোহরাবের যুক্তিগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালি মনে হচ্ছে। দাহমি উপজাতীয়রাও ইচ্ছে করলে একাধিক বর নিতে পারে বলে পড়েছিলাম। নিজস্ব ধর্মের নিয়মের বাইরে গিয়ে মুক্তভাবে চিন্তা করলে সোহরাবের যুক্তিগুলো খণ্ডানো বেশ জটিল মনে হচ্ছে। ধর্ম এবং মতবাদি সীমার বাইরে এসে যদি আপনি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতেন তাহলে অনেক উপকৃত হতাম। আমার বিশ্বাস আমার পাশাপাশি জাতিও উপকৃত হবে। সোহরাবকে অভিনন্দন সাহস করে সাহসি বিশ্লেষণ করার জন্য। আপনাকে স্যালুট চমৎকার বিষয় তুলে ধরার জন্য....

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দাসীর সাথে মালিকের 'সম্পর্ক' যে এক প্রকারের বৈবাহিক সম্পর্ক তা জানার জন্য পড়ুন:

https://www.facebook.com/MH.philosophy/posts/1373785229305275

Wasim Firuz Baizid: সোহরাব হোসেন ভাই, আপনার অবশ্যই স্বাধীনভাবে চিন্তা করে নিজের পথ ঠিক করার অধিকার আছে। তবে প্রবলেম হলো, আপনার আর আমার ভালো লাগা আর আপত্তি দিয়ে ইসলাম/ধর্ম চলে না! যেগুলা আপনার মতে সঠিক সেগুলা মানবেন, আর যেগুলা আপনার যুক্তিতে ভুল সেগুলা মানবেন না, এই অধিকার ইসলাম আপনাকে দেয় নাই! ইজমা-কিয়াস তখনি প্রযোজ্য হবে যখন কুরআন এবং হাদীসে কোন কিছুর সুস্পষ্ট আলোচনা থাকবে না! কুরআন-হাদীসকে টপকিয়ে ইজমা-কিয়াস প্রযোজ্য নহে।

সমাজ বদলেছে, সময় বদলেছে কিন্তু মুহাম্মদ (স.) কে সব যুগের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রেরন করা হয়েছে!

(আমি নিজে যে খুব প্র্যাকটিসিং মুসলিম না, তা আগেই বলে নিচ্ছি) আপনি একবার ধর্মের ভিতরে থেকে চিন্তা করছেন, আরেকবার ধর্মের বাইরে গিয়ে চিন্তা করছেন।

Syed Al Jaber Ahmed: Md Sohrab Hossain, যদি আপনি বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার বর্তমানে আরেকটি বর দিন ও একই বাড়িতে থাকতে দিন, দিবেন কি! চিত্রটা একটু ভাবুন তো, কেমন উপভোগ্য হয়!

একবার ড. হুমায়ুন আজাদকে প্রশ্ন করা হলো, ধরুন, আপনার স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে পরকীয়া প্রেম করছে, তখন আপনার কেমন লাগবে? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ভেবে দেখিনি। এখানেই ও এভাবেই থেমে যায় তারা। ড. আজাদ আবার পরকীয়াকে আপনকীয়া বলতেন, হায় কৃষ্টি!

মজার ব্যাপার হলো যতদূর জানি কোন নারী এ যাবৎকাল একসাথে একাধিক স্বামী নিয়ে সংসার করতে চায় দাবি করেছে শুনিনি, পুরুষরাই এসব বলছে, ব্যাপারটি জান্নাতের হুরের মতো, যে হুর নিয়ে নারীদের কোন কথা নেই, নারীর হুর হবো কি হবো না তা নিয়ে মাথা ব্যথা নরদের!! অদ্ভুত! আসুন প্রবৃত্তি নয় প্রকৃতি তথা ইসলাম মেনে চলি।

এক উপজাতি প্রসঙ্গ টেনেছেন, সে ক্ষেত্রে বলি। কোন কোন উপজাতির লোকেরা মৃত মানুষদের দেহ খেয়ে ফেলে, মাটি বা পুড়িয়ে ফেলে না। তো আপনি কি খাবেন মৃত মানুষের দেহের হাড় ও মাংস? সো, কোন এক উপজাতির উদাহরণ বাস্তবসম্মত নয়। আশা করি বোধদয় ঘটবে।

Shaila Nur Pinks: ধন্যবাদ সোহরাব ভাইকে আমাদের মনের কথা বলার জন্য। স্বামীর দ্বিতীয় বউকে মেনে নেয়া থেকে একজন মেয়ের জন্য বিধবার জীবন বেশি সম্মানের।

Md Sohrab Hossain: Shaila Nur Pinks ম্যাম, ধন্যবাদ সাহস করে মন্তব্য করার জন্য। একবার ভাবেন তো সৌদি আরবে নারীরা ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে এই ২০১৭ সালে, আই মিন অনেক দেরিতে। নারী ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চাকরির অধিকার সবকিছুই অনেক দেরিতে পেয়েছে। আধুনিক সমাজের শিক্ষিত হিন্দুরা ব্রাক্ষনদের তৈরি উচু জাত নিচু জাত

প্রথা মানেন না, তাদের তৈরি সতীদাহ প্রথাও মানেন না। আধুনিক সমাজের শিক্ষিত মুসলমানরাও মোল্লাদের তিন চারটা বিয়ে হাস্যকর চোখে দেখে, আল্লাহ্ মুখ দিলে আল্লাহ্ খাওয়াবে এমন কথা বলে ১৫/২০ টা সন্তান জন্ম দিয়ে অনাদরে অনাহারে বড় করবে এমনটাও হাস্যকর চোখে দেখে। ধর্মের আইন বা দেশের সাংবিধানিক আইন কোনটার তোয়াক্কা না করে মনগড়া ফতোয়া দিয়ে নিরপরাধী বা সামান্য অপরাধীকে চাবুক/বেত্রাঘাত করতে করতে মেরে ফেলবে এগুলাও এখন আর কেউ বরদাস্ত করে না। মোদ্দা কথা হল যুগে যুগে ইতিহাস রচিত হয়েছে এখনও হচ্ছে আই রিপিট রচিত হয়েছে। আর আমরা রচিত ইতিহাস বেশি পড়ি। ধর্মের ব্যাখ্যাও নীতিনির্ধারকগন নিজেদের সুবিধামত করে এসেছেন। আমাদের ন্যাচারটাই এমন যে মানুষ জন্মালে আয়োজন করে সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়াই, মানুষের বিয়েতেও আয়োজন করে সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়াই আবার সেই মানুষটাই মারা গেলে সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়াই। এখানে হাসি/কান্না কোন ফ্যাক্ট না, ফ্যাক্ট হল মানুষের খাওয়া মানুষের সুবিধা।

Md Sohrab Hossain: প্রিয় স্যার, মনের ভুলেও আমাকে নাস্তিক মনে করবেন না প্লিজ। আমি নামাজ পড়ি, ইসলাম ধর্ম মানি। কিন্তু ধর্মের ভিতরে যেসব কল্পকাহিনী আছে সেগুলা মানি না। বিষাদ সিন্ধু টাইপের হাজারটা ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে যেগুলা শুধুই উপন্যাস!! কিন্তু মোল্লারা এই ধরনের হাজারটা কল্পকাহিনীকে ধর্ম/সত্য বলে প্রচার করে। হাদিসের ব্যাখ্যা তাদের মনমত করে দেয়। অন্য ধর্মের মানুষের কাছে ইসলাম ধর্ম হাস্যকর হয়ে উঠছে যার জন্য খুবই খারাপ লাগে। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: Did I say anything which caused doubt in your mind that I've considered you atheist? I know you personally, you know that. I appreciate your concern on this issue. I always enjoy to exchange with argument and never take advantage of seniority.

Nirjhor Ahammed Plabon: স্যার, লিংক দেয়া লেখাটা পড়লাম। ওটা এত দুর্বল মনে হয়েছে যে, ওটা নিয়ে প্রশ্ন করতে চাই না। আপনি যদি বিস্তৃতভাবে লেখেন তাহলে জাতি অনেক বেশি উপকৃত হবে। আপনার লেখা পড়ার প্রত্যাশায় প্রহর গোনা শুরু করলাম…।

Sabuj Kabir: বিধবা বিয়ে নিয়ে আমাদের মানসিকতা এমন যে কোনো বিধবা বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলে তাকে খারাপ চোখে দেখা হয়। এমনকি এই দাবিও শুনেছি যে বাচ্চাসহ বিধবা আবার বিয়ে করার থেকে একা বাচ্চা মানুষ করা নাকি অনেক ভালো

কাজ! একটা ঘটনা দেখেছি– এক বয়স্ক বিধবা মহিলার ছেলে বিদেশে স্থায়ী, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মহিলা আবার বিয়ে করতে চাইলে ছেলে মেয়েরাই প্রচণ্ড বাধা দিতে যায়। বেচারা মেয়ের জামাই শাশুড়িকে সমর্থন ও সাহায্য করে এখন নিজের ঘরেই সমস্যায়!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমাদের এক সহকর্মীর মৃত্যুর পর উনার স্ত্রীকে উনার ছেলে তার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে বলেছিলো, যদি 'ওই লোকের' ঘরে কোনো সন্তান হয়, তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। সেই হুমকি বা শর্তকে মেনে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন।

Rashedul Alam: সমাজে নৈতিকভাবে সুখ balanced করার জন্য পুরুষের বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ একটি উত্তম পন্থা।

Abdul Mannan: স্যার, নারী এবং পুরুষের রেশিওর ব্যবধান খুব একটা বেশি নয়। তাহলে পুরুষের বহু বিবাহের চাইতে বিধবা বিবাহের বিষয়টিকে সহজ করে তোলা কি অধিকতর উত্তম নয়? নারী পুরুষের সংখ্যাগত যে বৈপরিত্য তার জন্য বহুবিবাহকে প্রমোট করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: হাইপোথেটিকেলি ভাবতে পারি, পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান না হয়ে শুধু পুরুষ বা শুধু নারী কিংবা পুরুষের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা নারীর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি হতো, তাহলে কেমন হতো। উপরের একটা মন্তব্যে বলেছি, নিতান্ত অবাস্তব কিছু নিয়ে কল্পনার সাগরে ভেসে বেড়ানোর নাম বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা নয়। তারমানে, যা বাস্তবসম্মত তা নিয়েই এনগেইজ হওয়া উচিত। ইতিহাস ও পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি নারীরা কিঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্যতিক্রম দিয়ে তো আর নিয়ম হয় না। ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। আইন হয় সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে।

আমরা জানি, আইন ও নিয়মের স্থায়ী উৎস হলো ন্যাচার বা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড। প্রকৃতির রাজ্য। প্রকৃতির দিকে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে আমরা পলিগেমির সচরাচর উদাহরণ দেখতে পাই। নারীর একাধিক পুরুষ সঙ্গী তথা পলিয়েন্ড্রি বা গ্রুপ সেক্সের উদাহরণ প্রকৃতিতে অতি বিরল ঘটনা।

দ্বিতীয়ত: প্রাকৃতিক ফেনোমেনা সমুদয়ের সাথে (যেমন, নেংটু থাকা) মানুষের যে সভ্যতাগত বিরোধ তা আসলে প্রকৃতির বিরোধিতা নয়। বরং তা হলো প্রকৃতির অতিবর্তিতা। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটা রিপ্লেসমেন্ট অর্থে নেয়াকে আমরা বিরোধিতা বলতে পারি। অপরদিকে, নিম্নস্তরের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাকে

কাটিয়ে উঠার জন্য সংশ্লিষ্ট নিম্নস্তরের বিষয়টির পরিবর্তে তদুনুরূপ উচ্চস্তরের কোনো কিছুকে গ্রহণ করা হলো অতিবর্তিতা। একে আপনি প্রগতিও বলতে পারেন। তাই, পুরুষের বহুবিবাহের প্রচলন হলো প্রকৃতির দাবি। সবকিছুর পরেও মানব সমাজের গড়পরতা পরিসংখ্যান অনুসারে পুরুষের এক বিবাহের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলো মানুষের সভ্যতাগত উৎকর্ষতার নিদর্শন। প্রকৃতির সাথে মানুষের দৃশ্যমান বিরোধের তাৎপর্য না বুঝে আমরা অনেক সময় ভুল করি।

সে যাই হোক, দ্বিরুক্তি করে বললে বলতে হয়, একাধিক বিবাহ হলো পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলে পুরুষমাত্রই অনিবার্যভাবে বহুগামী হবে বা হয়েছে, এমন তো নয়। যারা পুরুষের বহুবিবাহের বিপক্ষে বলেন তারা প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে এরপর একে 'খণ্ডন' করার চেষ্টা করেন। তারা পুরুষের বহুবিবাহের বিরোধিতা করতে গিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যেন পুরুষের বহুবিবাহের পক্ষপাতী হওয়া মানেই বাস্তবে বহুগামী হওয়া। পুরুষের বহুবিবাহ বিরোধিতাকারীদের এই slippery slope argument ইতিহাস ও পরিসংখ্যানের সাথে সাংঘর্ষিক।

পুরুষের বহুবিবাহ হলো নারীর নিরাপত্তার ব্যাপার। হ্যাঁ, দুনিয়ার সব ভালো কিছুরই যেমন অপপ্রয়োগ আছে, এই ব্যবস্থারও ক্ষেত্রবিশেষে কমবেশি অপপ্রয়োগ আছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে। ওভারঅল প্রাচ্য সমাজ নারী স্বার্থবিরোধী পুরুষতান্ত্রিকতায় দুষ্ট। এর বিপরীতে পাশ্চাত্য সমাজ উগ্র নারীবাদের মতো প্রকৃতিবিরুদ্ধ মতবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত। সেখানে নারীরা নারী হওয়ার কারণে এত মারাত্মক শীতের মধ্যও ঊর্ধ্বাংশ ও নিচের অংশ উন্মুক্ত রেখে হাঁটাচলা করতে সামাজিকভাবে বাধ্য হয়, কত বড় জুলুমের ব্যাপার! তাই, সামগ্রিক আদর্শগত বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মধ্যে স্থানীয় অপসংস্কৃতিকে 'যুক্তি' হিসাবে টেনে আনা ভালো প্র্যাকটিস নয়। মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার সুপারিশ তো আর করা যায় না। তাই না?

দেখবেন, যারা পুরুষের বহুবিবাহের ঘোরতর বিরোধী তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ব্যবস্থারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী। তাদের বিবেচনায়, লিভ টুগেদার কনসেপ্টই হলো যৌন সম্পর্কের মূল কাঠামো। এ ধরনের উগ্র চিন্তার প্রভাব প্রাচ্য সমাজে বসবাস করে ততটা টের পাওয়া না গেলেও পাশ্চাত্য সমাজে এটি প্রকটভাবে দৃশ্যমান। সমলিংগ বিয়ের যারা পক্ষে তারা তো পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার মতো 'পুরুষতান্ত্রিকতার' বিরোধিতা করবেই। আমরা যে কত গভীরভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুসারী তা চট করে বুঝতে পারি না।

যে নিজে বুঝতে পারে না, এমনকি বুঝতে যে পারছে না তাও যখন কেউ বুঝতে পারে না, নিজেকে যখন কেউ 'সব বুঝে ফেলেছি' হিসাবে ভাবে, এমন অবুঝকে বুঝাতে যাওয়ার মতো বোকামী আর হয় না।

যারা যুক্তি শুনতে চান না, ভুল যুক্তির আশ্রয় নেন কিংবা যুক্তির গভীরে না গিয়ে জেদাজেদির কৃত্রিম বুদবুদের মধ্যে কমফোর্ট ফিল করেন তারা দেখবেন, ধর্ম মানার দাবি করে কিন্তু ধর্মের অকাট্য বিষয়সমূহের কোনো কোনোটিকে মানতে অপারগ। দেখবেন, তারা উচ্চশিক্ষিত হওয়ার দাবি করে কিন্তু যৌক্তিক কথাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যক্তি-আক্রমণমূলক কথা বলে।

আপনার মন্তব্যের উত্তরে সর্বশেষ কথা হলো, সেই পুরনো কথা, কান টানলে মাথা তো আসবেই। কথাটা উল্টা করে বললে, কান ছাড়া তো মাথা নিতে পারবেন না। কোনো বিষয়ের অপরিহার্য অনুষঙ্গের একটাকে নিলে বাদবাকিগুলো আপনাতে এসে পড়ে। লেখাটা শেয়ার করার সময়ে উপরে দেয়া ছোট্ট ভূমিকার কথাটুকু তাই আবার বলছি। (১) বিবাহ, (২) বিবাহ বিচ্ছেদ, (৩) পুনর্বিবাহ ও (৪) বহুবিবাহ – এর প্রথমটাকে যদি নেন তাহলে বাদবাকি তিনটাকেও সহজভাবে নিতে হবে। কথা সহজ। পুরুষের মতো নারীরও একইসাথে একাধিক স্বামী থাকার অধিকার নাই কেন, সেটা equality আর equity'র প্রশ্ন। সে আলোচনা ভিন্ন প্রসংগ।

আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সূরা নূর: ৩২]

১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭

বিয়ে হোক বাহুল্য ব্যয় বর্জিত
সহজতর স্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাপার

বিয়েতে বাহুল্য ব্যয়ের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে লেখাটা গত পরশু ফেইসবুকে শেয়ার করেছি

https://www.facebook.com/MH.philosophy/posts/1994968173853641

সেটির ফরোয়ার্ডিং হিসাবে দেয়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলো ছিল বেশ কড়া। সুখের বিষয় হলো উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীসহ ইতোমধ্যে ২৬২ জন এটি লাইক করেছেন। তন্মধ্যে ৩২ জন এটি শেয়ারও করেছেন। এই সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন। এটি খুব ভালো লক্ষণ। আশা করি এক দশকের মধ্যে বাহুল্য ব্যয় বর্জিত সাদামাটা বিয়ে অনুষ্ঠানের সামাজিক রীতি এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্ততপক্ষে অন্যতম ডমিন্যান্ট সোশ্যাল ট্রেন্ড হিসাবে এটি উঠে আসবে বলে আমার ধারণা।

একটা সুস্থ সমাজব্যবস্থার জন্য ক্ষমতা, অর্থ ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থার পাশাপাশি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নিবারণের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। বিশেষ কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে জরুরিভিত্তিতে মোকাবিলা করা যায়। সম্ভাব্য কম ক্ষতিকে মেনে নিয়ে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টাও ঠিক আছে। প্রয়োজনে

নানা ধরনের আপতকালীন ব্যবস্থা বা compatibility mood এডপ্ট করাতেও সমস্যা নাই। কিন্তু সমস্যা হলো, অগত্যা পরিস্থিতিতে জরুরিভাবে গৃহীত সাময়িক ব্যবস্থাকে যখন কোনো সমাজ স্থায়ী ও স্বাভাবিক পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে।

এ ধরনের নাজুক বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে কথা বলাই ভালো। দুপুরে খাওয়ার সময়ে ভাত-তরকারী দিয়ে পেটপুরে নরমাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না হলে কেউ চা-মুড়ি খেয়ে কোনোমতে খিদা মিটাতে ও সময় কাটাতে পারে। তাই বলে কেউ যদি ক্ষুধা পেটে ভাত না খেয়ে হামিশখন চিপস আর চানাচুর খেতে থাকে, তখন সেটা নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজের গুরুতর সমস্যা।

একটা সমাজে অনেক সমস্যা থাকতে পারে। সমস্যা থাকাটা সমস্যা নয়, সমস্যাকে স্বীকার না করাটাই হলো এক নম্বরের গুরুতর সমস্যা। দেরিতে বিয়ে সব দিক থেকে বিরাট সমস্যা। তা অধিকতর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে উপযুক্ত সময়ে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করতে পারে না। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো দেরিতে বিয়ের এই 'কালা জ্বর' আরো প্রলম্বিত হয় বিয়েতে বাহুল্য ব্যয়ের কারণে।

যে যাই মনে করেন না কেন, আমার কাছে ব্যাপারটা সিম্পল। প্রাপ্ত বয়স্ক দুজন নরনারী মিলিত হবে। পরস্পর হতে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করবে। একজন আরেকজনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা দিবে। একইসাথে এই ‘বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের’ দায়-দায়িত্বও তারা বহন করবে। এরই নাম বিয়ে। সামাজিক স্বীকৃতি নয়, বরং সমাজের সাধারণ অবগতিই হলো বিয়ের শর্ত, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়। ইসলাম ধর্ম অনুসারে বিয়ের অনুষ্ঠানে স্রেফ ৭ জন লোক থাকাই যথেষ্ট। একজন কাজী, দুজন অভিভাবক, দুজন সাক্ষী এবং বর ও কনে। কেন বিয়েতে ৫/৭টা অনুষ্ঠান করতে হবে, কেন দফায় দফায় কয়েক শ’-হাজার লোক খাওয়াতে হবে, কেন সামর্থকে ছাড়িয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হবে, তা আমার বুঝে আসে না। অনাবশ্যক এইসব সামাজিকতা কি কাউকে বেহেশতে নিবে? না করলে কি কেউ দোজখে যাবে? যারা এসব ফালতু আনুষ্ঠানিকতা করে নাই, তারা কি সমাজচ্যুত হয়েছে?

আমি কখনো, কোনোদিন, কোনো উপলক্ষ্যেই, এমনকি ৫০ জন লোককেও দাওয়াত করে খাওয়াই নাই। তাতে কী হয়েছে? আমি কি কম সামাজিক? দীর্ঘদিন আমি কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতাম না। সংশ্লিষ্ট সবাই জানতো, বিয়ের বাহুল্য খরচকে অপছন্দ করার কারণে আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাই না। ২০০৯ সালে আম্মা মারা যাওয়ার পরে গ্রামে যাওয়া শুরু করি। আত্মীয়স্বজনদেরকে চেনার জন্য এরপর থেকে

বিয়েশাদির অনুষ্ঠানেও নিয়মিতভাবে যাই। অবশ্য গিয়ে যা দেখি তাতে করে ফিরে আসার পরে ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট অনুশোচনায় ভুগি।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে আমার বিয়ের সময়ে যদি আমাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হতো, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্যান্ডেল টানিয়ে দশ হাজার মানুষকে 'বৈরাত' খাওয়াতে হবে, তাহলে আমার শ্বশুর তা-ই করতেন। তখনকার সময়ে পাত্র হিসাবে আমার ততটা 'বাজারমূল্য' ছিলো। সংশ্লিষ্টরা জানেন, আমার শ্বশুর মাদারীপুর শহরে তখনকার সময়ে ছিলেন যথেষ্ট বিত্তশালী। নিজের অনাড়ম্বর বিয়ের উদাহরণ টানলাম এ জন্য যে, বিয়েতে বাহুল্য খরচ রোধ করার জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক পজিশনে থাকে স্বয়ং পাত্র ও পাত্রী। বিশেষ করে, এ ক্ষেত্রে পাত্রীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমার সংসারে শ্বশুরবাড়ি হতে 'উপহার' হিসাবে পাওয়া কিছুই নাই।

কথা আর বেশি না বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আছে কি এমন কোনো সাহসী নারী যে বলবে– 'নিজের বিয়েতে আমি এ ধরনের অতি সামাজিকতা ও বাহুল্য ব্যয়কে যথাসাধ্য রোধ করবো?', আছে কি এমন সৎ পুরুষ যে বলবে– 'প্রকাশ্য বা গোপন কোনো ধরনের যৌতুক নেয়া ও বাহুল্য ব্যয় ছাড়াই আমি বিয়ে করবো?' এমন কঠিন ওয়াদা করতে তোমরা যারা অনাগ্রহী তারা সারাজীবন আদর্শ-আদর্শ খেলতে পারো, নীতি-নৈতিকতার কথা বলে মানসিক সান্তনা পেতে পারো, আন্দোলন-আন্দোলন জপতে পারো, বাস্তবতা হচ্ছে you are a worthless defender of stagnant status-co. Actually, you are one of them, against whom you are claiming to fight.

সাহসীদের বলছি, জেনে রাখো, এমন ধরনের আদর্শবাদীদের দিয়েই একটা সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব যারা নিজেরা আদর্শের দাবিকে অন্তত নিজেদের ব্যক্তি জীবনে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে অন্যদের জন্য নিজেদেরকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করতে পারে। লম্বা লম্বা কথা বলা বকোয়াজদের সাথে আমি নাই। বিয়ে হোক বাহুল্য ব্যয় বর্জিত সহজতর স্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাপার। গোপন ও দায়দায়িত্বহীন সম্পর্ক যেমন অন্যায় ও প্রান্তিকতা, অনর্থক ঢাকঢোল পিটানো ব্যয়বহুল এসব বিয়ে অনুষ্ঠানও সমপরিমাণের অন্যায় ও প্রান্তিকতা। এই দুষ্টচক্র হতে সমাজটাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য সমাজকর্মীদের হতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

মোঃ আমিনুল ইসলাম: প্রকাশ্য বা গোপন কোনো ধরনের যৌতুক নেয়া ও বাহুল্য ব্যয় ছাড়াই আমি বিয়ে করেছি।

Mohammad Hafizur Rahman: আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনার জ্ঞানগর্ব লেখার জন্য। বুকে হাত দিয়ে বলতে চাই, বিয়ের আগে শ্বশুরকে গিয়ে বলে এসেছিলাম কোন কিছুই চাই না। যদি কিছু দেন তাহলে এখানে বিয়েই করবো না। সম্পূর্ন যৌতুকবিহীন বিয়ে করেছি। ধন্যবাদ আপনাকে।

Sheikh A Ahmed: লন্ডনের মুসলিম বিয়েগুলো চমৎকারভাবে মসজিদের ভেতর হয়, শুধু খেজুর দিয়ে। যে কোনো নামাজের পর ইমাম সাহেব হঠাৎ ঘোষণা দেন– এখন একটি আকদ অনুষ্ঠান হবে, আপনাদের দাওয়াত রইল।

এরপর তিনি যে খুতবা দেন তা অসাধারণ, অতুলনীয়। দেশে থাকতে কোনোদিন শুনিনি। প্রথমে বরকে উদ্দেশ্য করে, এরপর কনেকে, এরপর বরের মা বাবাকে, বিশেষ করে বরের মাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলেন যা হৃদয় গ্রাহীই কেবল নয়, ক্ষেত্রবিশেষে আপত্তিকরও মনে হয়। যেমন নতুন বউ যদি বাপের বাড়ি যেতে চায় বা বাইরে কোথাও যেতে চায় তাহলে পারমিশন দেবে তার স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি নয়। কারণ, শরীয়ত মোতাবেক নতুন বউয়ের ওয়ালী বা অভিভাবক তার স্বামী, স্বামীর মা-বাপ নন।

উপমহাদেশ থেকে আসা পরিবারগুলো অবশ্য এরপরও ধুমধাড়াক্কা কিছু অনুষ্ঠান করে বটে, তবে এর সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। কারণ এখানকার বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ইসলামি শিক্ষা ও ভাবধারায় আমাদের চাইতে অনেক বেশি শাণিত।

নিজের কথা বলি (আল্লাহ আত্মপ্রচার থেকে রক্ষা করুন, তরুণরা যাতে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য শেয়ার করছি)। নিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে অনার্স-মাস্টার্সে প্রথম স্থান লাভ করার পর নব্বই দশকের মাঝামাঝি দেশের তরুণদের পরম কাংখিত বিসিএসের সবচেয়ে লোভনীয় ক্যাডারের অফিসার হবার পরও বিয়ে করেছি একদম সাদামাটাভাবে, যৌতুক দূরের কথা, একটা সামান্য তেনাও ঘরে ঢুকতে দেইনি। বিশাল সরকারী বাসায় সংসার শুরু করেছি ৪টি প্লাস্টিক চেয়ার আর একটি প্লাস্টিক টেবিল দিয়ে। প্রথম তিন বছর বাসায় ছিল না কোন ফ্রিজ, কোনো টিভি, কোনো আলগা এমিনিটিস! বউ তখন চোখের জল ফেলত আমার একগুঁয়েমির জন্য, আর আজ কাঁদে সেই সুখের দিনগুলোর কথা ভেবে। কত কিছুই তখন ছিল না, কিন্তু বুকভরা সুখ ছিল। মন ভরা বল ছিল।

একমাত্র মেয়ের দোহাই দিয়ে শ্বশুর মহাশয় বিয়েতে প্রাপ্ত স্বাভাবিক ও আনুষঙ্গিক উপহার গ্রহণ করার কথা বললে বিনীত রাগে বলেছিলাম– জিনিসপাতি দেন, তবে মেয়ে নিয়ে যান। আপনার জীবনের সবচে দামী জিনিস, একমাত্র মেয়েটাই তো আমাকে দিয়ে দিলেন, এরপর আপনার এমন কী দামি জিনিস আছে যা আমাকে দিতে পারেন?

শ্বশুর থেমে গিয়েছিলেন, শাশুড়িকে বলেছিলেন, তোমার মেয়ের জামাইটা আস্ত একটা পাগল। শাশুড়ি বলেছিলেন, হ্যাঁ, পাগল, তবে তোমার মতো। পরে জেনেছি শ্বশুরের

জীবনেও প্রায় কাছাকাছি একই ঘটনা ঘটেছিল। শাশুড়ির রায় হলো, তুমি যেহেতু যৌতুক নাওনি, সেজন্য তোমাকেও দিতে হয়নি!

তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমার চরিত্রে এই ইন্টেগ্রিটি এসেছে ভার্সিটিতে কিছুকাল রুমমেট হিসেবে আপনার নিকট-সাহচর্য পাবার কারণেই হয়ত। সো, আপনার একটা ধন্যবাদ পাওনা রইল মুযযাম্মিল ভাই।

Khondoker Zakaria Ahmed: চমৎকার, আমি আর কিছু বললাম না। তবে আকর্ষণীয় পাত্র না হওয়া সত্ত্বেও প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আখলাক ভাই আর যাকারিয়া ভাই, দুজন একান্ত প্রিয় মানুষের জন্য শুভেচ্ছা।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: "ইসলামের পরিভাষায় এটাকে কি বলে বরযাত্রী না চাঁদবাজী!" https://www.facebook.com/Islamic.Question.A.Answer/videos/1779466065416150/

Iqbal Hosain: We should maintain middle way. Neither a matrimony to be too much pompous nor too much simple.

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: the simple the better, I think.

Abdul Quader: যারা শখ করে তাদের মেয়ের সাথে উপহার দেয় বিয়ের সময়, তাদেরও এই উপহার দেওয়া বন্ধ করতে হবে, তাদের কাছে এটা শখ হলেও, এক শ্রেণী এটাকে ওয়াজিব হিসেবে তাদের পাওনা মনে করে। তাই এটা বন্ধ করতে হবে।

৩ জানুয়ারি, ২০১৮

দাম্পত্য জীবন হলো অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার

চাই, বন্ধ হোক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম এক দশক এক ধরনের ব্যক্তিগত যৌনজীবন যাপনের এই বিরাজমান সামাজিক অপসংস্কৃতি।

হ্যাঁ, যার যৌবন আছে তার কোনো না কোনো ফরম্যাটে যৌনজীবনও আছে। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক সবারই আছে নিজস্ব প্যাটার্নের যৌনজীবন। এটি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। যত বড় সুফি-দরবেশ-মোহন্ত-সাধু হোন না কেন, কোনো মানুষই বেসিক ইন্সটিংক্টের ঊর্ধ্বে নয়।

বিপরীত জেন্ডারের কারো সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আমার নীতি হলো, Everything or nothing, not so so। যে পথে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ কিংবা অধিকার আমার নাই, সে পথে খানিকটা হাঁটাহাঁটি করাকে আমি ছ্যাঁচড়ামি মনে করি। এমনকি এক নম্বর পছন্দ হলেও এ ধরনের কোনো কিছু পাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানোকে আমি খুব অপছন্দ করি। মেয়েদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এ ধরনের মনোভাবের কারণে বিয়ের আগে আমার প্রেম করা হয়ে উঠেনি।

১. প্রেম,
২. পরিণয়,
৩. বিশেষ কোনো সামাজিক সম্পর্ক অথবা
৪. শুধু পরিচয়

– এই চার ধরনের সম্পর্কের বাইরে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো সম্পর্কে আমি বিশ্বাসী নই। প্রাপ্তবয়স্ক দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক অসম্ভব। তাই এখনকার ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ সিস্টেম হলো আসলে এক ধরনের সফট পলিগ্যামি চর্চা। কথাটা পরিষ্কার। পলিগ্যামি ভালো কি খারাপ, সেটা ভিন্ন আলোচনা। এখানে পলিগ্যামি বলতে আমি multiple heterosexual relationship-এর টেনডেন্সি বা প্র্যাকটিসকে বুঝাচ্ছি।

মানলাম, পাশ্চাত্য প্রভাবিত ক্যারিয়ারমুখী আমাদের এই সমাজ, ছেলে-মেয়েদেরকে গড়পড়তা এক দশক এক ধরনের ‘ব্যক্তিগত যৌনজীবন’ যাপনে বাধ্য করছে। তাই বলে ‘প্রয়োজন’টা যে নির্দোষ ও বাস্তবসম্মত, তা অকপটে স্বীকার করতে এত দ্বিধা কেন? স্বাভাবিক দাম্পত্য যৌনজীবনের ব্যবস্থা কায়েম করা হলো বিদ্যমান এই অবাধ ফ্রেন্ডশিপ ব্যবস্থার একমাত্র টেকসই প্রতিবিধান বা রিমেডি। এ ধরনের একটা কাংখিত সামাজিক ব্যবস্থাপনায় পৌঁছার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি, তা নিয়ে সমাজকর্মীদের সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। আলোচনা করতে হবে সবকিছু খোলাসা করে। “তরুণ সমাজ অধঃপতনে গেলো। আমরা কত ভালো ছিলাম...” – এ ধরনের বুদ্ধিজীবীসুলভ পাকনা পাকনা কথা দিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। কথায় বলে, পেটে দিলে পিঠে সয়। আগাগোড়া একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিপতিত কারো বিশেষ কোনো অস্বাভাবিক আচরণকে মাঝখান থেকে জাজমেন্ট করতে যাওয়া অনুচিত।

তরুণদের এই ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ সিস্টেমের জন্য তারা যতটা দায়ী তারচেয়ে অনেক বেশি দায়ী হলো অবিবেচক অভিভাবকগণ। জীবন ও জগতের সঠিক উপলব্ধি ও মূল্যবোধ নিয়ে বড় হওয়ার চেয়ে তরুণদের মধ্যে বরং লেখাপড়ার নামে যে ক্যারিয়ার হাইপ তৈরি করা হয়েছে তার জন্য তারা নিজেরা ততটা দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী হলো ভারসাম্যহীন এই অসম ও নিবর্তক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই অমানবিক ও বিরূপ পরিস্থিতির দায় মূলত বড়দের, যারা এই সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালক ও কর্ণধার। ক্যারিয়ারিজমের কারণে বিলম্বে বিয়ে। বিলম্ব বিয়ের কারণে দীর্ঘস্থায়ী এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিগত যৌনজীবন। কথাটা খোলাসা করে বললাম। যাতে করে এই ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ সিস্টেম কোত্থেকে, কেন ও কীভাবে গড়ে উঠলো তা বুঝতে পারেন।

আফসোস, যারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে, তারা আমাদের সামাজিক কাঠামোর এই বিরাট অসঙ্গতি ও ফাটল সম্পর্কে তেমন কিছু বলে না। প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে যাওবা কিছু বলে, তখন তারা একতরফাভাবে তরুণদেরকে অসংযমী হওয়ার দোষে দোষারোপ করে। এরপর সওয়াবের নিয়তে নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য তরুণদেরকে self-contradictory হেদায়াত বিতরণ করে।

অপরদিকে, তরুণদের একটা বিরাট অংশ, যারা বিশেষ করে আদর্শের কথা বলে, তারাও দেখি আমাদের সমাজে বিদ্যমান এ ধরনের অস্বাভাবিক ও অমানবিক অপব্যবস্থার অস্তিত্ব যে রয়েছে, এটি স্বাচ্ছন্দ্যে স্বীকার করতে চায় না। যেন সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছে। যেন তারা ওসব সমস্যা থেকে মুক্ত। ভাবখানা এমন যেন তারা একেকজন ফেরেশতা। আমি এসব কথা বলছি, এতে আশঙ্কা করছি, এদের কেউ কেউ আমাকে উল্টো দোষারোপ করে হয়তো বলবে, অথবা অন্ততপক্ষে ভাবতে পারে, বুড়োর ভিমরতি ধরেছে...!

না, ... আমাদের হওয়া-হইয়ি'র পর্যায় সমাপ্ত-প্রায়। তবে কথা হলো, যে ধরনের অস্বাভাবিক অবদমনের সময়কালকে আমরা জীবনের এক পর্যায়ে পার করে এসেছি, একই ধরনের অস্বাভাবিক অবদমনের মধ্য দিয়ে তোমরাও জীবনের সেই সময়কালকে যাপন করতে বাধ্য হচ্ছো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ ধরনের সন্যাস-তারুণ্য যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক, এ অবস্থার যে আশু পরিবর্তন দরকার, তা বলা, অন্ততপক্ষে স্বীকার করার কথা আমি তোমাদেরকে বলছি। যত বড় সমস্যাই হোক না কেন, যে কোনো সমস্যা সমাধান করার প্রথম শর্ত হলো সমস্যাটা যে আছে তা অকপটে স্বীকার করে নেয়া।

এই 'জাস্ট ফ্রেন্ড' সিস্টেমের পরবর্তী ধাপ হলো লিভ টুগেদার সিস্টেম। এটি inevitably আসছে, এখনই যদি আমরা একে মোকাবেলা করার বাস্তবসম্মত উপায় অবলম্বন না করি। লিভ টুগেদার সিস্টেম এবং ফ্যামিলি সিস্টেমের তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে আমার একটা লেখা আছে। সেটি প্রচারণামূলক লেখা নয়। যুক্তিসঙ্গত লেখা। কিছুটা বিস্তারিত। সময় নিয়ে পড়লে সেখানে চিন্তার খোরাক পাবেন।

এ বিষয়ে এখনকার মতো শেষ কথা হলো, যেভাবেই হোক না কেন, গড়ে ১৫ থেকে ২৫, এই দীর্ঘ এক দশক এক ধরনের ব্যক্তিগত যৌনজীবন যাপনের এই সামাজিক অপসংস্কৃতিকে রুখতে হবে। জ্বর কেন হচ্ছে তার কারণ হিসেবে শরীরের ভেতরে কোন অংশটা ইনফ্যাক্টেড হয়েছে তা নির্ভুলভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এরপর সেটার প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ভিতরের ইনফেকশন সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা না করে উপরে উপরে জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল সেবন করলে আরোগ্য লাভ সুদূর পরাহত। তাতে বরং রোগের জটিলতা আরো বাড়বে।

আমার কথা তাই একদম পরিষ্কার। একেবারে সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বলছি, বিয়েকে সহজতর করতে হবে। এটি করতে পারলে বাদবাকি যা কিছু তা অটোমেটিকেলি কমে আসবে। সহজতর ও স্বাভাবিক বৈধ সম্পর্কের পরিবেশে যৎসামান্য বিধিনিষেধের আরোপের মাধ্যমে অবৈধ বিষয়গুলোকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোন স্রোতকে স্বাভাবিক গতিপথে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ করে না দিলে, অনিরুদ্ধ সেই স্রোত বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন হয়ে বিপর্যয় ঘটাবে, এটা তো স্বাভাবিক।

ছোটবেলায় মার্শাল আর্টের কলাকৌশল নিয়ে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তাতে আত্মরক্ষার প্রথম যে টিপসটা দেওয়া হয়েছিল, তা খুব ইন্টারেস্টিং। সেখানে লেখক বলেছিলেন, "১নং পরামর্শ হচ্ছে, আক্রান্ত হওয়া মাত্রই আপনি দ্রুততম সময়ে ১৮০ ডিগ্রি উল্টা ঘুরে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিতে দৌঁড় লাগাবেন। এটি যদি করতে না পারেন তাহলে ২ নম্বরে এটি করবেন।" এভাবে তিনি কিছু আত্মরক্ষামূলক টিপসের কথা বললেন। তার মানে, যে কোনো অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি হতে এস্কেপ করার চেষ্টা করাই হল বিপর্যয়রোধে বেস্ট অপশন। prevention is better than cure।

নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট যতসব নেতিবাচক আইন, কানুন, নিয়ম ও প্রস্তাবনা, তার সবই হলো বিশেষ বা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। কোথাও যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো জরুরি পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তাহলে সেখানে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োগযোগ্য নেতিবাচক আইনকানুন ও প্রস্তাবনাগুলোকে আপাতত অগ্রাহ্য করে উক্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। তাই, মানুষের ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা ন্যূনতম আদর্শমানের সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য যা যা করা দরকার, তা বাস্তবায়ন করার কাজ, আসুন, এখনই শুরু করি। যার যার ব্যক্তিগত পর্যায় ও প্রভাব বলয়ে এখনই কাজ শুরু করলে একসময় তা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। সমাজের অধোগত বা উন্নয়ন, কোনোটাই চোখের পলকে ঘটে না। এ জন্য চাই, নিরবচ্ছিন্ন ও আন্তরিক প্রচেষ্টা।

মনে রাখবেন, having awareness is doing half of the solution।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Yasir Adnan: নৈতিকতার নামে অবদমন মারাত্মক মানসিক অসুস্থতা তৈরী করে। ক্যাম্পাসে এরকম অনেক দেখি। একটু গভীরভাবে কথা বললেই টের পাওয়া যায় এসব। যাদের এসব আদর্শের বালাই নাই, তারা ঠিকঠাক নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করে ফেলে। সমাজ তাকে কবে সুযোগ করে দেবে– সেই অপেক্ষা সে করে না। এই অপেক্ষাহীন ছাত্রের সংখ্যা কিন্তু কম না। প্রচুর! যৌনতাকেন্দ্রিক যে নৈতিকতা প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে, সেইটাকে ভেঙ্গেচুরে তারা এসব করে। ফলে আদর্শবাদের বয়ান তারা আর শুনবে না। ফলে সমাজে যতদিন না এর প্রতিকার হবে ততদিন এসবের প্রসার হবে, আর আদর্শের সংকোচন হবে। হিপোক্রেট তৈরী হবে। যারা নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে ফেলে, তারা যে অন্যান্য ক্ষেত্রে অনৈতিক তা কিন্তু নয়। দিব্বি ভালো মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে অবদমনকারীদের চাইতে বহুগুণ ভালো।

Zia Uddin: একমত। পাশ্চাত্য সমাজের মতো আমরাও বিয়েকে অনেক কঠিন করে ফেলেছি। আজকাল ছেলেমেয়ের প্রেম করাকে পিতামাতা যত সহজভাবে নেয়, বিয়ে করাকে তত কঠিনভাবে নেয় এবং এমন অদ্ভুত সব শর্ত জুড়িয়ে দেয়, যা পূরণ করতে যৌবন শেষ হয়ে যাবে।

Muhammad Sajal: ১৫ থেকে ২৫, মোটে এক দশক স্যার? অনেকেই তো তিরিশের আগে বিয়ে করার সুযোগ পান না।

৫ এপ্রিল, ২০১৮

পাঠ প্রতিক্রিয়া: বিয়ে হোক বাহুল্য ব্যয় বর্জিত সহজতর স্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাপার

পাঠ প্রতিক্রিয়া-১

Masud Parvez: আমি খুব সাধারণ মনের মানুষ। কিন্তু আপনাদের মতো অসাধারণ মানুষের লেখা, সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে সব সময়। আমিও একজন সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করেছি। শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়ার আশা করিনি কোনো কিছু, শুধু ভালোবাসা ছাড়া।

আমি আমার বউকে অনার্স ১ম বর্ষে থাকা অবস্থায় বিয়ে করেছি। নারীর মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক আসনে যাতে সে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার জন্য আমার সহযোগিতা ছিল শতভাগ। আমি তাকে অনেক দিন নিজ হাতে রান্না করে খাইয়ে দিয়েছি তার পরীক্ষার সময়। সে যখন লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতো তখন ঘরের কাজে তাকে সাহায্য করেছি। আমার বিয়েতে এতিম মিসকিনদেরকে সাধ্য অনুযায়ী খাওয়ানোর তৌফিক দান করছিলেন আল্লাহ। আমার বউ আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন নারী। আমি কি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কোনো ছোট্ট ভূমিকা রাখতে পেরেছি?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের মতো লোকদেরকে দিয়ে সমাজের কিছু একটা টেকসই পরিবর্তন হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।
>
> **Masud Parvez:** আপনার আরো লেখা আশা করবো, যা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সমাজ ও সংসারে আরো সুন্দরভাবে নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারবো। যা থেকে সৃষ্টি হতে পারে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। আপনার সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি। ধন্যবাদ আপনাকে।

পাঠ প্রতিক্রিয়া-২

একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীর সাথে গতকাল আমার ইনবক্সে নিচে উদ্ধৃত এই আলাপ হয়েছে। সংগতকারণে এই পাঠকের ব্যক্তিগত পরিচয়কে বাদ দিয়ে পুরো আলাপটা এখানে দেয়া হলো। খুব সম্ভবত এ ধরনের সমস্যা অনেক মেয়েকেই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই মেয়েটিকে আমি যা বলেছি তা সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলতে চাই। আল্লাহ সাক্ষী, এসব বুদ্ধিজীবীসুলভ কথা নয়। বরং আমার গভীর উপলব্ধি-জাত মনের কথা। আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সব সংগ্রামী নারীর সাথে আমি আছি, আমৃত্যু প্রতিক্ষণে আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে।

"আমি আপনার প্রত্যক্ষ ছাত্রী না হতে পারি কিন্তু জীবনমুখী ব্যবহারিক শিক্ষা নিতে আপনার অনবদ্য পোস্টগুলো আমার চিন্তার জগতকে আরো প্রসারিত করতে অনেক সাহায্য করেছে! আলহামদুলিল্লাহ, মানসিক বিপর্যয় ও বেশ সংশয়মূলক কিছু অবস্থা থেকে উঠে আসতে আপনার পোস্টকৃত লিখা পড়ে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমি এখন অনেক বেশি ভালো আছি।

সম্প্রতি আপনার একটা লেখা পড়ে আপনার সাথে আরো বিস্তারিত আলাপের ইচ্ছে পোষণ করেই আপনাকে নক দিলাম, স্যার। জানি না আমার বার্তা আপনার নিকট পৌঁছাবে কিনা? তাও আমি আশাবাদী একজন মানুষ হিসেবে আপনার কাছে সরাসরি আমার কথাগুলো ব্যক্ত করতে চাই।

বিয়েতে বাড়তি যে ব্যয় করা হয়ে থাকে, এ প্রসঙ্গে সেই লেখাটিতে আপনি উল্লেখ করেছিলেন যে সেখানে পাত্রীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকে! আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেটা কীভাবে? আমি আমার কথাই বলি। আমি .... বর্ষে পড়াশোনা করছি ... বিশ্ববিদ্যলয়ে। আমার মা বাবা আমাকে বিয়ে দেয়ার জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করেছেন। আমি তাদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করে দেখেছি। কিন্তু সামাজিক অবস্থা, সামাজিকতা রক্ষা করা এসবের দোহাই দিয়ে বারবার আমার মুখ বন্ধ করা হচ্ছে। আমি এই বিষয়ে চাইলেও প্রতিবাদ করতে পারছি না! এক্ষেত্রে আমার কী করণীয় থাকতে পারে? জানালে বেশ উপকৃত হবো!

আমার পরবর্তী প্রশ্ন– বিয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষে একটা মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর। তবে কেন সে পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে চাইলে তার খরচ মেয়ের পরিবারকেই বহন করতে হবে? মেয়ের বাবার আর্থিক অবস্থা অনুকূলে না থাকা সত্ত্বেও? আমি স্পষ্ট জানিয়েছি বাসায়, যদি ছেলে খরচ না দেয় পড়াশোনার, আমি এ পড়া কন্টিনিউ করবো না। এখনো কিছু ফাইনাল হয়নি কথাবার্তা! তবে এর

পূর্বেও একরকম যার সাথে কথা চলছিলো সেখানে আমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমার আব্বু এমনটাই চেয়েছিলেন!! আপনার পরামর্শ আশা করছি স্যার! ধন্যবাদ।”

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ‘সামাজিকতা রক্ষা’ নামক এই দুষ্টচক্র থেকে রেহাই পাওয়া একটি কঠিন ব্যাপার। তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। বরং, বিয়েতে বাহুল্য খরচ রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সমস্যাটি আমরা সমাধান করতে না পারি, কিন্তু সমস্যাটা যে একটা সমস্যা, যা চলছে তা যে ঠিক হচ্ছে না সেই কথাটা আমাদের সর্বাগ্রে স্বীকার করা উচিত। এবং যারা নিজেদের হিপোক্রেসিকে বুঝতেছে না তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

আর প্রতিবাদ করতে পারা বা না পারার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নৈতিক মনোবল এবং সার্বিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। চোখের সামনে হওয়া অন্যায়কে প্রতিরোধ না করে যিনি শুধু প্রতিবাদ করে দায়িত্ব পালন করেন তিনিও অপারগতার কারণে সেটা করেন। আবার নিজের সামনে হওয়া অন্যায়কে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ কিছুই না করে মনে মনে সেটাকে অপছন্দ করে যিনি আত্মতুষ্ট থাকেন, তিনিও নিজেকে দুর্বল এবং অপারগ বলেই সেটা করেন। সুতরাং এসব বিষয়ে কাউকে খুব সুনির্দিষ্ট করে কোনো পরামর্শ দেওয়াটা কঠিন। কারণ পরামর্শদাতা তো জানে না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কার নৈতিক অবস্থান কী বা কার মনোভাব কতটুকু।

যে মেয়ে লেখাপড়া করতে চায় তার এমন ছেলের সাথে বিয়ে হওয়া উচিত নয় যে মেয়েদের লেখাপড়া পছন্দ করে না। বিয়ের পরে স্ত্রীর লেখাপড়ার খরচ বহন না করার মানে হলো স্ত্রীর লেখাপড়াকে স্বামী হিসেবে তিনি সুদৃষ্টিতে দেখেন না। প্রত্যেক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মেয়ের উচিত এমন ছেলেকে বিয়ে করা যে ছেলে তার লেখাপড়ার কাজে সহযোগিতা করবে এবং লেখাপড়া শেষ করার পরে কর্মজীবনে সেই লেখাপড়াটাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। সোজা কথায়, প্রয়োজনে চাকরি করতে দিবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সোশ্যাল ওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে না।

পাশ্চাত্যের মতো মেয়েদের অবশ্যই আয় উপার্জন করতে হবে, ছেলেদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানে সমানে চাকরি করতে হবে– আমি এমনটা মনে করি না। অপরদিকে কেউ লেখাপড়া করবে, কিন্তু সেই লেখাপড়াকে কাজে লাগাবে না, শুধুমাত্র বিয়ে নামক চাকরি পাওয়ার জন্য সে লেখাপড়াটা করবে, অথবা জামাই মরে গেলে একটা চাকরি করতে হবে, অথবা ডিভোর্স হয়ে গেলে কিছু একটা করার সুযোগ থাকতে হবে, শুধুমাত্র সেজন্য সে লেখাপড়া করবে, এগুলাকে আমি মোটেও সঠিক মনে করি না।

উপরের প্যারায় আমি যা বললাম সেগুলাকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রত্যেকটা মেয়েকে পার্সোনালিটিসম্পন্ন হতে হবে। বিয়ের আগে যারা পার্সোনালিটিসম্পন্ন হতে পারে না, বিয়ের পরও তাদের কোনো পার্সোনালিটি গড়ে উঠবে না বা বজায় থাকবে না, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। চাকরি তথা আয় উপার্জন, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে আর্থিক সামর্থ্য থাকা হচ্ছে কারো ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বজায় থাকার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। লেখাপড়ায় আছে এবং একই সাথে বিবাহপ্রার্থী এমনসব মেয়েদের উচিত এই বাক্যটি খুব ভালো করে পড়া এবং হৃদয়াঙ্গম করা। এটি আমার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অন্যতম নির্যাস।

"অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনার মূল্যবান পরামর্শের জন্য!"

এক বছর আগে এটি লিখেছিলাম। লিংক:

https://www.facebook.com/MH.philosophy/posts/1997968290220296

৯ জানুয়ারি, ২০১৯

ব্যক্তিগত যৌনজীবন বনাম দাম্পত্য যৌনজীবন

প্রতিটা মানুষের একটা যৌনজীবন আছে বা থাকে। হোক সে বিবাহিত-বিবাহিতা বা অবিবাহিত-অবিবাহিতা। যখন সে দাম্পত্যজীবন যাপন শুরু করে তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ স্ত্রী বা স্বামীর কাছ থেকে স্বীয় যৌনতার চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু এর আগে?

পুরুষরা বিয়ের আগে বা একাকীত্বের সময়ে আত্মরতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি সবাই জানে। আমাদের সমাজে যেটা অনেকেই জানে না, অথবা জানলেও কোনোক্রমেই স্বীকার করতে চান না তা হলো, আত্মরতি, এমনকি সমকামিতার মতো অস্বাভাবিক যৌনাভ্যাস পুরুষের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে কিছুমাত্র কম নয়। বরং তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হওয়ার কারণে যৌনতার ক্ষেত্রে এটি তাদের একাংশের কাছে বিশেষ পছন্দনীয় প্যাটার্ন।

অনেক স্বামী, স্ত্রীর সাথে যান্ত্রিকভাবে মিলিত হয়। স্ত্রীর পূর্ণ তৃপ্তির বিষয়টা খেয়াল করে না। এরা সক্ষম হলেও অতীব স্বার্থপর। কোনো কোনো স্বামী যৌনমিলনের সময়ে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এ ধরনের বঞ্চিত নারীদের কেউ কেউ অতঃপর নিজেই নিজের মতো করে 'ঝামেলামুক্ত' হওয়ার পথ বেছে নেয়। কোনো কোনো স্বামী একবার যৌনমিলনের পর কয়েকদিন পর্যন্ত যৌনতার বিষয়ে আর আগ্রহী হন না। অথচ, হতে পারে তার সঙ্গী নারীটি চাচ্ছে নিয়মিত যৌনমিলন। এ ক্ষেত্রে সেলফ-সেক্সই তাদের জন্য নিরাপদ ও সহজলভ্য নগদ সমাধান। একই ধরনের সমস্যা হতে পারে বিবাহিত পুরুষেরও। এ তো গেল বিবাহিত পুরুষ ও নারীদের সমস্যা।

যারা অবিবাহিত তাদেরও রয়েছে যার যার মতো করে নিজ নিজ একান্ত ব্যক্তিগত যৌনজীবন। যেসব অবিবাহিত মেয়ে, যেভাবেই হোক না কেন, ছেলেদের সাথে 'সম্পর্ক' করে, তাদের পক্ষে আত্মরতি বা সমকামিতার মতো যৌনবিকৃতি হতে মুক্ত থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যেসব অবিবাহিত মেয়ে রক্ষণশীল জীবনযাপন করে তাদের জন্য 'নিজের কাজ' নিজেই কোনোমতে সেরে নেয়া হচ্ছে চাপমুক্ত থাকার সহজতর উপায়।

ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত নৈতিকতার কারণে তারা কিছুদিন প্রকৃতিবিরুদ্ধ সব ধরনের অস্বাভাবিক যৌনচর্চা হতে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবৃত্তির অবাধ্য তাড়নায় কিছু দিনের মধ্যেই তাদের এই অস্বাভাবিক, আরোপিত ও কৃত্রিম 'সততা'র বাঁধ ধ্বসে পড়ে। এরপর আবারো সে এখন থেকে ভালো হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। স্বভাবতই আবারো সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য অনুশোচনায় ভোগে। এভাবে প্রকৃতিসম্মত, স্বাভাবিক ও কার্যকর দাম্পত্য যৌনজীবন শুরু করার আগ পর্যন্ত এই এন্ডলেস লুপে সে ঘুরপাক খেতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যারা যৌনশীতল এবং যারা অতিযৌনপ্রবণ তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে খুব মিল লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, তারা যৌন-নৈতিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বেশি। নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

বড় হওয়ার পর থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময়ে একজন নারী স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত যৌনজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বিয়ের পরে দাম্পত্য যৌনজীবন তার মধ্যে এক ধরনের সহজলভ্য-বৈচিত্রতা আনলেও কোনো কোনো বিবাহিত নারী দীর্ঘদিন আচরিত ব্যক্তিগত যৌনজীবনের প্রিয় অভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে পারে না। এ ধরনের নারীদের যৌন বৈচিত্র্যপ্রিয়তা তাদের দাম্পত্য জীবনে তেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলার কথা নয়, যদি তারা প্রয়োজনানুসারে স্বামীর কাজ সেরে দেয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকে। ব্যাপার হলো, পাকা ফোঁড়া গেলে দেয়ার মতো, জমে থাকা 'কষ্ট' নিঃসরণের মাধ্যমে পুরুষের যৌন কামনার আপাত সমাপ্তি ঘটে।

প্রবল যৌন তাড়নায় ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধুত্ব বা এফেয়ারের নামে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। ফোন-সেক্স হচ্ছে এ ধরনের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যখন একান্ত নির্জনতায় প্রবল যৌনতা তাদেরকে পেয়ে বসে তখন তারা নিজ নিজ তথাকথিত জাস্ট ফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলার জন্য উতলা হয়ে উঠে। নানা ধরনের প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক কথার মাধ্যমে অবচেতনভাবে সঙ্গসুখ তথা যৌনতার উত্তাপই আসলে সে উপভোগ করে। কোনো না কোনো ধরনের পটেনশিয়াল পার্টনারের সাথে কথা বলার মাধ্যমে মানুষের যৌনতাড়নার প্রাবল্য কর্পূরের ঊর্ধ্বপাতনের মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্তিমিত হয়ে আসে। এটি পরীক্ষিত সত্য।

যৌনতার ব্যাপারে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, পুরুষের ক্ষেত্রে যখনই জমে উঠা 'অবাঞ্চিত কষ্টগুলো' নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় আর নারীর ক্ষেত্রে এক পর্যায়ে যখন চরম উত্তেজনার স্তর পার হয়ে যায় – তখনই সমস্ত নৈতিকতা, ভালোমন্দ-জ্ঞান ও বিধিনিষেধের কথা তার মনে পড়ে যায়। একটু আগের হিতাহিতজ্ঞানশূন্য উদগ্র বাসনা, বেপরোয়া যে ভাব, পার্টনারের জন্য যে ব্যাপক ফিলিংস – তা আর থাকে না।

অগত্যা পরিস্থিতিতে অননুমোদিত ও অনিরাপদ যৌনতা হতে বাঁচার জন্য অনেকেই আত্মরতির আশ্রয় নেয়, এটি ওপেন সিক্রেট। ধর্মীয়ভাবে কোনো কোনো মাজহাবে এ ধরনের অবস্থায় এটি জায়েযও বটে। কারো কারো ক্ষেত্রে একবার যৌনতা করলে কয়েকদিন আর না করলেও চলে। এমনও আছে যারা একটানা কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টা পর পর 'ওসব' করার জন্য আগ্রহী ও সক্ষম হয়ে থাকে। শারীরিক গঠন দেখে এটি আন্দাজ করা কঠিন। শারীরিক সুস্থতা আর যৌন সক্ষমতা, দুটি আলাদা জিনিস।

কার্যকর দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ অথবা না থাকুক, প্রতিটি মানুষের থাকে একান্ত যৌনজীবন। সক্রিয় ও সফল দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে কারো একান্ত যৌনজীবন মানেই হলো তার স্বাভাবিক দাম্পত্য যৌনজীবন। কথাটা উল্টোভাবে বললে, স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন না থাকা বা ব্যাহত হওয়ার মানে হলো, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার একান্ত যৌনজীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত। বাহ্যিক দিক থেকে তিনি যতই সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন না কেন।

তথাকথিত সামাজিকতার প্রবল চাপে মুখে যা-ই বলুক না কেন, টয়লেটে ছোট কিংবা বড় কাজ সারার মতো, মানুষ কোনো না কোনোভাবে স্বীয় যৌনতার দাবি পূরণ করতে বাধ্য। 'সেই কাজ' না করে কেউ থাকতে পারে না। হোক সেটা স্বপ্নে অথবা জাগরণে। হোক সেটা এই ফর্মেটে অথবা সেই ফর্মেটে। অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত পন্থায়। যারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা সামলিয়ে চলতে পারার কথা বলে, অথবা যাদের কাছে 'ওসব' যেন কোনো ব্যাপারই না, তারা নিজের মতো করে 'প্রয়োজন পূরণ' করেই তবে সাধু-সন্ত সাজে। ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো মানুষের জৈব প্রবৃত্তির এই অপরিহার্য প্রয়োজন প্রত্যেকেই পূরণ করে থাকে। কে কখন কীভাবে করে, সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ব্যাপার।

(লেখাটি প্রকাশের আগে এডিট করার সময়ে সংযোজিত মন্তব্য:)

জাঙ্গেল রুট ধরে বন্যপ্রাণীদের চলাচলের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাসে আমার বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে দলে দলে রোমিও-জুলিয়েটেরা হৈ-হল্লা করতে করতে যায়। লেডিস হল হতে ফরেস্ট্রি বা জিরো পয়েন্টের দিকে। এবং উল্টো পথে। তাদের উচ্ছ্বাস অপরিমেয়। সঙ্গত কারণেই তাদের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গির মর্ম অনুমানযোগ্য। আমাদের বাসার ঠিক বিপরীতে অবস্থিত শিশু পার্কটিতে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত শিশুগীরি দেখতে দেখতে আমরা বিরক্ত। ইদানিং ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস শুরু হওয়ার কারণে এইসব ডিস্টার্ব্যান্সের ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেড়ে গেছে।

তাই ভাবলাম, লেখাটা ফেলে না রেখে দিয়েই দেই। বছর দশেক আগে এটি লিখেছিলাম। ড্রপবক্সে পড়েছিল। মূল লেখাটা ছিলো আরো ‘কড়া’ ও খোলামেলা।

ইতোমধ্যে গড়ে উঠা আমার এক ধরনের 'ইমেজের' দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু বাদ দিয়েছি। কিছু শব্দ ও বাক্যগঠন এডিট করেছি। এরপরও কেউ যদি আহতবোধ করেন, তাহলে অগ্রিম দুঃখ প্রকাশ করছি।

যৌনকর্ম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো বলা বা লেখার ব্যাপারে যে অতিরক্ষণশীল সংবেদনশীলতা লক্ষ করা যায়, সেটা বাহুল্য, কৃত্রিম ও অযৌক্তিক। কথাটা এজন্য বললাম, আমি দেখলাম, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মধ্যেই (সূরা বাকারা, ১৮৭ নং আয়াত) এ ধরনের তিনটি শব্দ উল্লেখিত আছে। কোরআনের এ ধরনের অংশ, আয়াত বা শব্দগুলো সবার জন্য নয়, বা জনসমক্ষে পাঠযোগ্য নয়, এমন তো নয়। কোরআনে কোনো অ্যাডাল্ট সেকশন নাই। সবটুকু ওপেন ফর অল। তারমানে, মানুষের যৌনজীবন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলাভাবে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যে ওভার-সেন্সিটিভিটি, সেটিই বরং ভুল ও ভিত্তিহীন।

এ বিষয়ে আজকের মতো শেষ কথা হলো, সব সমস্যা ইমিডিয়েটলি আমরা সমাধান করতে না পারি, কিন্তু একজন সমাজকর্মীর দায়িত্ব হলো, সমস্যা যে আছে – সেটি ঠিক কোথায় এবং কী কারণে – তা বলে দেয়া। যে কোনো সামাজিক সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য এটি অপরিহার্য। পূর্বশর্ত। এরই আলোকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখাটিকে বিবেচনা করবেন। বায়ান্ন বছর বয়স তো আর এমনিতেই হয় নাই। আশা করি বুঝবেন।

আসুন, এ সমাজ ভেঙ্গে গড়ে তুলি এক নতুন সমাজ। যেখানে কেউ প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য হবে না। যেখানে নৈতিকতা হবে অকৃত্রিম। জীবন হবে মানবিক। সুস্থ। সুন্দর। সফল।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Aminul Hoque: সুন্দর লিখেছেন। এই সমস্যার সুন্দর সমাধান ইসলাম দিয়েছে। ছেলে-মেয়ে বালেগ হলেই বিয়ের ব্যবস্থা, পর্দা, তাকওয়াসহ অন্যান্য আরো বিষয় আছে যা একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পাপমুক্ত থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো, আমরা রোগ ধরতে পারলেও রোগের যে চিকিৎসা ইসলাম দিয়ে রাখছে সেটা আমরা কেউই প্রয়োগ করতে চাই না। আমিও না, আপনিও না। এটাই সত্য। যেমন– আমার বা আপনার ছেলে/মেয়ের বয়স ১৫/১৬ হলেই কি আমরা তাদের বিয়ের বিষয়ে চিন্তা করি? তা কিন্তু করি না। আমরা চাই আমার ছেলে/মেয়ে আগে মাস্টার্স পাশ করুক, তারপর চাকুরি, তারপর বিয়ে। ততক্ষণে যে ওদের ক্ষুধা চরমে উঠে সেটা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।

Muhammad Sajal: অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা জরুরি। ১৫/১৬-তে না পারলেও অন্তত ২০/২১ বছরের মধ্যে বিয়ে দেয়া প্রচলিত সামাজিক কাঠামোতেই সম্ভব।

Shourov Khan: সম্ভব নয়, আগে অভিবাবকদের সচেতন হতে হবে।

Ab Mamun: হচ্ছে উল্টো, বিয়ে দিনকে দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সামাজিক সমস্যা নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা হলো পাথরের মতো শক্ত এঁটেল মাটিতে পানি ঢেলে দেয়ার মতো।

Md Shahidullah: আর্লি ম্যারেজ এর সহজ সমাধান হতে পারে।

Shourov Khan: বিদেশে এমনটাই হয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া শেষ করতে করতে ২৬-২৭ বছর পেরিয়ে যায়। তারপর আবার জীবিকার তাগিদে কর্মক্ষেত্র খুঁজে সেটেল হতে হতে আরো অনেক বছর লাগে। সঠিক সমাধান হচ্ছে কর্মজীবনের প্রবেশের সময়টাকে তরান্বিত করা। আর দরকার অভিভাবকদের সচতেনতা। আর্লি ম্যারেজ কিন্তু অনেক ধরনের অপরাধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখে। এসব ট্যাবুকে অস্বীকার করার উপায় নেই, তাই অভিভাবকদের অবশ্যই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

Waky Mahmudul Hasan: এই লেখাটার সাবস্ক্রাইবারদের দিকে একবার চোখ দেন। তরুণ জনগোষ্ঠীর নিজের সাথে মিলে যাওয়ায় তারা এটাকে পছন্দ করছে। আপনার গত কয়েকটা লেখার চেয়ে অনেক বেশি হিট করতে যাচ্ছে লেখাটা। সমাজ পরিবর্তনের ডাকে সঠিকভাবে সমস্যা ডিটেক্ট করাটাই সবচে জরুরি। আর সেটা ঘোষণা করা মাত্রই একটা বিশাল জনগোষ্ঠী একমত পোষণ করবে। অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ধন্যবাদ স্যার।

Mahmudul Hasan Css: স্যার, ভিকটিম সবাই। কিন্তু কেউ বলতে সাহস পায় না। এমন সমাজ ভেঙে প্রকৃতিসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার জন্য আওয়াজ জরুরি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একটা অন্যায় বহুদিন ধরে চলছে। তারমানে এই নয় যে এহেন জুলুম আরো বহু দিন চলবে। এখনি যদি এই অপব্যবস্থার গতিরোধ করা না হয় তাহলে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের মতো সর্বগ্রাসী নৈতিক বিপর্যয় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

Md Nayeem Watto: 'আর তার নিদর্শনাবলির মাঝে এও হলো একটি নিদর্শন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা প্রশান্তি লাভের জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে।' (সূরা রুম: ২১)

'যখন তোমরা দেখ কোনো ব্যক্তি বিবাহ করেছে, সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে, এরপর তারা উভয়ে বাকি অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করুক।' (বায়হাকি)

'দুজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তুমি বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছুই খুঁজে পাবে না।' (ইবনে মাজা)

Al Malik Nasrullah Khan Rumman: স্যার, আমি মনে করি আজ থেকে ১০/২০ বছর বা তার আগে মানুষের যৌনজীবন যে বয়সটায় শুরু হতো, আজো সেই বয়সেই শুরু হয়। শুধু সমাজের বেধে দেয়া কিছু নিয়মই পরিবর্তন হয়েছে। তাই সঠিক সময়ে বিবাহই এর প্রকৃত সমাধান।

Md Nayem Uddin: সেদিন আমরা সেন্ট্রাল ফিল্ডে বসেছিলাম ৫টার দিকে। সন্ধ্যার দিকে ঐ দিকের পরিবেশ...! শুধু আমি অবাক হয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম, এর নাম প্রেম নয়, বরং যৌনতা নিবারণ হলো এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। অসাধারণ স্যার, আপনি সময়ের কণ্ঠস্বর।

Asm Fakhrul Islam: আমি ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত আত্মরতি ধরণের বিষয় থেকে বিরত ছিলাম, যতদিন জানতাম এটা হারাম (পরে বুঝতে পারি মাকরূহ)। কিন্তু আমার বন্ধুরা কেউ আমার দাবি মানতে চাইতো না, যা আমাকে পীড়া দিত ও বিরক্ত করতো।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** দুটি মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দকে গ্রহণ করা হলো সুন্নতের দাবি। যিনা হলো সর্বাধিক মন্দ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।
>
> প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালিকি মাযহাবে এটি হারাম। হানাফী মাযহাবে এটি মাকরুহ। হাম্বলী এবং যাহেরি মাযহাবে এটি জায়েজ।
>
> **Asm Fakhrul Islam:** মাযহাব তো আর বাধ্যতামূলক কিছু না। যার যার নিজস্ব ব্যাখ্যা। আমি সকল মাজহাবের ব্যাখ্যাগুলো শুনেছি, তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য যেসব রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন সেগুলো পড়েছি, তারপর

নিজস্ব বিবেচনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এটাকে হারামের সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। সর্বোচ্চ মাকরূহ বলা যেতে পারে। জায়েজ বললেও অত্যুক্তি হবে না হয়তো। সে মতেই মেনে চলছি।

রহমতুল্লাহ সাহেব: হাম্বলী মাজহাব সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। ডক্টর ইউসুফ কারজাভী এই তথ্যভ্রান্তির উৎস। হাম্বলী ফিকহের সকল টেক্সটে হস্তমৈথুনকে হারাম বলা হয়েছে। কেবলমাত্র দুই ক্ষেত্রে বৈধতা দেয়া হয়েছে– ১) যিনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হলে, ২) না করলে শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হলে। আসুন, আরো সতর্ক হই। আমাকে বললে আমি পর্যাপ্ত এভিডেন্স দিতে পারব।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইউসুফ কারযাভীও ঠিক তাই বলেছেন। আনকন্ডিশনালি এটাকে কেউই জায়েজ বলেন নাই।

রহমতুল্লাহ সাহেব: আত্মরতি কি বিকৃত যৌনাচার? বিকৃত হলে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিকৃত? এটা কি মানব স্বভাববিরোধী? ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ-নিরুৎসাহিত হলেই কি কোনো কাজকে বিকৃত বলা যায়?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এই আলোচনার মূল প্রসঙ্গ হলো, মানুষের স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সুযোগ বা অধিকার লাভ করা বা না করা সংক্রান্ত বিষয়। যখনই অবদমনের কথা আসবে তখনই সেলফ-সেক্স জাতীয় বিষয়গুলোর বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। এই লেখায় অবদমনকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে। বিদ্যমান অবদমনমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতি নির্ধারিত স্বাভাবিক পন্থায় মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনাগুলোকে চরিতার্থ করার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির পক্ষে বলা হয়েছে।

আপনার প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই আলোচনায় খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক।

রহমতুল্লাহ সাহেব: উত্তর দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। তবে অবদমন কিন্তু কিছু সময়ে প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়ায়। তাবুকের দীর্ঘ সফরে স্ত্রীর সঙ্গবঞ্চিত সাহাবীরা নবীর কাছে হস্তমৈথুনের অনুমতি চেয়েছিলেন, তিনি তাদের রোজা রাখার পরামর্শ দেন। রোজা রাখাও কিন্তু এখানে অবদমন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: নিয়ন্ত্রণ এবং অবদমন, এ দুটো আলাদা শব্দ। দুটোর তাৎপর্য আলাদা। একটি পজিটিভ সেন্সে। অপরটি নেগেটিভ সেন্সে। নিয়ন্ত্রণ,

বিশেষ করে বললে আত্মনিয়ন্ত্রণ সময়ে সময়ে যে কারো জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সবার জন্য সব সময় যেটা পরিত্যাজ্য, সেটা হচ্ছে অবদমন বা সাপ্রেরেশন। অবদমনমূলক সমাজ, একটি অন্যায্য সমাজ।

যেখানে বিয়েটা ছিল ডাল-ভাতের মতো সহজ ব্যাপার সেখানকার কোনো বিষয়কে প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে এসে অভিনব এক নতুন বাস্তবতায় দিকনির্দেশনা লাভ করার চেষ্টা করা হলো করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণ করার পদ্ধতি হিসেবে একটি ভুল পদ্ধতি। স্বাধীন নারী বিয়ে করা ছাড়াও সেখানে ছিল সহজলভ্য দাসী। এমনকি মাদানী যুগের প্রাথমিক দিকে সাহাবীদের জন্য ছিল অস্থায়ী বিবাহের সাময়িক অনুমতি।

এসব কিছুকে বিবেচনায় না নিয়ে অথেন্টিসিটির ভিত্তিতে নিছকই রেফারেন্সনির্ভর ও প্রেক্ষাপটবিযুক্তভাবে ফিকাহর চর্চা করা, ফিকাহর অন্যতম একটি প্রধান নীতির লংঘন। আজকাল অহরহ যা দেখা যায়।

Abadul Haque Abad: পশ্চিমারা এই লেখা দেখলে আপনাকে 'সাহসী লেখক' উপাধি দিয়ে দিত। কিন্তু আপনার ইসলামী ভাবধারার পরিচয়ের কারণে সেটা দেবে না। আবার উদারবাদী ইসলামিস্টদের কাছে আপনি 'ইসলামী সাহসী লেখক' উপাধি পাইতে পারেন। অন্ততপক্ষে আমি দেব। তবে গোঁড়াপন্থীরা পারলে আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি ইউসুফ আল কারযাভীর অনুসারী। তাঁর নীতি হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত ওয়াসাতিয়া বা মধ্যপন্থার নীতি। আমি পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারতাবাদের বিরোধী। একই সাথে আমি প্রাচ্যের নির্বিচারবাদী রক্ষণশীলতারও বিরোধী। অত্যন্ত কাছ থেকে আমি এই দুই প্রান্তিকতার কুফলগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাই একই সাথে আমি এ দুটোরই বিরোধিতা করি। যদিও হতে পারে কোনো একটি লেখায় কোনো একটা দিক প্রাধান্য পেয়েছে বা পায়। একটা লেখার ভিতর সবগুলো আসপেক্টকে একসাথে নিয়ে আসা অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। তাই যারা একটা মাত্র লেখা পড়েন, তারা অনেক সময়ে ব্যক্তি হিসেবে আমাকে বুঝতে ভুল করেন। সে যাই হোক, সুন্দর একটি মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Sayed Towhidul Alam: স্যার, ১) ব্যক্তিগত যৌনজীবনের ক্ষেত্রে আপনি আত্মরতির কথা বলেছেন বা বিভিন্ন উপায়ে যৌনতা নিবারণের কথা বলেছেন, সেক্ষেত্রে মহানবী (স.) বিবাহ করার আগে উনার এধরনের কোনো ব্যক্তিগত যৌনজীবন ছিল কিনা? ২) আর যারা মুসলিম অবিবাহিত মনীষী আছেন যেমন, ইমাম

গাজ্জালী (র.), রাবেয়া বসরী (র.) উনাদেরও ব্যক্তিগত যৌনজীবনে আত্মরতি বা এধরনের অন্য কোনো কিছু চর্চার বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা? ৩) বর্তমানে কি এমন কোনো শক্তিশালী দৃঢ়তার মানুষ নেই বা থাকতে পারেনা যে অবিবাহিত এবং তার যৌন পরিতৃপ্তির জন্য আত্মরতি বা অন্য কোনো যৌনপন্থা অবলম্বন করে না?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক**: তিনটা পয়েন্টের উত্তর একসাথে দেয়া যায়। সেটা হলো, হ্যাঁ, এই ধরনের ব্যতিক্রমী মানুষ থাকতে পারে। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের উপর ভিত্তি করে নিয়ম হতে পারে না। নিয়ম হবে সাধারণ অবস্থার উপর ভিত্তি করে।

Khondokar Masum: "বড় হওয়ার পর থেকে বিয়ের আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময়ে একজন নারী স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত যৌনজীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।" — এই সময়টার ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে? ইসলাম কি কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণকালীন সময়ের ব্যাপারে কিছু বলে? না বালেগ মানেই বিবাহ?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক**: প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মানে বৈবাহিক জীবনযাপন শুরু করা, এটাই হল মূল নিয়ম। অর্থনৈতিক কারণে কিংবা এধরনের কোনো পারিপার্শ্বিক বাধার কারণে যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে আত্মসংযম মেনে চলা। এটা হল অগত্যা পরিস্থিতিতে করণীয়।
>
> এখন আমাদের সমাজে অগত্যা পরিস্থিতিতে করণীয় যেটা, সেটাই হয়ে গেছে নিয়ম; এবং যেটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তথা মূল নিয়ম সেটা হয়ে গেছে অস্বাভাবিক, অসম্ভব-প্রায় এবং মাত্রাতিরিক্তভাবে দীর্ঘতর।
>
> ব্যাপারটা হয়ে গেছে পা দিয়ে না হেঁটে মাথা আর দুই হাতে ভর করে হাঁটার চেষ্টা করার মতো। যা স্বাভাবিক, তা অস্বাভাবিক হিসেবে মনে করা হয়। আর যা অনুচিত, তা হয়ে গেছে অনেকটা সহনশীল ও স্বাভাবিক।
>
> কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু একটা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু কখনো সেটা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা সঠিক নয়। অসম্ভব চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।
>
> পুরো বিষয়টাকে বিবেচনা করতে হবে সামষ্টিক বা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। one-to-one কিংবা ব্যতিক্রমী উদাহরণগুলোকে সামনে এনে লাভ নাই। সমাজ, সংস্কৃতি ও আইনকে হতে হয় সামগ্রিক পেক্ষাপটে।

Muhammad Moinul Islam: প্রবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কথা ভাবুন, তাদের এই জীবনটা কতটা কষ্টের, একজন শ্রমিক ২-৩ বছর পর পর দেশে যায়, এটা নিয়ে বৈশ্বিক কোনো ভাবনা চোখে পড়েনা

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** আমাদের সমাজে স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে গণ্য করা হয় অস্বাভাবিক ও খারাপ প্রবণতা হিসেবে। আর বিকৃতি ও অবদমনকে গণ্য করা হয় স্বাভাবিক ও উপেক্ষা করার মত তুচ্ছ বিষয় হিসেবে।

১৪ জানুয়ারি, ২০১৯

ডিভোর্সি নারীদের সমস্যা

কোনো মেয়ের যখন ডিভোর্স হয় তখন সবাই ভাবে, দোষ মেয়েটিরই। অথচ, ডিভোর্স হওয়া বা দেয়াটা দোষের কিছু নয়। হ্যাঁ, সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন হলে তো খুবই ভালো। না হলে? ধুঁকে ধুঁকে মরা? ভুল মানুষের সাথে জীবন কাটিয়ে দেয়া? যে সমাজ নারীদেরকে পুরুষের সমকক্ষ তথা সমানে সমান মানুষ হিসাবে না দেখে পুরুষদের জীবনসঙ্গী হিসাবেই দেখতে অভ্যস্ত, সে সমাজে জামাইয়ের ঘরে উন্নতমানের দাসী হয়ে থাকাটাই তো নারীদের উপায়! তালাক দিলে যেন পুরুষেরাই দিবে। বউ জামাইকে তালাক দিবে, এটি কেমন যেন ঠিক নয়! যুগের প্রভাব(?) কিংবা বাড়াবাড়ি। যেন চাকরি করার কারণে মেয়েগুলো 'নষ্ট' হয়ে গেছে। তাই জামাইদেরকে তারা মানতে চাচ্ছে না।

দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে আজকের আলাপে শুধু এই একটা পয়েন্টে কথা বলবো। অত্যন্ত সংক্ষেপে।

নানা কারণে ডিভোর্স হতে পারে। ডিভোর্সের জন্য নারীও দায়ী হতে পারে। পুরুষও দায়ী হতে পারে। আবার দুজনের কেউ দায়ী না হয়ে তাদের পরিবারের অন্য কেউ হতে পারে ফ্যামিলি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ। ছাড়াছাড়ি হতে পারে পরকীয়ার কারণে। হতে পারে, স্রেফ মন-মানসিকতার মিল না থাকায়। জামাই-বউ দুজনেই ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও।

পাশ্চাত্য সমাজে যেভাবে প্রচলিত, প্রাকবিবাহ 'যাচাই' পর্বের পরে তাদের আর বিয়েটাই করা হয়ে উঠে না। বিয়ের আগেই 'সবকিছু' সম্ভবপর হলে বিয়ের আর দরকার কী? এরপরও এ ধরনের মুক্তমনা কোনো কাপল বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলে তাদের মধ্যে বিয়ের পর যে মুগ্ধতা আর আকর্ষণ থাকার কথা, তা থাকে না। তাই নিতান্তই ব্যতিক্রম বাদে এ ধরনের এফেয়ার ম্যারেজগুলো জোড়াতালি দিয়ে মূলত লিভটুগেদার ফরমেটে টিকে থাকে।

অপরদিকে, অ্যারেঞ্জড বিয়ে তথা পারিবারিকভাবে অনুষ্ঠিত বিয়েতেও হতে পারে বনাবনি না হওয়ার সমস্যা। হতে পারে, কোথাও যেন দুজনের মিলছে না। ব্যক্তিগত

অভিরুচির পার্থক্য বা যে কারণেই হোক না কেন, ব্যাটে-বলে ঠিক মতো না মিললে ডিভোর্স নেয়া বা দেয়াই হচ্ছে সহজতর উপায়। পরকীয়ার ঝুঁকি এড়ানো ও জীবনের নানাবিধ ফলোআপ জটিলতা হতে বাঁচার জন্য এটি বেটার সলিউশন।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো মেয়ে যখন বাধ্য হয়ে ডিভোর্স নেয় বা দেয়, তখন এমনকি তার মা-বাবাও বিষয়টাকে খুব একটা সহজভাবে গ্রহণ করে না। বিরল ব্যতিক্রম বাদে। ডিভোর্সি নারীর যদি সন্তান থাকে তাহলে তো ভিতরে ভিতরে তার জীবন হয়ে উঠে কঠিন, ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বিষহ। সন্তান আছে এমন নারীর পুনর্বিবাহ এ সমাজে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদিওবা তার বিয়ে হয়, তাকে সাধারণত কোনো ডিভোর্সি পুরুষের ঘর করতে হয়। সেই লোকের আগের ঘরের সন্তান থাকুক বা না থাকুক, খুব কম পুরুষই বউয়ের আগের ঘরের সন্তানদের নিজের সন্তানের মতো করে গ্রহণ করে। অন্যদিকে মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে একজন মা কখনোই তার সন্তানকে অবহেলা করতে পারে না। অথবা নিজের সন্তান অবহেলিত হতে পারে, এমন কোনো পরিস্থিতিকেও সে মেনে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় সেই নারীকে মুখোমুখি হতে হয় এক মানবিক উভয় সংকটের।

ডিভোর্সি মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় পরিচয় দিতে গিয়ে। এটি শুধু ডিভোর্সি মেয়েদেরই সমস্যা নয়। এটি লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে, অথচ বিয়ে হয়নি এখনো, এমন মেয়েদেরও অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আসলে আমাদের সমাজ-মননটাই দূষিত। তাই এই সমস্যা। ভাবখানা এমন, নারীদের যেন জন্মই হয়েছে বিবাহিত হওয়ার জন্য। সংসার করার জন্য। মা হওয়ার জন্য। কোনো কারণে যাদের এসব বিষয়ের কোনো একটিতে সমস্যা হচ্ছে বা হয়েছে, সবার ভাবখানা এমন যেন তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এটি যেন তারই দোষ। যেন এক বিরাট পার্সোনাল ডিসক্রেডিট।

যে মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, কারণ যা-ই হোক, অ্যাট দ্যা ফার্স্ট চান্স, লোকেরা মনে করে, মেয়েটা নিশ্চয়ই খারাপ। যেন সে মোটেও সংসারী নয়। মাত্রাতিরিক্ত ইনটলারেন্ট ইত্যাদি। যদিও এ কথা সত্য, যেসব মেয়ে কোনো বলকেই মাটিতে পড়তে দিতে নারাজ, যারা সব সময় সবকিছুতেই জয়ী হতে চায়, সমঝোতার ঔদার্য যাদের মধ্যে কম, তাদের সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি। জামাই যদি অতীব নিরীহ, ভদ্র, স্ত্রৈণ বা নপুংসক-বৈশিষ্ট্যের না হয়।

পুরুষের মধ্যে পৌরষত্ব থাকবে। সে ডমিনেট করবে। এটাই স্বাভাবিক। কোনো নারীই নতজানু স্বভাবের ও ব্যক্তিত্বহীন পুরুষকে পছন্দ করে না। সমস্যা হলো, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষসুলভ ব্যক্তিত্বকে পুরুষতান্ত্রিকতার সাথে গুলিয়ে

ফেলা হয়। পুরুষতান্ত্রিকতা হলো অত্যাচার ও অবৈধ ক্ষমতাচর্চার প্রতীক। সে হিসাবে, একজন অত্যাচারী নারীও কিন্তু পুরুষতন্ত্রী। এমনকি তিনি যদি নিজেকে নারীবাদী হিসাবে দাবি করেন, তাহলেও।

আমরা চাইতেছি, সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর ও সুখী মানবজীবন। চেক এন্ড ব্যালেন্স সমাজ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্লি ম্যারেজের প্রচলন ঘটানোর কোনো বিকল্প নাই। ক্যারিয়ার কিংবা সংসার, এই ফলস বাইনারি হতে তরুণদের মুক্তি দিতে হবে। আর্লি ম্যারেজ আর অধিকতর হারে ডিভোর্স, এই দুইটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুস্থ সমাজ মানেই সহজ ডিভোর্সের সুযোগ ও ডিভোর্সিদের বিয়ের সুব্যবস্থা। যে সমাজ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিসম্মত জীবনযাপনে সহায়ক নয় তা অসুস্থ ও ভারসাম্যহীন। যেমন আমাদের এখনকার এই বাংলাদেশ সমাজ। এই অসুস্থ সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে নতুন এক ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। আমাকে, আপনাকে, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষকে হতে হবে সমাজ পরিবর্তনের এই কাজে আন্তরিক, সোচ্চার ও সক্রিয়।

সফল বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য কোনো একটা ফর্মূলা দিয়ে বলা যায় না, এটিই সুখী হওয়ার একমাত্র ও সহজ পথ। মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ব্যতিরেকে দাম্পত্য জীবনের কোনো মডেল বা প্যাটার্নেই সুখী হওয়ার গ্যারান্টি নাই। সফল দাম্পত্য জীবনের শর্ত হলো, প্রত্যেকে যার যার সীমার মধ্যে থেকে যথাসম্ভব নিজ কর্তব্য পালন করা এবং নিজের অধিকার আদায় করে নেয়া। শুনতে খারাপ লাগলেও এ কথা সত্য, সুখী দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা থাকা জরুরি কিছু নয়। থাকলে ভালো। না থাকলেও চলে। এতে বিশেষ কোনো সমস্যা নাই। পক্ষদ্বয় যদি নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে।

রাস্তা দিয়ে আপনি সতর্ক হয়ে চলবেন। ভালো কথা। নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু, যতই আপনি সতর্ক থাকেন না কেন, আরেকজনের ভুলের কারণেও আপনি দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। তেমনি করে পারিবারিক জীবনেও কোনো পক্ষ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির শিকার হতে পারে। যে কোনো সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য এমনকি আপনার মেয়ে বা বোনটি যদি নিজেই দায়ী হয়, তাহলেও আপনার উচিত হবে, সংসার ছেড়ে চলে আসা নারীটিকে আশ্বস্ত করা। সহৃদয়ে ও সম্মান দিয়ে তাকে আগের মতো পরিবারের একজন হিসেবে আপন করে নেয়া। এবং সে তার পরবর্তী জীবনের জন্য যেটাকে ভালো মনে করবে, সেটার জন্যে তাকে সহযোগিতা করা।

এজন্য অবশ্য ডিভোর্সি মেয়েটির মা কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তার ভাইয়ের বউয়ের পজিটিভ মানসিকতা ও সহযোগিতা থাকা জরুরি। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের এমনকি মুসলিম সমাজেও বিয়ে দিয়ে দেয়ার পরে মেয়েদেরকে শুধু 'নাইওরি' ভাবা হয়। নিজের পিতার ঘরেও সে আর তেমন করে সন্তানের অধিকার ফিরে পায় না।

হানাফী মজহাব অনুসারে, অবিবাহিত মেয়েদের বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি থাকা ভালো। না থাকলেও বিয়ে শুদ্ধ হবে। অন্য মাজহাবে অভিভাবকের সম্মতি না থাকলে কুমারী মেয়ের বিয়ে আইনসম্মত হবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে সব মাজহাবই একমত যে অ-কুমারী নারীর বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতি থাকার অপরিহার্যতা নাই। কেননা, ইতোমধ্যে সে দাম্পত্যজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। নিজের ভালোমন্দ বুঝার ক্যাপাসিটি তার হয়েছে। এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, ডিভোর্সি নারীদের উচিত নিজের পুনর্বিবাহের জন্য সচেষ্ট হওয়া। উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজতে থাকা। একাকী থাকার ঝুঁকি এড়ানোর চেষ্টা করা।

হ্যাঁ, আপনার একাকী জীবনে আপনি নিজেই নিজের জন্য সবচেয়ে বড় রিস্ক-ফ্যাক্টর। প্রকৃতি কাউকে রেহাই দেয় না। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বিয়ে না হওয়া বা না করা, স্বামী বা স্ত্রী মারা যাওয়া কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের পরে যারাই বলেছে, “ওসব কিছু না, আমি সামলিয়ে চলতে পারবো”, এদের কেউই, অন্যদের কাছ থেকে যা-ই হোক, নিজের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। আজকে যেহেতু শুধু এই পয়েন্টেই কথা বলবো বলে শুরুতে বলেছি, তাই এ মুহূর্তে অন্য কোনো পয়েন্টে ফোকাস করা সমীচীন মনে করছি না।

আমার কথার মানে অবশ্য এমন নয় যে, ডিভোর্সি নারীদের পুনর্বিবাহের জন্য তাদের অভিভাবকদের কিছু করার দরকার নাই। অভিভাবকদের দিক থেকে দেখলে, বিশেষ করে আমাদের এই নারী-প্রতিকুল সামাজিক বাস্তবতায়, একটা মেয়েকে প্রথমবার বিয়ে দেয়ার চেয়েও তার পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দায়িত্ব বরং আরো বেশি।

এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, বিশেষ করে এই নিবর্তনমূলক সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার যাঁতাকলে পড়ে একজন ডিভোর্সি নারী কতটা যে অসহায়, বিব্রতকর ও নাজুক পরিস্থিতিতে থাকে তা আমি খুব বুঝতে পারি। তাই তো চাই, সব ধরনের বাহুল্য লৌকিকতার, ব্যক্তিগত হীনমন্যতাবোধ ও ততোধিক বোগাস সামাজিকতাকে পরিহার করে প্রতিটা মানুষ, বিশেষ করে (অন্যতম ভালনারেবল জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে) প্রত্যেক নারী স্বাবলম্বী জীবনযাপন করুক। তারা স্বাধীন হয়ে উঠুক। পারিবারিক জীবন এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কথা নয়। নারীদের সামাজিক অবস্থানের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উচিত হলো, যাদের চাকরি নাই, নিজস্ব

সম্পদ নাই, স্বাবলম্বী হওয়ার মতো কোনো কিছু নাই, আয়-উপার্জনের কোনো একটা উপায় বের করার কাজে এখনি লেগে পড়া। আপাতত বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও।

আপনি ডিভোর্সি? অসুবিধা কী? হীনমন্য হয়ে পড়ে থাকার কিছু নাই। স্বাবলম্বী হোন। আত্মবিশ্বাসী হোন। কোনো অবস্থাতেই আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিবেন না। আরো ভালো বিয়ে আপনার হবেই, ইনশাআল্লাহ। না হলেও আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে না। যারা বিয়ে করেনি কিংবা যাদের বিয়ে ভেঙে গেছে তারা বেহেশতে যেতে পারবে না, এমন তো নয়। তাই না?

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Sabuj Kabir: অত্যন্ত শিক্ষণীয়। কিছুদিন আগে ডিভোর্সের হার বৃদ্ধি নিয়ে একটা পত্রিকার রিপোর্টের বিষয়ে কিছু বক্তব্য দিয়ে কুৎসিত আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম। সাহাবীদের মধ্যে ডিভোর্স ছিল– এ মন্তব্য করে নাকি আমি সাহাবীদের অপমান করেছি! একজন ইনিয়ে-বিনিয়ে বার বার শুধু একই কথা বলছিলেন যে ডিভোর্স তার কাছে যৌক্তিক মনে হয় না। তাকে অনেক প্রমাণ দিলেও তার কথা একটাই। আসলে আমার মনে হয়, এটা হিন্দু ঐতিহ্যের প্রভাব। মুহাম্মদ আসাদ তার 'মক্কার পথে' বইয়েও এই মন্তব্য করেছেন যে এক ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া সারাবিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে ডিভোর্স স্বাভাবিক বিষয়। ডিভোর্সে শুধু মেয়েরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা কিন্তু নয়। নিজের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, একজন পুরুষকেও একদল সামাজিক মুরুব্বির হাতে নির্যাতিত হতে হয়, যারা ময়লা পরিষ্কার না করে তা ঢেকে রাখাকে মনে করেন পরিচ্ছন্নতা।

সাঈদ আহসান খালিদ: চেক এন্ড ব্যালেন্সড সমাজ প্রতিষ্ঠায় আর্লি ম্যারিজ প্রচলনের প্রস্তাব সম্পর্কিত আপনার যুক্তি বিস্তারিত জানালে খুশি হবো। এই দুটো কীভাবে রেসিপ্রোকাল?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** ১। দাম্পত্য জীবন হলো অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার
> ২। বিয়ে হোক সহজতর। বিয়ে বহির্ভূত সব সম্পর্ক, অবাধ 'বন্ধুত্ব' হোক অসম্ভব-প্রায়
> ৩। বিয়ে, ডিভোর্স, যৌতুক ও সাজগোজ নিয়ে কিছু অপ্রিয় কথা
> ৪। যৌতুকের বিষ ফোঁড়া
> ৫। কাছে আসার গল্প কথা
> ৬। দেনমোহর প্রসংগে বিয়ে বনাম লিভ-টুগেদার

৭। ব্যক্তিগত যৌনজীবন বনাম দাম্পত্য যৌনজীবন
লিংক-স্প্যামিংয়ের জন্য দুঃখপ্রকাশ করছি। এর কোনো একটিও পড়লে খুশি হবো। প্রতিমন্তব্য নিচের কমেন্টে।

সাঈদ আহসান খালিদ: অনেক ধন্যবাদ স্যার। সমৃদ্ধ হলাম। ভালো থাকুন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: যে কোনো সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে বিলম্বিত হলে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কের প্রসার ঘটবে। এর বিপরীতে, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নির্দোষ মানবীয় প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের সুব্যবস্থা থাকলে বিয়ে বহির্ভূত বিচিত্র সব সম্পর্ক-ব্যবস্থার উৎপাত স্বভাবতই কমে আসবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

বর্তমান বাংলাদেশ সামাজিক কাঠামোতে চাকরি পাওয়া অথবা উপযুক্ত পাত্রী হওয়ার সোশ্যাল রিকোয়ারমেন্টের কারণে গণহারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অপব্যবস্থা চলছে। উচ্চশিক্ষা শুরু ও শেষ হতে দেরি হচ্ছে। বিয়েতে বাহুল্য খরচের রেওয়াজের কারণে দ্রুত বিয়ে করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ ধরনের নানাবিধ কারণে সময়মতো তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পরই বিয়ে করার স্বাভাবিকতাকে আমরা স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ না করে বরং নেতিবাচক হিসাবে দেখছি। 'আর্লি ম্যারিজ' যেন একটা অপরাধ।

স্বাভাবিক বৈবাহিক সম্পর্ককে আর্লি ম্যারিজ তথা পশ্চাৎপদতা হিসাবে চিহ্নিত করার কাজে অগ্রণী সৈনিক-সেনাপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করছে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক সমাজপতিরা। এ দেশীয় ঐতিহ্যবিরোধী এক গোপন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এজেন্ডা নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে। এরা চায়, এ দেশে পাশ্চাত্যের মতো লিভ টুগেদার প্রথা চালু হোক। সে জন্য পরিবার নামক এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও বিয়ে নামক এই প্রাচীন প্রথাকে নস্যাৎ করার জন্য যত রকমের ফন্দি-ফিকির করা যায়, তাদের সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে তারা তা-ই করছে।

বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর অধীনে মানবপ্রকৃতিসম্মত এই 'আর্লি ম্যারিজ' সিস্টেমকে ডমিনেন্ট সোশ্যাল ট্রেন্ড বা কমন প্র্যাকটিস হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন কোনো কিছু নাই যেটি সম্পর্কে বলা যাবে, হ্যাঁ, এটি করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। টেকসই সমাধানটি আসবে একটি প্যাকেজ ফর্মূলা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। উপরের প্যারায় সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সম্পর্কে ইংগিত দেয়া হয়েছে।

যৌনতা বিষয়ে চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য যা করণীয় তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যৌনতা সম্পর্কে অতি উদার বা আল্ট্রা-পজিটিভ সেন্সেটিভিটি

এবং অতি রক্ষণশীল বা আল্ট্রা-নেগেটিভ সেন্সেটিভিটিকে ঝেড়ে ফেলে একে খাওয়া, পরা, ঘুমানো, কেনাবেচা ও টয়লেট করার মতো একটা স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে কার্যত স্বীকার করে নেয়া। সব ধরনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে যেমন করে আমরা সোশ্যাল রেগুলেটরি ব্যবস্থা চালু করেছি, এটি নিয়েও তেমন করে সহজতর ব্যবস্থা চালু করা। এ ধরনের সুস্থ সমাজে যে কেউ চাইলে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে নিতে পারবে, কিছু সোশ্যাল রেগুলেটরি কন্ডিশন মেনে চলা সাপেক্ষে। সংক্ষেপে যাকে আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক হিসাবে জানি। আমাদের সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ককে খুব সিরিয়াসলি নিতে গিয়ে কার্যত এটিকে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে। সহজতর ও কার্যকর বৈবাহিক সম্পর্কের প্রধান অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো ইজি ডিভোর্স ও ইজি রি-ম্যারিজ।

আমাদের সমাজে যত সমস্যা তার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে যারা আছে তারাই মূলত দায়ী। আমাদের মতো বুইড়ারাই দায়ী। তরণরা স্রেফ ভিক্টিম। এসব বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হলো কাংখিত পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার পূর্বশর্ত। এর জন্য দরকার খোলামেলা, নির্মোহ ও যথাসম্ভব নিরপেক্ষ বা হলিস্টিক এপ্রোচের আলাপ-আলোচনা। এ ধরনের বিষয়ে আমার লেখালেখি করার এটিই কারণ। যে ধরনের সামাজিক আন্দোলনের আমি পরিকল্পনা করছি তাতে এগুলো মূখ্য বিষয় হিসাবে ফোকাসড হবে, আশা করি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সাঈদ আহসান খালিদ, আমি ভুল করে তোমার প্রতিমন্তব্যটা ডিলিট করে দিয়েছি। তোমার প্রতিমন্তব্যের উত্তরে একটা মন্তব্য লিখতে গিয়ে আমার ভুল হয়েছিল। সেটা ডিলিট করতে গিয়ে তোমার রিপ্লাইটাই ডিলিট হয়ে গেছে। Extremely sorry for that। যা হোক তোমার মন্তব্য যেটা আমি পড়েছি সেটার উত্তর এখানে দিচ্ছি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বাংলাদেশের যারা এখন সুপার এলিট হিসেবে সমাজে নানা ধরনের অবদান রেখে চলেছেন তারা সবাই টিনেজ মায়ের সন্তান। আমাদের দশ ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী হলো আমার বড় বোন। বড় আপার যখন জন্ম হয় তখন আমার মা ছিলেন লেইট টিনেজার।

আর্লি টিনেজার মায়েদের সন্তান জন্মদানে যেমন সমস্যা তেমনি ত্রিশের কাছাকাছি থাকা মেয়েদের প্রথমবারের মতো মা হওয়াটাও তেমন ধরনের সমস্যা।

বিয়ের কারণে লেখাপড়ার যে সমস্যা হয় সেটা তো একটা বার্নিং ক্রাইসিস। কিন্তু সেটা তো আমাদের এখানকার সামাজিক গঠনগত সমস্যা। ইন্দোনেশিয়াতে সব টিনেজারই লেখাপড়া চলাকালীন বিয়ে করে ফেলে। বয়স

ত্রিশের কোঠায় গিয়ে সেসব বিয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গেও যায়। ডিভোর্স নেয়া বা দেয়া মেয়েদের আবার নতুন করে বিয়ে হয়ে যায়। এটি তো আমাদের খুব কাছাকাছি একটা অঞ্চলের ঘটনা। আমার এক ভাগিনা প্রায় সময় সেখানে অফিসিয়াল কাজে যাওয়া আসা করে। তার কাছ থেকে শুনেছি।

কোনো ঘরের দরজা-জানালা যদি ঠিক না থাকে, সেটা মেরামত করা যেতে পারে। দরজার পাল্লা ভাঙ্গা কিংবা জানালা নষ্ট, সেজন্য পুরো দালানটা ভেঙ্গে তাঁবুতে গিয়ে বসবাস করার প্রস্তাবনা কি বাস্তবসম্মত হতে পারে? পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো নিয়ে তাদের যৌন মূল্যবোধগুলোকে যদি আমরা বর্জন করতে চাই, এবং তৎপরিবর্তে আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্যবাহী পজিটিভ মূল্যবোধগুলোকে সুসংহত করতে চাই তাহলে করণীয় হলো প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলোকে সংশোধন করে এই সমাজব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করার দিকে মনোনিবেশ করা।

মাথাব্যথা হয়েছে সেজন্য মাথাটাই কেটে ফেলার মতো বোকামি আমাদের না করাই উচিত। আমার এই কথাগুলোকে বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। নন-স্টিকি কোনো সারফেসের ওপর ভাসমান ফ্লুইডগুলো যেমন করে সব সময় নড়াচড়া করে নিজেদের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, সামাজিক সম্পর্কগুলোকেও তেমনি করে একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে নড়াচড়া করে ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ করে দিতে হবে। আইন করে এবং কৃত্রিম সামাজিক মূল্যবোধ আরোপ করে মানুষের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিকে তো দমিয়ে রাখা যায় না। যাওয়ার কথাও নয়। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ঠিকই তার নিবৃত হওয়ার পথ খুঁজে বের করবে। হোক সেটা সুন্দরভাবে, অথবা বিকৃত রূপে।

কোনো বাজারে ক্রেতা আছে, বিক্রেতাও আছে। কিন্তু কোনো এক সামাজিক অপব্যবস্থার কারণে তারা কেনাবেচা করছে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে চোরাকারবারি তৎপরতা ঠিকই চলছে। এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মতো আমরাও আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বৈধ উপায়ে স্বাভাবিক সম্পর্ক করতে বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু অবৈধ ও অনুচিতভাবে তারা যা কিছু বাধ্য হয়ে করছে সেগুলোর অনুকূলে সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি। বরং সেগুলোকে বৈধতা এবং ঔচিত্য দেয়ার জন্য অ্যাডভোকেসি করছি। কী মর্মান্তিক রসিকতা!

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

শাওনেরও উচিত তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নেওয়া

‘তোমাদের মধ্যকার সিঙ্গেলদের জন্য সঙ্গীর ব্যবস্থা করো’ (ওয়া আনকিহুল আয়ামা মিনকুম)। এটি কোরআনের আয়াত। স্পষ্টতই এটি সাধারণ নির্দেশসূচক বর্ণনা বা কথা। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা বিয়ে করো। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করবেন।

নানাজন নানা কথা বলবে, এই চিন্তা করে বিয়ে না করে থাকা কারো জন্য কিছুমাত্র ক্রেডিটের ব্যাপার নয়। একাকী থাকা হল অগত্যা উপায়। নিতান্ত সাময়িক এবং এক ধরনের আপদকালীন জরুরি অবস্থা।

শাওনেরও উচিত তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নেওয়া। কথা পরিষ্কার, আত্মপ্রবঞ্চনা, শঠতা ও গোপন সম্পর্কের চেয়ে অনিরুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অকপট স্বীকৃতি শ্রেয়তর।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ জীবনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। Necessity needs no bound. বাস্তবতা বড় নির্মম। প্রকৃতির সাথে লড়াই করার পরিবর্তে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

সহচর্যের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে যে নৈতিক সততার দাবি করা হয়, আমি কোনোক্রমেই সেটি মানতে নারাজ। কারো ক্ষেত্রেই না। তিনি যেই হোন না কেন।

একেবারেই বিরল ব্যতিক্রম কেউ থাকতে পারে। তেমন ক্ষেত্রেও মনে করবো, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা আছে। ব্যাপারটা হয়ত ক্ষুধামন্দ রোগীর স্বল্পাহারের মতো। অথবা অন্য কিছু। বিশেষ কোনো অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়তোবা।

যতজনই চেয়েছে সামলে চলতে, প্রত্যেকেই তারা পদচ্যুত হয়েছে। আমার দেখা লোকজনের মধ্যে একজনও নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামলিয়ে রাখতে পারেনি। একজনও না।

আপনি কোনো প্রয়োজন পূরণকে বিশেষ কোনো কারণে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে বিলম্বিত করতে পারলেও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার সেই প্রয়োজনকে অস্বীকার করে টিকে থাকতে পারবেন না। এটাই স্বাভাবিক।

সামাজিকতা আমাদের জীবনের অংশ। সেই হিসেবে আমাদের একটি সামাজিক জীবন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে কেউ সমাজের জন্যই বাঁচবে, তেমনটা কখনো হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকের উচিত নিজের জীবন যাপন করা।

আমি জীবনবাদী। তাই, সব ধরনের অযাচিত ও অনুচিত সামাজিক সম্পর্ক ও বিধিকে অস্বীকার করে আমি এগিয়ে যাবার পক্ষপাতী। সন্তান বা কারো মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে দাম্পত্যজীবনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এক ধরনের কৃত্রিম ব্যক্তিগত যৌনজীবন যাপনের যে দৃশ্যমান সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কিংবা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা, আমি এর ঘোরতর বিরোধী। এ নিয়ে আমি লেখালেখি করেছি। অনেকে হয়তো সেগুলো পড়েছেন।

মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনের ব্যাপারে আমাদের উচিত সব ধরনের ভণ্ডামীর প্রতিবাদ করার পাশাপাশি নিজেরাও সব ধরনের অপসংস্কৃতি থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা।

আমি সহজতর বিবাহ ব্যবস্থার পক্ষপাতি।

সহজতর বিবাহ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়, সেটা খুব একটা ব্যাখ্যা করার কি দরকার আছে? কিছু কিছু ব্যাপার কারো কাছ থেকে শিখতে হয় না। জানতে চাইলে সত্য আপনাতেই যে কারো চোখে ধরা পড়ে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেইন্টেইন করা ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের কাছে আমার কথাগুলো অপমানজনক ও আপত্তিকর বলে মনে হবে। এটি স্বীকার করছি।

আমার কথাগুলো খুব তিক্ত। কিন্তু মানব জীবনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে দিনশেষে এগুলো অপ্রিয় হলেও বাস্তব সত্য।

নিপীড়নমূলক সামাজিকতার ওপরে যুক্তি, বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ও মানবতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। সমাজকর্মী হিসেবে আমাদের উচিত, সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ হওয়া।

এ কথা আমি এই ধরনের প্রসঙ্গে সবসময়ে বলে থাকি। তাই, বলাই বাহুল্য। তবুও বলছি,

কোনো সমস্যাকে অকপটে স্বীকার করে নেওয়া এবং সেটি সমাধানের কোনো বাস্তবসম্মত উপায় খুঁজে পাওয়া হলো সমস্যাটির অর্ধেক সমাধান। সামাজিক সমস্যাগুলোর জন্য এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বিয়ে নিয়ে আমাদের সমাজে যত ধরনের প্রান্তিকতা, বাড়াবাড়ি এবং বিকৃতি আছে; আসুন সেসব কিছুর বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই। প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

অবদমন ও বিকৃতি চর্চার এই অপব্যবস্থার আমরা তো ভিকটিম হয়েছি। খানিকটা কম অথবা খানিকটা বেশি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে, সেজন্য আসুন আমরা কর্মতৎপর হই। সচেষ্ট হই।

সব ধরনের সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ ও সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। আসুন আমরা ভেঙ্গে দেই সব অপব্যবস্থা। হোক সেটা প্রাচ্যের কিংবা পাশ্চাত্যের কোনো ধর্ম, কালচার কিংবা ঐতিহ্যের নামে।

ধসে পড়ুক সব মিথ্যার দেয়াল আর সৌধ। জয় হোক মানবতার, অকপট সত্যের।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Farhan Rahman বিয়ে করার ব্যাপারে আমার আপত্তি নাই..!! তবে কার করা উচিত/অনুচিত এটা বলা ঠিক নয় বলে মনে করি...!!

> **Abdullah Maroof** Farhan Rahman, যদি তাই মনে করে থাকেন তাইলে এইখানে কমেন্ট করা কি উচিৎ??
>
> **Khandaker Ahmed** Farhan Rahman, আমরা সামাজিক প্রানী, একে অপরের উপর নির্ভরশীল, এটা হয়তো সহসা বুঝবেন না, কিন্তু যখন একা হয়ে যাবেন কোন দ্বীপে বা কোথাও তখন তা উপলদ্ধি করতে পারবেন।
>
> মানুষ একজন অপরজনকে কল্যানের দিকে নানান ভাবে সাহয্য করে, তার মধ্যে উপদেশ একটা। আপনী এই উপদপশ ব্যাপারটাকে অশোভন মনে করছেন বটে, কিন্তু এই advice টা যার যার জন্য উপযোগী, তারা হয়তো তাদের জীবনের এই সমস্যার সুন্দর সমাধান পেয়ে লেখকের জন্য দোয়াও করছেন। তাছাড়া এটাতো বাস্তবতা, যাকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলি, তার প্রেক্ষাপটে একটা উপদেশ, বাধ্যতামূলক কিছু নয়। উপদেশ নিলে নিল, না নিলে নাই। তবে একজন জ্ঞানী লোকের দায়িত্ব সাধারন মানুষের

চেয়ে অনেক বেশী। সে তার দায়িত্ব পালন করল মাত্র, যা জ্ঞানী মানুষ মাত্রই করা উচিৎ।

Farhan Rahman Abdullah Maroof, এটা সামাজিক প্লাটফর্ম..!! আর ঐটা নিতান্তই ব্যক্তিগত!! ব্যক্তিগত বিষয় ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া উচিত বলে মনে করি...!!

Syed Ahmed Habib শাওন বিয়ে করবে কী করবেনা এটা কী গণ দাবি!? ও কী গণ সম্পত্তি? এগুলো পার্সোনাল বিষয়, নাম উেল্লখ করে কাওেক এমন প্রকাশ্যে বিয়ের প্ররোচনা এটা অসভ্য স্বভাব। এটা অন্যায্য আবদার। বিয়ে যখন যোর করেই দেবেন, পাত্রটাও ঠিক করে দিন। তাহলে তার সুবিধা হবে। জনগণ যখন চাইেছ, না তো আর করা যায়না, না করলে সংবিধান লংঘন হয় কিনা সেটাও ভাবার বিষয়।

Khandaker Ahmed Farhan Rahman, আপনী ঠিকই বলেছেন, ব্যক্তিগত। তবে লেখায় মনে হয় শাওন উদ্দেশ্য। শাওন একজন সেলিব্রেটি বা মডেল, মানুষ তাদের ব্যাক্তিগত বিষয় থেকে সব বিষয়েই আগ্রহী, তারাও তাদের ব্যক্তিগত জীবনও জনগনের সাথে কম বেশী শেয়ার করে। সেই হিসেবে শাওন একটা উপমা হিসেবে তার মত অবস্থায় থেকে যেই মেয়েরা সমাজ, লজ্জা, ইত্যাদি দিয়া দ্বন্দ ভুগছে, তাদের সবার জন্যই পরোক্ষ ভাবে একটা বাস্তবতা তুলে ধরতঃ সুন্দর উপদেশ। আগেও বলেছি, এটা একটা গুড উইসার হিসেবে উপদেশ। মানা না মানা তার ব্যাপার।

১৭ নভেম্বর, ২০১৯

চাই সহজ বিয়ে

চাই সহজ বিয়ে
হোক সেটা যতবার
অথবা যে কারো সাথে

আমাদের সমাজে কী হয়, সমাজ কী ভাববে, কীভাবে সমাজে মুখ দেখাবো— এসব ফালতু চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আপনার আশেপাশের সমাজ যদি হয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহলে সে সমাজকে কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে সেটা নির্ণয় করে সমাজ পরিবর্তনের সেই জরুরী কাজে এখনই লেগে যেতে হবে।

বারবার বলে থাকি এই কথাটি, identification of the problem is the half of the solution।

উচ্চশিক্ষিত সমাজের ক্যারিয়ারমুখী জীবনধারায় যে একটা ব্যাপক সামাজিক সমস্যা ভিতরে ভিতরে আমাদের যৌন নীতিবোধের পুরো কাঠামোটিকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে, মূল্যবোধের সবকিছুকে যে ভিতর থেকে তছনছ করে দিচ্ছে, সেটাকে খোলাখুলিভাবে এড্রেস না করে আমরা ঘায়ের মলম দেওয়ার মতো নৈতিকতার বুলি কপচানোকেই যথেষ্ট মনে করছি। আফসোস!

বিয়ে হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত যৌন সম্পর্ক। এর বেশি কিছু নয়।

যৌনতার সামাজিক স্বীকৃতি একেক সমাজে একেক প্যাটার্নের। এর মূল কাঠামোটি যদিও একই, কিন্তু নারী-পুরুষ পরস্পরের পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার; এবং এই সম্পর্ককে উদযাপন করার ব্যাপারটা ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই সাদামাটা। অথচ, বিকৃত সব সামাজিকতা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পর্ককে করে তুলেছে নিতান্ত দুরূহ, দুর্লভ এবং

অনেকের জন্য অসম্ভব-প্রায় একটা ব্যাপার। বিশেষ করে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরা বিয়েকে কঠিন করার এই সামাজিক অবস্থার করুণ শিকার।

বিকৃত এই সামাজিক অপব্যবস্থার মূল কথা হলো, বিয়ে করা যাবে না। কিন্তু অন্য সবকিছু করা যাবে। আড়ালে-আবডালে। এক ধরনের বাধ্যগত সম্মতি থাকা সাপেক্ষে।

বয়সের চাপ যে কারো মধ্যে যেকোনো অনুকূল পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হতে পারে বাধ্যগত সম্মতি। Compulsive consent। বয়সের প্রবল চাপে তাদের কাছে মনে হয়, anything is alright, let me just do it.

একে আপনি 'ধর্ষণ' বলে সামাজিকভাবে, আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবেলা করতে যদি চান তাতে করে সেইসব 'ধর্ষণের' ঘটনা কখনো বন্ধ হবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখতে পারেন। যেখানেই অবদমন, সেখানেই ধর্ষণ। যেখানেই বিকৃতি, সেখানেই ধর্ষণ। হোক সেটা কোনো উৎকল্পিত স্বাধীনতার নামে, কিংবা কোনো মেকী অধিকারের মোড়কে।

ইসলামের ব্যবস্থাগুলোর মূল চরিত্র হচ্ছে এগুলো প্রিভেন্টিভ। সংক্রমণ বন্ধ না করে এলোপাথাড়ি চিকিৎসা করা হাতুড়ে ডাক্তারের কাজ। প্রিভেনশন ফেল করলেই তবে আমরা কিউর প্রসেসের দিকে যাই। ইসলামী শরীয়া সম্বন্ধে আমি যা বুঝেছি, তাতে নিশ্চিত করে বলতে পারি, একটি সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থার জন্য এটি নিরাময়মূলক ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেখানে সুরক্ষার ব্যবস্থা নাই ন্যূনতম, অথচ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে লাফ-ঝাঁপ অনেক বেশি, এমন একটি পরিস্থিতি একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত।

দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটার বিধান রহিত করার মতো করে মাঝে মাঝে মনে হয়, মানবিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট কিছু দিকে শরীয়তের কিছু কিছু বিধান অন্ততপক্ষে সহজতর করে নেয়া এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

'খেয়ে-দেয়ে সেক্রিফাইস করা'র মতো হিপোক্রেট হলো আমাদের সমাজের মুরুব্বী শ্রেণীর লোকেরা। পুরুষ এবং নারী উভয়শ্রেণীর লোকেরা দ্বিমুখিতার ব্যাপারে একই চরিত্রের। নারীরা বরং খানিকটা বেশি।

তাই, আমার বয়সী যারা তারা আমার এসব 'বেলাল্লাপনা'সুলভ চিন্তাভাবনা ও 'অতি উদার' কথাবার্তায় খুব বিরক্তবোধ করবেন। সন্দেহ করবেন আমার চারিত্রিক দৃঢ়তায়। সীমিত পরিসরে হলেও কেউ কেউ এখনি আমাকে 'ইসলামী হুমায়ুন আজাদ' অথবা 'পুরুষ তসলিমা নাসরিন' বলা শুরু করেছে।

আসলে হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা নাসরিন অথবা এই ধরনের যে কেউ যখন সামাজিক সমস্যার কথা বলে তখন তাদের সাথে একমত না হয়ে পারা যায় না।

সমস্যা হলো, তাদের সমাধানের সাথে একমত হওয়া যায় না। সামাজিক অবদমনের মোকাবেলায় তারা প্রস্তাব করেন ব্যক্তিগত গণবিকৃতি। অথচ, perversion cannot be the solution of suppression.

প্রাপ্তবয়স্ক দুজন নারী-পুরুষ সম্পর্কের পরবর্তী দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়ে পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে 'সম্পর্ক' করবে, এটাই তো বিয়ে।

পরস্পর সম্মত থাকা, ইতোমধ্যে এ ধরনের সম্মতিমূলক সম্পর্কে কারো সাথে আবদ্ধ না থাকা, সন্তান প্রতিপালন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাসহ সম্পর্কপ্রসূত দায়িত্বগুলোকে যথাসম্ভব পালন করতে সম্মত থাকা, এগুলোই তো বিয়ের শর্ত।

এর বাইরে যা কিছু সব বাহুল্য। সোজা কথায়, সামাজিক বিকৃতি। এই বিকৃতি চর্চার মূল হোতা হলেন বয়সোত্তীর্ণ মুরুব্বী শ্রেণীর লোকেরা। আমাদের চট্টগ্রামে প্রচলিত খৎনা উপলক্ষে আয়োজন করা ব্যাপক অনুষ্ঠানের মতো। ছেলেদের খতনা অনুষ্ঠানের বিপরীতে এখানে প্রচলিত আছে মেয়েদের 'কান ছেদানো' অনুষ্ঠান। ভাগ্য ভালো, আফ্রিকা অঞ্চলের মতো এখানে মেয়েদের খৎনা অনুষ্ঠান এখানে চালু হয়নি। যদি হতো, তাহলে আমার আপনার মত সুশীল লোকেরাও নির্লজ্জ ও নির্মমভাবে, নির্দ্বিধায়, এমনকি সুন্নত মনে করে সেটাই করতো।

এর কারণ হলো, অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে সামাজিক অভ্যাসের ক্রীতদাস। তারা দাস মনোভাবপন্ন মানুষ। আমাদের দরকার হলো এমন মানুষ যারা সত্যিকারের মানুষ। যারা মানবিক মানুষ। যারা বোধসম্পন্ন মানুষ। যারা সুস্থ মানবিক স্বভাব চরিত্রের মানুষ।

সুস্থ মানবিক সম্পর্কের জন্য বিয়েকে সহজ করতে হবে। সুস্থ সমাজ গঠন করতে, বিশেষত নারীদের জন্য, বিবাহবিচ্ছেদকে নিতে হবে ঝুঁকিমুক্ত একটি স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড হিসেবে।

পুনর্বিবাহ বা যে কোনো ধরনের দাম্পত্য সম্পর্ককে নিতে হবে পরস্পরের ব্যক্তিগত একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে।

বিয়ের অনুষ্ঠানকে সহজভাবে উদযাপন করতে হবে, যেন গোপন সম্পর্ক থেকে সেটাকে পৃথক করা যায়। কিন্তু এখন যেটা করা হচ্ছে তাতে করে গোপন সম্পর্কচর্চা হচ্ছে উৎসাহিত কিংবা অনিবার্য।

এ নিয়ে আগামী দিনে ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ইচ্ছা আছে, আল্লাহ যদি রাজি থাকেন। আমাদের শ্লোগান হবে:

চাই, সহজ বিয়ে। সহজতর পুনর্বিবাহ। relation easy, responsibility proper. দায়-দায়িত্বের ব্যাপারটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। খানিকটা তো উপরে বলা হলো।

সারকথা হলো, everybody has to have the right to mate but with proper responsibility that includes personal, social and economic responsibilities.

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Taslima Popy: অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার প্রতিটা কথার সাথে একমত।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** Somebody has to raise the voice and need to speak the spade a spade. Somebody has to ring the bell first.

Munira Rahman Tashfi: Sir, your thought in this case is the same as mine. Earlier last month, I also delivered a post for those who were/are already in a haram relationship. Given the fact that many of them were about to celebrate the last Valentine's Day with their illicit partners/lovers, I had then put an Islamic solution for them to have their haram relationship converted to a halal one on their own if not with their families' knowledge.

The marriage system in Islam is very simple if we resort to the marriage-related fiqhi masails of the Hanafi majhab. Being basically a Qawmi-student, I have academic knowledge of such fiqhi masail issues. So, to the best of my knowledge, I tried to give a sharia solution to the haram relationship problem, for the unmarried lovers I thought needed to know this for their own good.

But the main concern here is about whether marriage itself can be done without the presence or consents of families, especially of the bride's family as per Sharia. To some majhabs, guardians are to be

present at the marriage time but it is not sternly required in the case of especially the Hanafi majhab if the bride and the groom both are quite adult and eligible for each other in terms of Kufu. The Hanafi majhab being followed by the majority of Muslims in the sub-continent, I suggest the easy way to get married to only those whom I talked about in the first place. I never mean this suggestion for everyone and in every case, though.

Last but not the least, in the event of no presence or consents of families, considering the post-marriage security for especially the brides, I strongly suggest them to get married following the legal proceedings of the court.

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** আপনার লেখাটা অসাধারণ হয়েছে। তখনই আমি এটা পড়েছিলাম খুব সম্ভবত। এই মন্তব্যটাও খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে কথাগুলো বলার জন্য আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদেরকে সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। একেবারে গোড়া থেকে ভাবতে হবে। আমার লেখাটা সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। আপনার এই মন্তব্যটি আমি আমার বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে পড়িয়েছি।

Iqbal Mahmood: পরিস্থিতি যে দিন দিন কত ভয়াবহ হচ্ছে, সেটা কল্পনারও বাইরে। আমার এক পরিচিত জনের হঠাৎ জব চলে যায়। তার সঞ্চয়ও নাই। কী যে বিপদে আছে ফ্যামিলি নিয়ে, আল্লাহ ভালো জানেন!!! এটা আসলে দেশের সিস্টেমের প্রব্লেম। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন এতই অবনতির দিকে যাচ্ছে যে এটা বলার বাইরে। যে অবস্থা দাঁড়াইছে, এখন মেয়ের বাবা সরকারি জব ছাড়া মেয়ে দিতে রাজি নন। ছেলের বাবাও ছেলে বিয়ে দিবেন না। যারা উশৃংখল গোছের ছেলেমেয়ে, এদের জন্য এগুলো কোনো সমস্যাই না। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় পেয়ে যিনা করে না এবং সমাজব্যবস্থার জন্য বিয়েও করতে পারতেছে না, তারাই আছে মহাবিপদে। আমাদের ভেতর আজ ঈমানের বড়ই অভাব।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও নেতৃত্ব
বৈবাহিক সম্পর্কের যুগপৎ বৈশিষ্ট্য

বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে তিনটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(১) যৌন সম্পর্ক:

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরস্পরের জৈবিক প্রবৃত্তি নিবারণ করে। কোরআনে বলা হয়েছে, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, যেভাবে তোমরা তাদের পরিচ্ছদ"। (সুরা বাকারা ১৮৭) এহেন সম্পর্কের পরিণতিতে তারা সন্তানের পিতামাতা হয়ে থাকেন। সংসার করা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি।

(২) বন্ধুত্বের সম্পর্ক:

বিয়ের মাধ্যমে দু'জন নারী-পুরুষ একটা বিশেষ ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যে ধরনের বন্ধুত্ব অন্য কারো সাথে কোনোভাবে সম্ভবপর হওয়ার নয়।

(৩) অভিভাবকত্বের সম্পর্ক:

বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ কোনো নারীর ব্যাপারে বিশেষ ধরনের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব লাভ করে।

'বিশেষ ধরনের অভিভাবকত্ব' কথাটা এজন্য বললাম, আমাদের সমাজে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তা হল, মনে করা হয় বিয়ের পরে স্বামী হলো স্ত্রীর একমাত্র অভিভাবক।

অথচ, পারিবারিক বিষয়ের বাইরে স্ত্রী একজন স্বাধীন ব্যক্তি। শুধুমাত্র পারিবারিক বিষয়ে স্বামী হচ্ছেন স্ত্রীর অভিভাবক। স্বামীর অভিভাবকত্বের কারণে স্ত্রী হিসেবে উক্ত নারীর অপরাপর অভিভাবকদের অভিভাবকত্ব খতম হয়ে যায় না।

বরং উক্ত স্ত্রীর পিতা-মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণ যেকোনো ধরনের দাম্পত্য সঙ্কটে কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে যথোচিত অভিভাবকসুলভ ভূমিকা পালন করেন, বা করার কথা। এটাই স্বাভাবিক।

দাম্পত্য সম্পর্কের উপরোক্ত তিনটি বিষয় বা বৈশিষ্ট্যসমূহ কোনোটিই কোনোটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একেক দিক থেকে এক একটা বিষয় বা বৈশিষ্ট্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি শীর্ষবিন্দুর মত সামগ্রিকভাবে এই তিনটা বিষয় বা বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সমাজে ১ম ও ২য় ধরনের সম্পর্কের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব অস্বীকার করার কারণে ৩য় বিষয় বা বৈশিষ্টটাই দাম্পত্য সম্পর্কের মূখ্য বিষয় বা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব আর নিছক অভিভাবকত্বে থাকে না। বরং তা পরিণত হয় একচ্ছত্র স্বৈরাচারী কর্তৃত্বে।

নারীরা পুরুষ নেতৃত্বের অধীনে থাকার বিষয়টি প্রকৃতিসম্মত হলেও আমাদের সামাজিক সংকটের কারণে কার্যত তা হয়ে দাঁড়িয়েছে চরমভাবে নারীস্বার্থ ক্ষুণ্নকারী অপব্যবস্থা।

এ ধরনের পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষের দীর্ঘস্থায়ী সম্মতিমূলক যৌন সম্পর্ক হয়ে যায় একতরফা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার। সম-মানবিক মর্যাদাভিত্তিক সহযোগিতার সম্পর্ক, এককথায় যা হলো বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক (friendly relation) হয়ে পড়ে কার্যত অচল। স্বামী তখন একতরফাভাবে স্ত্রীর ওপর পূর্ণস্বত্ব লাভ করে আক্ষরিক অর্থেই স্বামী হয়ে ওঠে।

‘দেনমোহর প্রসংগে বিয়ে বনাম লিভ-টুগেদার’
https://mozammelhq.com/post/896

শিরোনামে একটা লেখায় আমি দেখিয়েছি, বিয়ের মাধ্যমে দু’জন মানুষ, একজন পুরুষ ও একজন নারী একটা ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অপরাপার যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মতোই ‘পরিবার’ নামক এই প্রতিষ্ঠানেও থাকে নেতৃত্বের একটা ক্রমসোপান।

পুরুষ হচ্ছে এখানে নেতৃত্বের প্রতীক।

মনে রাখবেন, এখানে আমি ‘প্রতীক’ শব্দটা ব্যবহার করেছি। তারমানে, কখনো কখনো বিশেষ কোনো নারীও হতে পারে কোনো পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান; অথবা ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাহী প্রধান। যেমন, পুত্রের সংসারে মা থাকলে তিনি হবেন

হেড অব দ্যা ফ্যামিলি। যদিও সেই ফ্যামিলিতে পুত্রটি হবেন নির্বাহী প্রধান। মা হবেন প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান। স্বামীহীনা কোনো নারীর সন্তানাদি থাকলে সেই পরিবারে উক্ত নারীই প্রধান; তার সন্তান কিংবা ডিপেন্ডেন্ট ভাই প্রাপ্তবয়স্ক হলেও।

মূল কথা হলো, একটা পিরামিডের নিচের ভিত্তির মতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কনসেন্টেড এন্ড কমিটেড সেক্সুয়াল রিলেশন হচ্ছে পরিবার ব্যবস্থার ভিত্তি। এর মধ্যবর্তী অংশটুকু গঠিত হয় মিউচুয়াল এন্ড ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ দিয়ে।

পরিবার ব্যবস্থাপনাসহ সব ধরনের কাজকর্ম কীভাবে করতে হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা সব কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করো।"

আমাদের সমাজের পুরুষরা যখন জামাই হয়ে ওঠে তখন তাদের ভাবখানা এমন হয়, যেন এই আয়াত তখন তাদের ওপর প্রযোজ্য থাকে না।

সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ

"আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

এই আয়াতের শেষাংশ পুরুষদের প্রিয়। অথচ, স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের 'শ্রেষ্ঠত্ব' বা মর্যাদাকে যদি লিটারেল সেন্সে নেয়া হয় তাহলে তা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। এখানে দারাজাত বলতে আসলে সাধারণভাবে পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে নেতৃত্বশীল হওয়াকেই বুঝায়।

যেমন, গাড়ির ড্রাইভারও নেতা। সেনাপতিও নেতা। আমাদের সমাজে পুরুষদের বৃহত্তর অংশ নারীদের ওপর পুরুষদের নেতৃত্বকে একচ্ছত্র সেনাপতিত্ব অর্থেই বুঝে থাকেন। আফসোস!

Actually, culture and mindset matter, especially in matters of gender biasness. জেন্ডার ইস্যুতে প্রাচ্যে এক ধরনের বায়াসনেস। পাশ্চাত্যে আরেক ধরনের বায়াসনেস। দিনশেষে দু'টাই বাড়াবাড়ি। দু'টাই খারাপ। দু'টাই একদেশদর্শী, প্রান্তিক, কৃত্রিম ও আরোপিত পজিশন।

সুরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُہُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু।"

কেন তারা মানুষ হিসেবে সমানে সমান, তার কিছু বুনিয়াদী কারণ উক্ত আয়াতে এই অংশটুকুর পরপরই উল্লেখিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে মূলত সমান হওয়া সত্বেও এই দুই জেন্ডার সংগত কারণেই পরিবার ও সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডার রোল প্লে করে।

কোন ভিন্নতা কোন অর্থে, তা ঠিকমতো বুঝে নিতে যত সমস্যা।

সে যাই হোক, আমি এতক্ষণ ধরে যেসব কথা বললাম, তা মোটেও অজানা বা অভিনব কিছু নয়। কোরআন, হাদীস ও সীরাতে এসব কথা আছে সবিস্তারে। কাজীর গরু সবগুলোই আছে ঠিকঠাক মতো। তবে তা শুধু হিসেবের খাতায়। গোয়ালটা যদিওবা শূন্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমি এই লেখাটাতে কিছু কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছি এবং ইসলাম ধর্মের প্রেক্ষিতে কথাগুলো বলেছি। এতদসত্ত্বেও জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থাপনার জন্যে এই কথাগুলো সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

মা-বাবা এবং শ্বশুরবাড়ির প্রতি বিবাহিত নারীর দায়িত্ব

১. "মেয়ে সন্তানের" জান্নাত তাহলে কার পায়ের নিচে?

২. এসব যুক্তি দিয়ে কি তাহলে শ্বশুরবাড়ির যৌথ পরিবার এভয়েড করার সুযোগ আছে?

৩. যাদের "ছেলে" সন্তান নেই, তারা বুড়ো বয়সে কী করবে?

একজন জনপ্রিয় সামাজিক-গণমাধ্যম লেখকের একটি লেখার সূত্রে একজন পাঠক উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলো আমাকে পাঠিয়েছেন ফেইসবুক মেসেঞ্জারে। উত্তর হিসেবে আমি এই ভিডিও বক্তব্য ইউটিউবে 'সামাজিক আন্দোলন' চ্যানেলে পাবলিশ করেছি।

আপনারাও শুনতে পারেন। খুব বেশি খারাপ লাগবে না আশা করি।

https://www.youtube.com/watch?v=Oc8k6ZXEYJ0

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Hasan Ibn Faruk Khan: তাহলে একটা প্রশ্ন এসে যায়। যৌথ পরিবারের কনসেপ্টটা যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে হয় তাহলে এটা কীভাবে ইসলামে বৈধ হয়?

এর পিছনে লজিকটা কীভাবে আসে? পর্দা প্রথা রক্ষা করাটা জটিল হয়ে যাবে। যদি পর্দা রক্ষা করে পারা যায় তাহলে ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: পর্দা রক্ষা করার বিষয়টাকে এক ধরনের ধর্মবাদী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ কেউ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এরকম বিষয়গুলো যখন একটার সাথে একটা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে তখন আমাদেরকে সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের প্রায়োরিটি এবং কম্প্যাটিবিলিটি নির্ধারণ করতে হয়। পারিবারিক জীবনে নারীদের পর্দা করার বিষয়টি সেরকম একটা বিষয়।

পর্দার নামে যারা পারিবারিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পক্ষপাতী তারা সাধারণত ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে প্রাইভেসি বলি, সেটার সাথে পর্দার বিষয়টাকে গুলিয়ে ফেলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে privacy of personal life is a must। সেজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, দুপুরের পরে এবং রাত্রিকালীন নামাজের পরে তোমরা মা-বাবার কক্ষে প্রবেশের জন্যে অবশ্যই অনুমতি প্রার্থনা করবে।

যা হোক, একেবারে অনাত্মীয় লোকদের সাথে পর্দার বিষয়টি আর আত্মীয়দের সাথে পর্দা, এ দুটো বিষয় ঠিক এক নয়। আপনি যদি এসব বিষয়ে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জানতে চান তাহলে আপনি এটি বুঝতে পারবেন।

বর্তমান আলোচনা অর্থাৎ আমার এই ভিডিও বক্তব্যটি কিন্তু পর্দার বিষয়ে নয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন তাই আমি কিছু কথা বললাম। এখানে এই নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। এসব বিষয়ে আমার আলাদা লেখা আছে। আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে সেগুলো পাবেন।

Tanziya Islam Tanha: মসজিদে নামাজের ব্যাপারটায় হাদীসে ক্লিয়ারলি পুরুষদের নিষেধ না করার নির্দেশ আছে। উমার (রা) খলীফা হয়েও উনার ওয়াইফকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতে পারেননি, কারণ পুরুষদের সেই রাইট নেই।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ব্যাপারটা ঠিক এরকম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নয়। যে মহিলা সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে না এসে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তে বলেছেন সেটার কারণ ছিল, তার স্বামী ছিলেন অত্যধিক ঈর্ষাকাতর। মেয়েদের ঘরে নামাজ পড়া উত্তম, এই কথাটা যারা জোর

করে বলেন তারা এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। সিএসসিএস-এর একটি লেখায় এটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনার উত্থাপিত এই প্রসঙ্গটি আমাদের আজকের আলোচনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। তারপরও আপনি জিজ্ঞেস করেছেন বলে কিছুটা বললাম। আপনার আগ্রহ থাকলে এ বিষয়ে পরবর্তীতে কথা হতে পারে।

১০ ডিসেম্বর ২০২০

কেমন পুরুষ চাই

আমি জানি আপনার লাগবে এমন একজন মানুষ, একজন পুরুষ মানুষ, যে কিনা হবে:

১. physically capable but respectful to his counterpart,
২. emotionally supportive and caring, and
৩. strong in personality.

যার কাছে আপনার মন ও শরীর আপসে নত হয়ে আসবে, অথচ সে সুযোগ নেবে না আপনার দুর্বলতার; যার কাছে নিজেকে আপনি তুচ্ছ মনে করতে পারবেন, অথচ সে আপনাকে সম্মান করবে বিশেষ একজন হিসেবে, আপনার প্রয়োজন এমন একজন মানুষের।

আমার দেখায়, ম্যারিটাল অথবা নন-ম্যারিটাল রিলেশনশিপে যে সব নারীরা অসুখী, তাদের পুরুষ সঙ্গীদের মধ্যে এই তিনটা বৈশিষ্ট্যের কমপক্ষে কোনো একটাতে রয়েছে সিরিয়াস রকমের ঘাটতি।

একজন স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী হিসেবে আপনার চাই এমন একজন পুরুষ, যার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ন্যূনতম মানে হলেও। এর কোনো একটিরও যদি ঘাটতি থাকে তাহলে কোনো পুরুষমানুষ একজন নারীর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ পুরুষমানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এবং এই ধরনের দুর্বল পুরুষের সাথে একজন নারী ততদিন পর্যন্ত সুখে থাকে, যতদিন না সেই নারী অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো পুরুষের সংস্পর্শে আসে।

মি. সেভেন্টি পার্সেন্টকে পেলে যে কোনো নারী, মিস্টার সিক্সটি পার্সেন্টকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক। একে বিট্রে হিসেবে দেখাটাই বরং ভুল বলে মনে করি। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্সের নিয়মের মতো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এটি সত্য।

এখন আসেন সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে।

বিয়ে না করে অর্থাৎ 'যাচাই' না করে একজন নারী কীভাবে বুঝবে, কোনো একজন পুরুষ উপযুক্ত কিনা? তৃতীয় এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যদ্বয় বিবাহের পূর্বে যাচাই করে নেয়া সম্ভব হলেও প্রথমটা যাচাই করার কোনো পদ্ধতি নাই।

বাস্তব জীবনে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন করার আগেই যদি আপনি 'যাচাইপর্ব' সম্পন্ন করে ফেলেন তাহলে, পুরুষটি আপনার কাছ থেকে খুব সম্ভবত কেটে পড়বে। অথবা আপনার প্রতি একপর্যায়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

তাই এটাকে ট্রায়াল-এন্ড-এররের ছকে ফেলে এগোতে হবে। বাকিটা, ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে, একটা পথ আছে। সেটা হলো, দেখতে হবে পুরুষটা যথেষ্ট রেস্পেক্টফুল কিনা। যে পুরুষ তার নারী সঙ্গীটির ব্যাপারে রেস্পেক্টফুল, আশা করা যায়, সে হবে আপনার একজন সক্ষম সঙ্গী। রেস্পেক্টফুল হওয়ার ব্যাপারটা প্র্যাকটিক্যাল। সংশ্লিষ্ট পুরুষটির মন-মানসিকতা এবং নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হতে আসে এই রেস্পেক্টফুলনেস।

উপরে উল্লেখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো পুরুষের সাথে আপনি যদি কমিটেড হতে পারেন তাহলে তাকে বিয়ে করে সংসার করেন, অথবা বিয়ে না করে ফ্রেন্ডশিপ সম্পর্কে থাকেন বা লিভ টুগেদার করেন, যা-ই করেন না কেন, কার্যত সেই পুরুষটাকে আপনি আপনার স্বামী বা স্পাউজ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

আমার একটা লেখার মধ্যে (https://mozammelhq.com/post/896) আমি দেখিয়েছি, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং লিভ টুগেদারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই।

কিছু কিছু ব্যক্তি বাংলা পড়েও ঠিকমতো অর্থ বুঝতে পারে না। তারা মনে করতে পারে, আমি এখানে লিভ টুগেদারের প্রতি একধরনের সমর্থন ব্যক্ত করছি। না, আমি লিভ টুগেদারের পক্ষে নই। আমি এটুকুই বলতে চাই, সামাজিকভাবে বিয়ে করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায় না।

আবার নারী-পুরুষের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ককে ঐতিহাসিকভাবে আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করে আসছি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত দু'জন নর-নারী যখন সামাজিকভাবে বিয়ে না করেও এ ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন যাপন করে, তখন তাদের মধ্যে 'এক ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক' আপনাতেই কায়েম হয়ে যায়।

হ্যাঁ, লিভটুগেদার যদি প্রকাশ্য না হয় তাহলে আপনি এ ধরনের সম্পর্ককে এক ধরনের গোপন বিয়ে বলতে পারেন, এবং সব ধরনের গোপন বিয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে বরং আপনার প্রতি আমার সমর্থনই থাকবে। ইস্যু সেটি নয়।

এই আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, নারীরা কেন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ হারায়, নারীরা কেন দাম্পত্য জীবনে অসুখী হয়ে থাকে, এবং কেমন ধরনের পুরুষ হলে সেই পুরুষ তার জীবনে প্রাক্তন হিসেবে তালিকাভুক্ত না হয়ে চিরবর্তমান হয়ে থাকতে পারে, সেই ব্যাপারে কিছু কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া।

আমার এই কথাগুলো থেকে পুরুষরা বুঝে নিতে পারবে, স্বামী হিসেবে কেমন ভূমিকা পালন করলে তারা দাম্পত্য জীবনে সফল ও সুখী হওয়ার আশা করতে পারে। 'আশা করতে পারে', কথাটা এভাবে বললাম এজন্যে যে, সুখ ও সফলতার ব্যাপারটি দ্বিপাক্ষিক। দাম্পত্য জীবনের সফলতার জন্য নারীদেরও রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমাদের সমাজে আমার চেনাজানা অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। কোনো নারীর পুরুষ-সঙ্গী হিসেবে একজন পুরুষের মধ্যে এই বিষয়গুলোতে ঘাটতি থাকা যে সিরিয়াসলি প্রবলেমেটিক একটা ব্যাপার, সেটি সংশ্লিষ্ট পুরুষেরা স্বীকারই করতে চান না।

ওই যে একটা কথা আমি সব সময় বলি, 'Identification of the problem, is half of the solution', সেই কথাটা মনে রাখতে হবে। দাম্পত্য সঙ্কটের মূল কারণগুলো নির্ণয় করার কাজে এই লেখাটা কাজে লাগবে, আশা করি।

ইদানিং এই কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'Live your own life to become the best of you'। সুখী হতে হলে দাবি করতে হবে নিজের অধিকার। একই সাথে আদায় করতে হবে আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য অন্যের অধিকার।

দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসা হলো একটা সুগার-কোটিং বা রেটরিক মাত্র। দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা কোনো মৌলিক দিক বা শর্ত নয়। পারস্পরিক অধিকার আদায় ও দায়িত্বপালন করার মাধ্যমে দম্পতিদের মধ্যে এক পর্যায়ে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি হলো মিউচুয়াল রাইটস এন্ড ডিউটিজ।

সম্পর্ক মাত্রই হলো দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক, এই মৌলিক কথাটা অস্বীকার করে সোশ্যাল রিলেশনগুলোর মধ্যে নানা মাত্রায় ফ্যান্টাসি তৈরি করার জন্য আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের নানা ধরনের বকওয়াজমূলক কথাবার্তা অনেকাংশে দায়ী।

একটা সম্পর্ক থেকে আপনি কী চান এবং এর বিনিময়ে আপনাকে কী দিতে হবে, সে ব্যাপারে আপনার এবং আপনার বিপরীত পক্ষের ক্লিয়ার এন্ড এগ্রিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা জরুরি। একজন নারী তার পুরুষ সঙ্গীর কাছ থেকে কী চান, আমি যতটুকু বুঝেছি, সেটা এখানে উল্লেখ করেছি।

আমার মেয়েরা, তোমরা সমাজ আরোপিত কৃত্রিম নৈতিকতার জড়তা ভেঙ্গে নিজেদের মনের কথাগুলো মুখ ফুটে বলো, দাবি করো নির্ভয়ে। আমার ছেলেরা, তোমরা পুরুষ হিসেবে নিজেদের সত্যিকারের যোগ্যতা কী, তা নিয়ে সচেতন হও, সচেষ্ট হও সেগুলো অর্জনে।

আজকের মত এইটুকু। ভালো থাকো। সুখী হও দেয়া-নেয়ার এই জান্তব জগতে।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Laila Arejuman: বিয়ে বা লিভটুগেদারে সঙ্গী ব্যাপারটা বুঝলাম, কিন্তু ফ্রেন্ডশিপে ঐ পুরুষ সঙ্গী হয় কেমন করে বুঝলাম না। ফ্রেন্ডশিপে মানসিক বোঝাপড়া থাকলেও শারীরিক বোঝাপড়া তো থাকেনা, সেক্ষেত্রে স্পাউস হয় কী করে?

এটা ছাড়া বাকি সব বিষয়গুলো খুব সুন্দর, সত্য, কঠিন সাহসী উচ্চারণ।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** ইয়াংদের সাথে আমার যে কথাবার্তা তাতে করে জানা যায়, এগুলো তাদের মধ্যে চলে। আমাদের জেনারেশন হয়তো ভাবতে পারে না বা বুঝতে পারে না।

সৌরভ আব্দুল্লাহ: সুখী বা সফল দাম্পত্য জীবনের জন্য একজন পুরুষ কেমন নারী আশা করে?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** Marriage helper Kimberly Holmes এর ভাষ্যমতে, একজন নারীকে দাম্পত্য জীবনে তার পুরুষ সঙ্গীর সাথে চারটা দিক থেকে কানেক্টেড হতে হবে। তার ভাষায়, এটি PIES ফর্মুলা। P for physically, I for intellectually, E for emotionally, S for spiritually.
>
> উনার এই লেকচারটা শুনতে পারো— 3 Tips After Your Spouse Files For Divorce (https://youtu.be/N2Y0G4XtapQ)

২৫ মার্চ ২০২১

পুরুষের বহুবিবাহ প্রসঙ্গ

পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বনাম ইসলামী শরিয়াহ

'সিএসসিএস সোশ্যাল মুভমেন্ট' গ্রুপে কয়েকদিন আগে polygamy শিরোনামে একটা ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। সেটি দেখবো বলে মন্তব্য করেছিলাম। ইতোমধ্যে সেটি দেখেছি। মূলত ভিডিও আলোচনাটির ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করে সেটি ভালো করে পড়েছি।

শুরুতে বলা হয়েছে,

> "Allah has spoken on this and we are not here to discuss whether it is good or bad."

এরপরে, কেন এই আলোচনা, সে প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়েছে,

> "what we are bringing to the table, when we discuss polygamy, is how it is done, the effects that it has on individuals, as a result of how it is executed."

এরপর আলোচকদের একজন তার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে পলিগ্যামিকে "toxic, judgy and negative" বলার সাথে সাথে একে এক ধরনের "spiritual abuse" হিসেবে বলেছেন। তার মতে, এর কারণ হলো এটি

> "not being executed properly." যার ফলে "it is destroying women, their very souls."

এই ভিডিও আলোচনায় পলিগ্যামিকে জিহাদের সমতুল্য হিসেবে একজন আলোচক মন্তব্য করেছেন। তার ভাষায়,

> "polygamy, even if it's done correctly, is jihad in itself."

অতপর, সঠিক পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে একজন আলোচক বলেছেন,

> "I think it is very important that the woman is given the choice.... if a man wants to engage in polygamy that's his right. ok. but come to your wife. come to your wife openly and say, this is what I would like to do."

এমনকি, একজন আলোচকের মতে, প্রথম স্ত্রীর পাশাপাশি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারে ইচ্ছুক হাজবেন্ডের দায়িত্ব হলো এ বিষয়ে বাচ্চাদের সাথে কথা বলে তাদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করা। তার ভাষায়,

> "are men even sitting down and talking to their kids, and talking about their choices? ... This is what I am saying about having real, concrete discussions around this; from the point of intention, not execution."

এনিওয়ে, স্ত্রী যদি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি না দেয়, সেক্ষেত্রে উক্ত আলোচকের দৃষ্টিতে, সংশ্লিষ্ট পুরুষটির "emotional maturity and intelligence to be able to manage" এর মধ্যে ঘাটতি আছে, বুঝতে হবে।

সাউন্ড রেকর্ড ভালো না হওয়ায় এ বিষয়ে এর আগের একটা আলোচনা রেকর্ড করা সত্ত্বেও প্রচার করা হয়নি। সেখানে একজন আলোচক বলেছেন,

> "most of the man going for polygamy are actually just boys",

এমন কথা জানালেন একজন আলোচক।

একজন আলোচকের মতে, যারা পলিগ্যামি করতে চান তারা "very very special type of man"। তারা "হাই লেভেল কমিউনিকেশন" মেন্টেইন করেন। তারা যে হাই লেভেল কমিউনিকেশন মেন্টেইন করে সেটার স্বরূপ কেমন হবে তা বলতে গিয়ে তিনি বললেন,

> "when the thought even comes into your mind, sit with your wife, sit with your family and have this discussions.... She should be known."

শুধুমাত্র আগের স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া যথেষ্ট নয়। উক্ত আলোচকের মতে, যাকে সংশ্লিষ্ট পুরুষ ব্যক্তিটি বিয়ে করতে যাচ্ছে তার সাথে তার আগের স্ত্রীর কথাবার্তা হতে হবে। কথাবার্তায় যদি বনিবনা হয় তাহলে সে তাকে সম্মতি জানাবে,

> “now that you are coming in, as number two.”

মোদ্দাকথা, উক্ত ভিডিও বক্তব্যের আলোচকদের মতে,

> “essentially polygamy needs, it requires clear, healthy, effective communication from the start… it needs to be executed in a moral Islamic manner.”

এত সত্ত্বেও কেউ যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলে তখন তার স্ত্রী হিসেবে একজন নারী কী করবে সে ব্যাপারে তারা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সেখানে দুই ধরনের পরামর্শ আছে।

এই হল পলিগ্যামি নিয়ে উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ।

প্রথমে ভেবেছিলাম শুধু সারসংক্ষেপটা দিয়েই শেষ করব। আমার আশঙ্কা, যদি সম্ভব হতো তাহলে নারীরা একচেটিয়া ভোট দিয়ে বহুবিবাহ প্রথাকে রদ করে দিত। তা করতে না পারলেও অন্ততপক্ষে এই আলোচনাতে অংশগ্রহণকারী নারীরা এ বিষয়ে যা বলেছে সেটার সাথেই তারা এক মত হতো।

বহুবিবাহের যে পদ্ধতির কথা এখানে বলা হলো, আমি অনুসরণযোগ্য কারো ক্ষেত্রে এমনটা দেখি নাই। এমন ধরনের কথা কোরআন, হাদীস ও সীরাতের কোথাও পাইনি। ইনাদের বক্তব্যের মর্ম অনুসারে, আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তী সর্বোত্তম লোকজন, তাঁরা এই ‘আলোচনা পদ্ধতি’ অনুসরণ না করে ভুল কাজটি করেছেন! যার ফলে স্বভাবতই সলফে সালেহীনদের মধ্যে যারা বহু বিবাহ করেছেন (ইনফ্যাক্ট কারা করেননি, সেটাই এখন হতে পারে গবেষণার বিষয়) তাদের স্ত্রীরা ছিল নির্যাতিত।

বহুবিবাহের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো দাসীদেরকে বিয়ের বিষয়টি। এসব বিষয়ে কারও মধ্যেই আজকাল স্বচ্ছ ধারণা দেখি না। ‘দাসীর সাথে মালিকের যৌন সম্পর্ক হলো এক ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক’ এটি আমার একটি বিস্তারিত লেখার শিরোনাম। এই লিংকে পাবেন- (https://mozammelhq.com/post/312)। তাই এই বিষয়ে এখানে আর কথা বাড়াচ্ছি না।

গোপন বিয়ের প্রসঙ্গটি সেখানে আসে যেখানে বিয়ে করা কঠিন বা অসম্ভবপ্রায়। তেমন পরিস্থিতিতে, হোক সেটা প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিয়ে, বিয়েটাই যেখানে সহজসাধ্য ব্যাপার সেখানে গোপন বিয়ের কোনো প্রয়োজন বা প্রসঙ্গ থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের মনে রাখতে হবে, গোপন বিয়ে কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে আইনসঙ্গত বিয়ে।

যেখানে আইন এবং নৈতিকতার সংঘাত দেখা দিবে সেখানে আইনের বিষয়টাকে সমাধান না করে নৈতিকতার প্রসঙ্গ নিয়ে আসা হচ্ছে একটা ভুল পদ্ধতি। অর্থাৎ আগে আইনগত বাধা দূর করতে হবে। এরপরে মনস্তাত্ত্বিক যে সামাজিক জটিলতা, সেটা দূর করতে হবে। তারপরে নৈতিক বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক তথা কার্যকর হয়ে উঠবে।

গোড়ার দিক থেকে, অর্থাৎ তাত্ত্বিক দিক থেকে নৈতিকতা আগে হলেও, কাউকে বা কোন কিছুকে যখন আপনি ডিল করবেন তখন অর্থাৎ বাস্তবে অনুসরণের দিক থেকে আইন অগ্রাধিকার পাবে। এটি সামগ্রিক কথা। সবক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

আমরা এই কথাগুলো বলছি এমন প্রেক্ষাপটে যেখানে বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিশ্বে পুরুষের বহু বিবাহ হচ্ছে বেআইনি। আমাদের দেশে এটি আইনসঙ্গত হলেও এতে এমন শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক গঠনগত ক্রুটি এবং সেখানকার লোকদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণে কোনো ন্যায়সঙ্গত আইনি ব্যবস্থা, বাস্তবায়নের দিক থেকে সমস্যা সমাধানের উপায় না হয়ে বরং অধিকতর সমস্যার উদ্ভব ঘটানোর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বহুবিবাহ তো বটেই, স্বয়ং বিবাহ ব্যবস্থার কারণেই কত নারী নির্যাতিত হচ্ছে দেশে দেশে ...! কিছু সমস্যাকে সমাধানের জন্য নারীরা বিয়ে করে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক নারী এই বিয়ে ব্যবস্থার কারণেই স্থায়ীভাবে সমস্যার গ্যাড়াকলে আটকে যায়। আশেপাশে যা অহরহ দেখছি। তাই মাথাব্যথায় মাথাটাই কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়ার মত নির্বুদ্ধিতা না করে, বরং মাথাব্যথা সারানোর ব্যবস্থা করাটাই যুক্তিসঙ্গত।

পরিশেষে প্যারাডাইম কনফ্লিক্টের পয়েন্টে একটুখানি বলি। মনে করেন দুইটা প্যারাডাইমের ইন্টারসেকশনে একটা কমন এলিমেন্ট আছে। উক্ত বিষয়ের সাথে ন্যাসেসারিলি কানেক্টেড এমন বিষয় যা একটা প্যারাডাইমের মধ্যে আছে কিন্তু অন্য প্যারাডাইমের মধ্যে নাই, সেই বিষয়ে ব্যক্তির অবস্থান বিবেচনা করে আমরা বুঝতে পারি, কোনো ব্যক্তি আসলে কোন প্যারাডাইম থেকে উক্ত কমন এলিমেন্টের ব্যাপারে কথা বলছে। অ্যাডাপ্টেবিলিটি মুডকে কেউ যখন স্থায়ী সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে তখন বুঝতে হবে আসলে সে অন্তত ঐ ইস্যুতে তার দাবিকৃত প্যারাডাইমের মধ্যে নাই।

এই বিষয়ে এখানে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। প্যারাডাইমগত ইন্টারসেকশন এবং কনফ্লিক্ট নিয়ে আমি একটা স্বতন্ত্র লেখা লিখব ইনশাআল্লাহ। প্যারাডাইমের কথাটা এখানে কেন এনেছি, এটাও নিশ্চয় এতক্ষণে আপনারা বুঝে ফেলেছেন।

ট্রান্সক্রিপ্টটা তৈরি করে দেয়ার জন্য সিএসসিএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মাসউদুল আলমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই অনুলিখনটা গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে দেয়া হয়েছে। চাইলে আপনারা নিজেরাই পুরোটা পড়ে যাচাই করে নিতে পারবেন।

টিকা: পলিগ্যামি সংশ্লিষ্ট এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে কিছু না কিছু বলতেই হবে; অথচ এই লেখার মধ্যে সেগুলো আসেনি। এর কারণ হলো, এটি এই বিষয়ের উপর কোনো পূর্ণাঙ্গ লেখা নয়; বরং এটি আলোচনার সারসংক্ষেপ এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া।

১৫ এপ্রিল ২০২১

বিয়ে করার 'দণ্ড' অথবা লিভ টুগেদারের 'সুবিধা'

মিলিন্ডা যদি বিল গেটসের সম্পত্তির অর্ধেক (35 বিলিয়ন ডলার) না নেন, অথবা বিল গেটসের উইলে প্রতিশ্রুত 10 মিলিয়ন ডলার রেখে বাদবাকি অর্থ দান করে দেন, তাহলে বোঝা যাবে তাদের ডিভোর্সের ব্যাপারটা অর্থসংশ্লিষ্ট নয়।

ইসলামে তালাকের বিধান নিয়ে আমি কিছুদিন আগে একটি বিস্তারিত লেখা লিখেছি (https://mozammelhq.com/post/3450)। আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে সেটা দেয়া আছে। ফেইসবুকে শেয়ার করা হয়ে উঠেনি।

লেখাটার জন্য যখন আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন ইউরোপ-আমেরিকার এই অদ্ভুত নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারি। সেখানকার ডিভোর্স ল অনুসারে এমনকি স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলেও স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা স্ত্রী পেয়ে যাবে। তাদের যদি একটি বাড়ি থাকে, সেই বাড়িটি আদালতের তত্ত্বাবধানে নিলামে তোলা হবে এবং বিক্রয়কৃত অর্থ তাদের দু'জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। তদুপরি আদালতের নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য স্বামীকে মাসে মাসে অতিরিক্ত টাকা পয়সা দিয়ে যেতে হবে।

এই কারণে সেখানকার পুরুষেরা এত ঝুঁকি নিয়ে বিয়ে করতে চায় না। বিয়ে না করেই যেহেতু সব 'ইয়ে' সারা যায় তাহলে বিয়ের আর দরকার কী?

আর ছেলেরা বিয়ে করে না বলে মেয়েরা 'স্বেচ্ছায়' ছেলেদের কাছে যথাসম্ভব এভেলেবেল থাকে। 'না করে' তো আর থাকা যায় না। আমাদের বাসার খরগোশগুলো নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম কমপক্ষে ৩ মাস। মেয়ে খরগোশগুলোকে যখন ছাড়তাম ছেলে খরগোশগুলোকে আটকে রাখতাম। আবার ছেলে খরগোশগুলোকে যখন ছাড়তাম তখন মেয়ে খরগোশগুলোকে আটকিয়ে রাখতাম। হাঙ্গার গেইমের মতো সেই এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল ছিল খুবই ইন্টারেস্টিং।

সে যাই হোক, তালাকের নিয়ম সংক্রান্ত ভিডিও দেখতে গিয়ে সেগুলোর কমেন্ট সেকশনে দেখেছি, সেখানকার পুরুষরা গণহারে তালাকের এই নিয়ম নিয়ে খুবই তিক্ত ও বাজে মন্তব্য করছে।

মিলিয়নার বিয়ে করলে তালাকের মাধ্যমে আপনি রাতারাতি মিলিয়নার। বিলিয়নারকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারলে, এরপর তাকে তালাক দিয়ে রাতারাতি আপনি বিলিয়নার। হিসাবটা খুব পরিষ্কার। তালাক দিয়ে কেউ যদি অর্থপ্রাপ্তির মামলা না করে তাহলে শুধু বোঝা যাবে, বিষয়টা অর্থ সংশ্লিষ্ট নয়, বরং নিতান্তই দাম্পত্য সঙ্কট।

'স্পাউজাল মানির সুবিধা স্বামী-স্ত্রীর যে কেউ পেতে পারেন' এ ধরনের তাত্ত্বিক কথা বলে সান্ত্বনা পাওয়ার কোনো উপায় দেখি না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বামীদের টাকায় স্ত্রীরা ভাগ পেয়ে থাকেন। আমাদের এখানকার মতো ওখানেও টাকা পয়সা সব থাকে পুরুষদের হাতে। তুলনামূলক হিসেবে। এবং নারীরা তাদের তুলনায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল কাউকে বিয়ে করে না। এটি গড়পড়তা সাধারণ পর্যবেক্ষণ।

এখানে ওখানে সবখানেই, সমানাধিকারের দাবী করলেও নারীরা স্পাউজ হিসেবে পছন্দ করে তাদের তুলনায় সম্ভাব্য সবদিক থেকে 'বেশিওয়ালা' পুরুষদেরকে! এটি নিতান্তই প্রাকৃতিক ফেনোমেনা। এ নিয়ে 'রাজনীতি করার' কিছু নাই। আর হ্যাঁ, ইয়েট-টু-বি-এস্টাবলিশড অবিবাহিত তরুণেরা, এবার বুঝে নাও, হাউজ হাজবেন্ড হওয়ার 'সৌভাগ্য' কেন তোমাদের হয়ে উঠে না।

ডিসক্লেইমার: এটি একটি শেয়ারকৃত লেখার ফরোয়ার্ডিং। কিন্তু লেখাটি লেখক সরিয়ে নেয়ায় এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে না। ("This content isn't available right now. When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.")

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

ফাইজা তাবাসসুম: আপনার প্রথম প্যারার সাথে একমত হতে পারলাম না। এটা একপ্রকার সরলীকরণ। উনারা দু'জন মিলে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যত কাজ করেছেন, তার সবকিছুর ক্রেডিট একমাত্র বিলের দখলে চলে যায় তাহলে। পাশ্চাত্যে ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবন টিকে গেছে যাদের, তাদের ডিভোর্সের কারণ নিয়ে আমরা যেটা ভাববো, সেটা 'জল্পনা-কল্পনা' হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মেলিন্ডা যদি ২৫ বিলিয়ন দান নাও করেন, তাহলেও এই ডিভোর্সটি 'অর্থসংশ্লিষ্ট' এটা বলার অবকাশ থাকে বলে আমার মনে হয় না।

> **জাহিদ হাসান হৃদয়:** ফাউন্ডেশন একটা দাতব্য সংস্থা। টাকা উপার্জনের সাথে এটার তেমন সম্পর্কই ছিলো না। বিল গেটস প্রধানত এত টাকার মালিক হয়েছেন মাইক্রোসফট থেকে, যেখানে মেলিন্ডার একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করা ছাড়া তেমন কোনো ভূমিকা ছিলো না।

Mozammel Hossain Toha: ব্যাপারটা আপনি যেভাবে বলেছেন, সম্ভবত পুরাপুরি সেরকম পুরুষবিরোধী না। যতটুকু জানলাম যদি এরকম হয় যে বিয়ের পরে নারীর উপার্জিত সম্পত্তির পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার সম্পত্তিও দুই ভাগে ভাগ হবে এবং স্বামী সেখান থেকে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। ব্যাপারটা ওরা যৌথ উপার্জন হিসেবে দেখে।

> **Riaz Hasan:** ৯৫% কেইসে মহিলারা বেনিফিসিয়ারি। কারণ পুরুষের ইনকামই জেনারেলি বেশি হয়। ব্যতিক্রম আছে, তবে কম।

Asm Fakhrul Islam: আপনার 'তালাকের যেসব নিয়ম আপনি জানেন না' শিরোনামের পুরো লেখাটা এক্সজেস্টিভলি পড়তে পারিনি, তবে দুইটা পয়েন্টে আমার প্রশ্ন ছিলো।

১) ছেলে-মেয়ে দুষ্টামি করে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী বললে, সেখানে বিয়ে সংঘটনের কোনো নিয়াত না থাকলেও, বিয়ের উদ্দেশ্যে সাক্ষী নির্ধারিত না হলেও, পুরো বিষয়টায় বিয়ের কোনো নিয়ত না থাকলেও বিয়ে হয়ে যাবে বলে আপনি মনে করছেন?

২) বাবা-মা অন্যায় আদেশ করলেও, বিশেষত যেখানে আরেকজনের উপর জুলুম ইনভলভড, সেখানেও বাবা-মার আদেশ মানতে হবে মনে করছেন?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** বিয়ের নিয়ত ছাড়া বিয়ের শর্ত পূরণ করলে নৈতিকভাবে বিয়ে হবে না, আইনগতভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বলবৎ হবে, এমনটাই মনে করি।
>
> আপনার দ্বিতীয় কথাটা প্রভোকিং। লোডেড কোয়েশ্চনও বলতে পারেন। আপনি প্রেমিজে বলছেন, অন্যায় আদেশ। তাই, কনক্লুশন তো এফারমেটিভ হবেই না, সেটা তো নিশ্চিত।
>
> নীতিকথা হলো, অন্যায় আদেশ হলে মানা যাবে না। বাস্তবে ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় বাবার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিন্তু মায়ের কথা বলা হয় নাই। বিষয়টা তাৎপর্যপূর্ণ। বউ-শ্বাশুড়ির দ্বন্দ্ব থেকে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি।
>
> তালাকের যেসব বৈশিষ্ট্য লোকেরা জানে না, যেসব বৈশিষ্ট্য ইসলামসম্মত অথচ উপেক্ষিত, সেসব বিষয়কে সামনে নিয়ে আসার জন্য এই লেখা। শিরোনামটাও তাই "তালাকের যেসব নিয়ম আপনি জানেন না" এভাবে দিয়েছি।

সময় নিয়ে লেখাটা যদি পুরোটা পড়েন তাহলে খুশী হবো। আশা করি, আপনার ভাল লাগবে। ধন্যবাদ।

Kaniz Fatema: খেলাধুলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য নিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে যত পশ্চিমাদের চিনি তাদের সবাই বিবাহিত, জীবনের এক পর্যায়ে তারা সবাই লিভ টুগেদার করেন বটে কিন্তু শেষটা হয় বিয়েতেই। তাই তারা বিয়ে করতে চাননা কথাটা ঠিক নয়, আর শেয়ারকৃত লেখাটি আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে যায়না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: একটা বাচ্চা, সে যত নারীকে দেখেছে তারা সবাই বিবাহিত। সে যত পুরুষকে দেখেছে তারা সবাই বিবাহিত। এ থেকে সে ধারণা করে নিয়েছে, নারীমাত্রই বিবাহিত। পুরুষ মাত্রই বিবাহিত। আপনার "খেলাধুলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য নিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে যত পশ্চিমাদের চিনি তাদের সবাই বিবাহিত," এই কথাটাও সে রকম বলে মনে হয়েছে।

'দেনমোহর প্রসংগে বিয়ে বনাম লিভ-টুগেদার' লেখাটাতে আমি দেখিয়েছি পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় লিভ-টুগেদার এক ধরনের বিয়ে। 'বিয়ে' বললেই কোনো সম্পর্ক বৈবাহিক হয়ে যায় না। আবার, 'বিয়ে নয়, লিভ টুগেদার' বা "অন্যকিছু' বললে বিয়ে হবেই না, এমনও নয়। মোটকথা হলো বিয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেই সেটা বিয়ে হিসেবে গণ্য হবে।

মুসলমানের বিয়ে এক রকমের। হিন্দুর বিয়ে এক রকমের। এভাবে একেক সম্প্রদায়ের বৈবাহিক ব্যবস্থা একেক রকমের। সেগুলোকে কী নামে ডাকা হয় তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার ভাষায়, পাশ্চাত্যে "জীবনের এক পর্যায়ে তারা সবাই লিভ টুগেদার করেন বটে কিন্তু শেষটা হয় বিয়েতেই", এই বিয়ে আর আমরা যারা মনে করি বিয়েই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থার নাম, তাদের দৃষ্টিতে বিয়ে, এই দুই বিয়ে কিন্তু এক নয়। লিভ টুগেদার শেষে সন্তানাদিসহ তারা যে বিয়ে করে তা লিভ টুগেদারেরই এক ধরনের ধারাবাহিকতা, এক্সটেনশান ও অলংকার মাত্র। এর মাধ্যমে তালাকের ক্ষেত্রে স্পাউজাল মানি ও ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ছাড়া তারা কার্যত নতুন কিছু অর্জন করে না।

দাম্পত্য সম্পর্ক, অধিকতর সুনির্দিষ্ট করে বললে দাম্পত্য যৌন সম্পর্কের শীতলতা নিয়ে আমি কাজ করছি। তাই তাদের নানা বিশেষজ্ঞের লেখা পড়ি ও কথা শুনি। তাদেরই মতে, অধিকাংশ বিবাহিত দম্পতি তাদের বাসর রাতটা গল্প করে কাটিয়ে দেয়। কারণটা পরিষ্কার।

এবার আপনি নিজেই বুঝেন, ‘‘তারা বিয়ে করতে চান না কথাটা ঠিক নয়’’ আপনার এই যে মন্তব্য সেটা ঠিক কিনা।

এরপরে আপনি বলেছেন, ‘‘আর শেয়ারকৃত লেখাটি আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে যায়না।’’ আপনার কথাটা কিছুটা সঠিক বলে মনে করি। আসলে আমি লেখাটা শেয়ার করার সময়ে মনে করেছি, ‘সিএসসিএস সোশ্যাল মুভমেন্ট’ নামে আমার এই গ্রুপে আমি লেখাটা শেয়ার করছি। শেয়ার করার খানিকক্ষণ পরে বুঝলাম, ভুলক্রমে আমি এটি টাইমলাইনে শেয়ার করে ফেলেছি। বুঝার পরে আমি সেটি আর সরাই নাই।

তবে, ওই যে বললাম, ‘আপনার কথাটা কিছুটা সঠিক বলে মনে করি’, ‘কিছুটা’ বললাম, এর মানে হলো ‘‘শেয়ারকৃত লেখাটি আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে যায়না’’ আপনার এই মন্তব্যের সাথে আমি অনেকখানি দ্বিমত পোষণ করি। কারণ, আমি সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেই। সোশ্যাল ডিকন্সট্রাকশানের এই কাজে পক্ষ-বিপক্ষ উভয় পক্ষ নারীদেরকে কাজে লাগায়। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। নারীদের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন যে সকল ইস্যুজ চলে আসে দাম্পত্য জীবন তার মধ্যে অন্যতম। তাই আমি দাম্পত্য জীবন নিয়ে কাজ করি। এই বিষয়ে আমার বেশ কিছু লেখা আছে। প্রায় সমপরিমাণ লেখা পাইপলাইনে আছে।

খেয়াল করলে দেখবেন, আমি যে সব কথা অকপটে বলে ফেলি কেউ এসব বিষয় এভাবে ব্যালেন্স করে এবং কনক্লুসিভলি বলতে পারে না। হয়তো আপনি ভুল করে মনে করেছেন, আমি বিল ও মেলিন্ডার ডিভোর্স নিয়ে কথা বলেছি। তাদের ডিভোর্সের বিষয়টি আমার এই পোস্টের উপলক্ষ্য। লক্ষ্য হলো বিয়ে ও ডিভোর্স। প্রেক্ষিত হলো ইসলামিক সিস্টেমের নিরিখে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা বনাম ইসলামি ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা।

আমি আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকার চেষ্টা করি। বুঝতেই পারছেন। আমি ট্রেন্ড ফলোয়ার নই। মুহুর্তে মুহুর্তে স্টেটাস দেই না। যা বলি বুঝে বলি। নিজের বুঝজ্ঞানটাই বলি। আশা করি ভুল বুঝবেন না।

মে ৫, ২০২১

গোপন বিয়ে

গোপন বিয়ে এক বিদঘুটে ব্যাপার। বিয়ে হলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রকাশ্য ঘোষণা। সেটাই যদি গোপন থাকে তাহলে সেটা বিয়ে হয় কীভাবে? অপরদিকে, বিয়ের শর্তগুলো যদি পূর্ণ করা হয় তাহলে সেটা 'বিয়ে নয়' এমনটি হয় কীভাবে!

সামাজিকভাবে বিয়ে করতে না পারা, পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিতে অবিবাহিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এই ধরনের গোপন বিয়ের ঘটনা ঘটে। আবার, দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাওয়া বিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে এবং এই ধরনের পুরুষদের বিয়ে করার ব্যাপারে নারীদের ক্ষেত্রে গোপন বিয়ের ঘটনা ঘটে।

এবার সমস্যার গোড়াতে আসেন।

প্রাপ্তবয়স্ক একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে সবকিছু করতে পারে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সমাজে পরিচিত হতে পারে না। এই যে নিতান্তই বিরূপ সামাজিক বাস্তবতা, এটি কি কোনোভাবে কাম্য হওয়া উচিত? অথচ, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপারটা এমনই হচ্ছে। তরুণদেরকে প্রতিনিয়ত উস্কানি দেয়া হচ্ছে, অথচ তাদেরকে সঠিক পথে চলতে দেয়া হচ্ছে না, এই যে ক্যারিয়ারিজমের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়ন, শেষ পর্যন্ত গোপন বিয়ে ছাড়া এর আর কি পরিণতি হতে পারে?

যৌনতার ক্ষেত্রে মানুষ, বিশেষ করে পুরুষ মানুষ বৈচিত্র্যপ্রিয় ও অ্যাডভেঞ্চারাস। প্রাণীজগতে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ও ধর্মে তাই পুরুষদের বহুবিবাহের অনুমোদন ও উদাহরণ দেখা যায়।

কোনো এলাকায় নারী পুরুষের অনুপাত যদি সমান সমান হয়ে থাকে তাহলেও সম বয়সের পুরুষের তুলনায়—

(১) আগে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া,
(২) প্রজননকাল দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া,
(৩) পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকা,

(৪) তুলনামূলকভাবে পরিচিত এলাকায় বসবাস করা অর্থাৎ দূর দেশে গমন না করা,

(৫) একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির একাধিক সন্তান ধারণ করতে না পারা,

(৬) সন্তানের প্রতি অধিকতর মায়া,

(৭) তুলনামূলকভাবে দীর্ঘজীবী হওয়া,

(৮) অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার ও সম্ভাবনা কম হওয়া এবং

(৯) নানা দিক থেকে ফিজিক্যালি দুর্বল হওয়ার কারণে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অধিকতর নির্ভরশীল হওয়া,

এ ধরনের বিবিধ কারণে যে কোনো সমাজে বিয়ের ময়দানে নারীদের উপস্থিতি পুরুষদের তুলনায় বেশি লক্ষণীয়। এটাই স্বাভাবিক।

কথার কথা, কোনো সমাজে ১৮-২০ বয়সের পুরুষের সংখ্যা ১০ এবং নারীর সংখ্যা ১০ হলে বিয়ের ময়দানে পুরুষের সংখ্যা হবে ১০ এর চেয়ে ৩/৪ কম এবং নারীর সংখ্যা হবে ১০ এর চেয়ে ৩/৪ বেশি। অলওয়েজ। বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নারী-পুরষের পারিবারিক ব্যবস্থা যেখানকার এক্সক্লুসিভ সামাজিক বৈশিষ্ট্য সেখানে (উপরে বর্ণিত ফ্যাক্টরগুলোর কারণে) প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা বিয়ের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক থাকার কথা। এ ধরনের সমাজে বিয়ের মাধ্যমে একজন নারী নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরেও নানাবিধ সাপোর্ট পেয়ে থাকে। ওভারঅল নারীদেরকে এ ধরনের সাপোর্ট দিতে গিয়ে পুরুষেরা বিয়ের ময়দানে পিছিয়ে পড়ে। একপক্ষ এগিয়ে থাকে আর এক পক্ষ পিছিয়ে থাকে। এর ফলে উপরে যা বলেছি, বিয়ের ময়দানে বিবাহ ইচ্ছুক নারীর সংখ্যা বৈবাহিক দায়িত্বপালনে সক্ষম পুরুষের তুলনায় বেশিসংখ্যক হয়ে থাকে।

এই সহজ হিসাবের সহজ পরিণতি হলো নানা ধরনের বিবাহবহির্ভূত 'সম্পর্ক-চর্চা' অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়া অথবা পুরুষের বহুবিবাহ।

যে সমাজে পুরুষের বহুবিবাহকে অত্যন্ত নিন্দনীয় হিসেবে গণ্য করা হয় সেখানে পুরুষেরা গোপনে বিয়ে করবে অথবা পরকীয়া করবে এবং স্ত্রী থাকা পুরুষদেরকে যেসব নারীরা স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তারা এ ধরনের গোপন বিয়েতে সম্মত হবে অথবা পরকীয়ার সম্পর্কে জড়াবে, এটাই স্বাভাবিক।

ওয়েস্টার্ন প্যারাডাইমকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়ে, ইন্ডিয়ান প্যারাডাইমের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কার্যত বসবাস করে, বিয়ে কিংবা যে কোনো বিষয়ে আমরা যদি ইসলামী শরীয়াহর শর্ত পূরণ করে চলতে চাই তাহলে তা শেষ পর্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, একটা না একটা গ্যাঞ্জাম লাগবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, সাহাবীদের সমাজে বহুবিবাহ ছিল কিন্তু গোপন বিয়ে ছিল না। আবার একাধিক বিয়ে নিয়ে যে সোশ্যাল স্টিগমা, সেটাও তো তখন ছিল না। সহজ বিয়ের পরিবেশে কেউ যখন ব্যভিচার করবে কিংবা গোপন বিয়ে করবে, তাকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তার আগে জরুরি হলো সহজ বিয়ের পরিবেশ তৈরি করা।

কোনো কিছু সমর্থন বা বিরোধিতা করার সময়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে, আসলে ঠিক কোন অবস্থান থেকে আমি এটিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করছি। নিজের বেসিক প্যারাডাইম সম্পর্কে সব সময় সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। বিদ্যমান সামাজিক বাস্তবতাকে বেসিক প্যারাডাইমের আলোকে গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে।

নিছক সামাজিক বাস্তবতার দোহাই দিয়ে কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়ার পরিণতি হবে ঝড়ের মোকাবেলায় দিক হারিয়ে চলতে থাকা জাহাজের মতো। ঝড়ের মোকাবেলা করতে হবে। একই সাথে দিক হারিয়ে ফেলাও চলবে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। একই সাথে পরিস্থিতির আলোকে স্বল্পমেয়াদী ও নগদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ডেমেইজিং টেনডেন্সি হতে বের হয়ে আসতে হবে।

সমাজ এক দিনে গড়ে ওঠে না, কিংবা একদিনে ভেঙ্গে যায় না। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ব্যাপার। আপনি যেভাবে কাজ করবেন আপনার সামাজিক বাস্তবতা ক্রমান্বয়ে সেভাবে গড়ে ওঠে। একজন সমাজকর্মী হিসেবে আমার এই কথাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করবেন। ভুল বুঝবেন না, অনুরোধ করি।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Nazia Nabi: নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে, বিয়ের সব শর্ত পূরণ করে যদি কোনো ছেলে-মেয়ে বিয়ে করে তাহলেই তো তা বৈধ সম্পর্ক। এখন তারা এটা গোপন করলো না প্রকাশ করলো সেটা তাদের ব্যাপার। এই দম্পতি যদি যেনা থেকে বাঁচার জন্য বিয়ের মাধ্যমে সম্পর্কে বৈধতা আনে এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিকূলতা থেকে বাঁচার জন্য সেই বিয়ে গোপন করে তাহলে সমস্যা কোথায়?

কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা যদি পরিবারের অসম্মতির কারণে বিয়ে না করে ব্যভিচার করে সেটা ভালো নাকি পরিবার, সমাজ অসম্মতি প্রকাশ করলেও, বিয়ের শর্তপূরণ সাপেক্ষে বিয়ে করে বৈধ মিলন ভালো? এ ক্ষেত্রে তারা বিয়েটা গোপন রাখলে সমস্যা কোথায়?

আমি মনে করি বিয়েটাকে কঠিন করে দেখিয়ে, গোপন বিয়ের ট্যাগ লাগিয়ে পরকীয়া, ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে।

"গোপন বিয়ে"। বিয়ে আবার গোপন হয় কীভাবে? মুসলিম রীতির কথা বলি— একজন কাযী, দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে যদি মুসলিম শরীয়া অনুযায়ী দেনমোহর ধার্য করে বিয়ে করে তাহলেই তো সেটা পূর্ণতা পেলো। একে অন্যের জন্য বৈধ হলো। ৩ জন (কাযী, ২ জন সাক্ষী) উপস্থিত থেকে দুই জনের বিয়ে হলো। ৫ জন তো জানলোই। গোপন হলো কীভাবে? এখন কি ঢাক ঢোল পিটায়ে জানান দিতে হবে যে আমরা বিয়ে করেছি, সব জৈবিক কার্যকলাপ করার জন্য সমর্থন স্বরূপ আপনাদের জানাচ্ছি?

বিয়ে, বিয়েই। এটা গোপন হোক বা প্রকাশ্য, যদি ধর্মীয় সকল শর্ত পূরণ হয়।

তাহিরা আলী: ভাইয়া, দুই, তিন অথবা চার বিবাহ জায়েজ। সুরা নিসার তিন নং আয়াতে এই নির্দেশ আছে। কিন্তু ওই আয়াতের আরো একটি অংশে আল্লাহ বলেছেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা। আগে আমরা দেখতাম একই ঘরে দুই তিন সতিন একই সাথে বসবাস করতো। কারণ তাদের চাহিদার ব্যাপারে তাদের স্বামী সচেতন থাকতেন। কিন্তু বর্তমান সমাজে দেখা যায় দ্বিতীয় বিয়ের পর স্বামী তার পরের স্ত্রীর দিকেই বেশি ঝুঁকে যায়। প্রথম স্ত্রীর চাহিদা, অধিকার ও স্থান সম্পর্কে একদম উদাসীন হয়ে পড়ে। এজন্য এখনকার যুগে মেয়েরা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে চায় না।

দ্বিতীয় বিবাহ বা বহুবিবাহের কনসেপ্টের পাশাপাশি আপনার লেখায় বহুবিবাহ সামলানোর জন্য ছেলেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিয়ে লিখলে ব্যাপারটা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে ইন শা আল্লাহ।

> **Mohammad Mostafijur Rahman ShahAlam:** তাহিরা আলী, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনি সূরা নিসার ৩ নং আয়াতের কথা বলেছেন, সেইসাথে পরবর্তীতে সুরা নিসারই ১২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন সেটাও ভেবে দেখবেন আশা রাখি। ইনসাফ করার ব্যাপারটি ক্লিয়ার হতে এই পোস্টটি পড়তে পারেন-
>
> https://www.facebook.com/masud.alimi.9/posts/2912153105708216

Muhammad Sajal: বাংলাদেশে গোপন বিয়ের প্রধান কারণ সামাজিক। বাংলাদেশের হিন্দু ফ্যামিলি প্যারাডাইমে অবস্থান করা প্রো-সেক্যুলার সমাজ মানুষকে এই ধরনের কাজে বাধ্য করে।

বিধবা বিয়ে, ডিভোর্সি বিয়ে এবং দরিদ্র-অসহায় নারীদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্ত নারীরাই মূলত কঠিনতম বাধার সৃষ্টি করে থাকেন। এনাদের অনেকে আবার তথাকথিত নারীমুক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। দুঃখজনক দ্বিচারীতা।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশী পুরুষদের বৃহত্তর অংশের যথেষ্ট মানসিক অপরিপক্কতা থাকে, ফলে তারা পারিবারিক জীবনে আদল-ইনসাফ কায়েমে ব্যর্থ হয়। হোক তা একজনের সাথে বা দুইজনের সাথে।

বিধবাদের বাংলাদেশে কেন বিয়ে হয় না? সহজ, সধবারা বিধবাদের জায়গা দেয় না। একজন ৪০ বছর বয়সী বিধবাকে বিয়ে করতে পারে একজন কাছাকাছি বয়সের পুরুষ। কিন্তু সধবারা সুযোগ দেয় না। বরঞ্চ তাকে সতীত্ব রক্ষার নসিহত দিয়ে বাকি জীবন পার করতে বলে।

এই হিন্দু প্যারাডাইম খুব সহজে দূর হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না।

Shamim Noor: ১। সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে, বিবাহ ও সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য যে লেভেলের পারস্পরিক সমঝোতা এবং সত্যিকার অর্থে সেক্রিফাইসিং মেন্টালিটি পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে থাকা দরকার, সেটা পরিবারগুলোর মধ্যে অনেকটাই ধ্বংসের মুখে। ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, ক্রিটিকাল এনালাইসিস করে, বহুবিবাহ কনসেপ্টটি শুধু একপাক্ষিকভাবে পুরুষদের ব্যাপার তা আমার কাছে আর মনে হয় না। বহুবিবাহ বিষয়টি, ব্যক্তি বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি থেকে সরে এসে, গবেষণা করলে হয়তো দেখা যাবে, বিয়ে না করেও শারীরিক চাহিদা পূরণের মনোবাসনা (বিকৃতভাবে friends with benefits) মেয়েদের বেলায় ও প্রযোজ্য হতে পারে। আপনার একটি

লেখায় পড়েছিলাম, কোনো মেয়ে, মি. সেভেন্টিকে পেলে মি. সিক্সটিকে নিয়ে থাকতে চাইবে কেন? বা থাকবেনা। বিষয়টি প্রেম বা সংসারের বেলায়ও যদি নারী পুরুষের মধ্যে ঘটতে থাকে, তাহলে কখনোই স্ট্যাবল থেকে সংসার করা হবে কিনা, তা নিয়ে আমি সন্দিহান স্যার! সমস্যার এটা একটা দিক।

২। আবার, অন্য একটা বিষয় হলো, যে বা যারা ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে বহুবিবাহকে অনুসারীদের কাছে বয়ান করেন, তারাই-বা কেন তাদের স্ত্রীদের কাছে দ্বিতীয় বিয়ের কথা কনভিন্সিং ওয়েতে বলতে বা বুঝাতে পারেনা? গত কয়েক মাসে যে ক'জন ধর্মীয় ব্যাখ্যা দানকারীদের ঘটনা মিডিয়াতে আসলো তাদের কেইসগুলো আসলেই ক্রিটিক্যালি দেখার যথেষ্ট সুযোগ আছে। যাদের কাছ থেকে অনুসারীরা শিখবেন, তারাই ইনফ্যাক্ট এসব বিষয় নিজেদের লাইফে ডিসেন্টভাবে পালন করতে পারছেন না! দ্বিতীয় বিয়ের এতোই প্রয়োজন হলে, নিজের ইচ্ছের কথাতো অন্তত নিজের বউকে বলতে পারে আগে (বিয়ে হোক, বা না হোক)। শেয়ার করলে তো আর সংসার ভেঙে যাবেনা?

৩। সর্বোপরি, দু'পক্ষের এমন বহু হিডেন দোষ, মানসিক বিকৃতিপনা এবং অমীমাংসিত বিষয়কে চাপা রেখে, বিবাহ নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে খুব সহজে সহজ করার কথা হিতে বিপরীত ফলাফলই বয়ে আনবে বলে মনে করি। নবী-রাসূলদের জামানার যে সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিলো, তা তো এখন আর নেই। বরং আমি মনে করি, বিয়ে, সংসার এসব ব্যাপারে খুব বেশি সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে না পারলে, এমন একটি জায়গা থেকে নিজ দায়িত্বে, নিজেকে নিজে বুঝ দিয়ে কেটে পরা উচিত। মাঝে মধ্যে তো মনে হয়, আধুনিক এই সময়ের মানুষগুলো বিবাহকে কথায় কথায় আরো সস্তা ও সহজই করে ফেলেছে। এই বিয়ে করে ফেলছে, আবার মন চাইলেই তা ভেঙে ফেলছে। তাই আমি মনে করি সহজ বিয়ে নয়, বরং বিবাহ পরবর্তী যে গুরু দায়িত্ব আছে সেটাই বরং আলোচনার বিষয় হওয়া উচিৎ।

Mohammad Ishrak: বিয়ে সংজ্ঞানুসারেই সামাজিক বিষয়। কাজেই সমাজের অজ্ঞাতে বিয়ে oxymoron জাতীয় ব্যাপার। ফেকাহর যে ফাঁক-ফোকর দিয়ে গোপন বিয়ে করা হয় সেটা বিয়ে জিনিসটা কত সহজ সেটার জন্যই মূলত আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় গোপন বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে কোনো তফাত করা যাবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান আছে কিনা।

Waky Mahmud: একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। গোপন আসলে কতটুকু ওপেন না হওয়া বুঝাবে? আমার পরিবার জানে, আমার গোত্রপতি জানেনা। কিংবা আধুনিক সময়ে আমি ফেসবুকে প্রচণ্ড সরব। কিন্তু সেখানে রিলেশনশিপ অপশন চেঞ্জ করিনাই বিয়ের

পরেও। এতে আমি আমার ফেসবুক কমিউনিটিতে এখনো সিঙ্গেল। এখন কতটুকু ওপেননেসকে আমরা গোপন হিসেবে ঠাহর করবোনা?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: গোপন কিংবা প্রকাশ্য বিয়ের সীমারেখা আমরা যাই নির্ধারণ করি না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইসলামী শরিয়াহ বিয়ের তথা প্রকাশ্য বিয়ের সাক্ষ্য হিসেবে ন্যূনতম দু'জন পুরুষের উপস্থিতিকে শর্ত করেছে।

Waky Mahmud: এই লুপেই পড়ে আজকে এটা ভাইরাল টপিক। সাম্প্রতিক সময়ের কোনো ধর্মীয় রাজনৈতিক লিডার বা ভাইরাল ধর্মীয় বক্তা তার বিয়েতে হয়তোবা (নট কনফার্মড) শরিয়তকে পূর্ণতা দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার খ্যাতির ব্যাপ্তির সমান বিষয়টিকে পাবলিক করেননি। ফলে একই জিনিস তার ব্যক্তিগত পার্সপেক্টিভে প্রকাশ্য, পাব্লিকের পার্সপেক্টিভে গোপন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ইসলামী শরিয়াহ যেটাকে ফরয-ওয়াজিব করে নাই সেটাকে কোনো কালচারাল কনটেক্সটে ফরয-ওয়াজিব বানিয়ে নেওয়া যাবে না। আবার মিনিমাম নেসেসারি রিকোয়ারমেন্ট দেয়া হয়েছে যে বিষয়ে কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে সাময়িকভাবে সেই রিকোয়ারমেন্ট এর অতিরিক্ত কিছু সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় করে নেওয়া, এটা হতে পারে।

যেমন, পুরুষেরা সতর ঢাকার অতিরিক্ত হিসাবে জামা কাপড় পরিধান করে। এই অতিরিক্ত জামা কাপড় পরাকে কেউ যদি ফরজ করে নেয় বা সে রকম দাবি করে তাহলেই সমস্যা।

মুবাহ, সুন্নত ও ওয়াজিব, এগুলোর সিরিয়ালিটিকে মেন্টেইন করতে হবে। কোনো সুন্নতকে কেউ যদি হারাম করে ফেলে তখন ওই সুন্নত পালন করাটা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আবার কোনো মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজকে কেউ যদি সুন্নত/ওয়াজিব বানিয়ে ফেলে তাহলে সেই মুবাহ কাজটিকে যথাসম্ভব বাধাগ্রস্থ করার মাধ্যমে সেটাকে সেটার উপযুক্ত সামাজিক অবস্থানের ফিরিয়ে আনতে হবে।

Abdul Muttakin: তিনি প্রথম স্ত্রীর কাছে দ্বিতীয় বিয়ে গোপন করেছিলেন। অথচ কোনো এক কারণে আমাদের অনেকের ধারণা দ্বিতীয় বিয়ে অবশ্যই প্রথম স্ত্রীর অনুমতিসাপেক্ষ হতে হবে। আমাদের এমন ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সরকার তার প্রতি নিবর্তনমূলক নীতি গ্রহণ করেছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টিকে গোপন করা একটা অ-ফৌজদারি অপরাধ। এটি একটা নিন্দনীয় কাজ। এই ধরনের নিন্দনীয় কাজ কেউ করলে তাকে তাযির করা (অর্থাৎ সংশোধনমূলক মৃদু শাস্তির ব্যবস্থা করা) যেতে পারে। এবং মানুষ এ ধরনের নিন্দনীয় কাজ যদি ব্যাপকভাবে করে তাহলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কী সমস্যা হয়েছে, যার কারণে মানুষের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু, প্রথম স্ত্রী কিংবা কারো কাছ থেকে গোপন করার কারণে দ্বিতীয় বিয়েটি বাতিল হবে না।

মোঃ কামাল: বিয়ে একটা সামাজিক বিষয়। সেখানে গোপনীয়তা থাকবে কেনো?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: অতএব, এ ধরনের সমস্যা যদি থাকে, সেটার জন্য যদি নিছক ব্যক্তি দায়ী হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আর এটার জন্য যদি সমাজব্যবস্থা দায়ী হয় তাহলে আগে সমাজ ব্যবস্থাকে ন্যূনতম মানে সংশোধন করতে হবে। সহজ বিয়ের পরিবেশ তৈরি না করে গোপন বিয়েকে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করে সেটাকে বাতিল করা এবং শাস্তির আওতায় আনার সুপারিশ সুস্থ সমাজ গঠনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে।

৩ জুলাই ২০২১

কেন চাই সহজ বিয়ে

ছবি তুলেছে বাচ্চাটার মা। চবি দর্শন বিভাগে ৪র্থ বর্ষ ২০২১'র ছাত্রী। বিয়ে করেছে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে। এটি ওর ৩য় সন্তান। আমি আর্লি মেরেজের পক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সিস্টেমটাই এমন যেন মেয়েরা পড়াশোনা করা অবস্থায় বিয়ে না করে। 'বিয়ে করা যাবে না' এমন কোনো আইন না থাকলেও পুরো ব্যবস্থাটাই মাতৃত্বের জন্য চরম বিরূপ ও প্রতিকূল। পড়াশোনার অজুহাতে এখানকার মেয়েরা পারিবারিক জীবন ও মাতৃত্ব হতে মাহরুম থাকতে বাধ্য হয়।

'পড়াশোনার অজুহাতে' কথাটা এভাবে বলার কারণ হলো, কী পড়া হচ্ছে, কেন পড়া হচ্ছে, ন্যূনতম মানে হলেও হক আদায় করে পড়া হচ্ছে কিনা, শিক্ষা সমাপনান্তে কী হবে, এসবের কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। 'চলছে গাড়ি যাত্রাবাড়ি' টাইপে চলছে পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা।

আমাদের কন্যাদেরকে আমরা একটা নির্দয় ও চরম অনুচিত বিকল্পের মুখোমুখি করি। তা হলো, 'শিক্ষা অথবা পারিবারিক জীবন' এ দু'টার মধ্য থেকে যে কোনো একটাকে বেছে নাও। নানাবিধ কারণে মেয়েরা শিক্ষা নামক এই লোকাল ট্রেনে উঠে বসে। বয়স ২৫/২৬ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর থেকে নামার সুযোগ নাই।

আফসোস আমার কন্যাদের জন্য...! (সঙ্গলাভ, পরিবার গঠন ও মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তি পূরণের জন্য) জীবনের সবচেয়ে উপযোগী সময়ে তারা থাকে অবিবাহিত। বিয়ের পর তারা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) চেষ্টা করে মাতৃত্বকে ঠেকানো বা বিলম্বিত করার জন্য। এরপর তিরিশের কাছাকাছি গিয়ে যখন তারা মা হওয়ার চেষ্টা করে তখন তাদের জন্য তা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টকর কাজ।

কোনোমতে একটা বাচ্চা হওয়ার পর দ্বিতীয়টা হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের খবর হয়ে যায়। এটি কোনো প্রকার রাখঢাক বা সংকোচের ব্যাপার নয়। এই ক্যাম্পাসের অনেক শিক্ষক সম্পর্কেই জানি, তারা একটা বাচ্চা হওয়ার পরে গ্যাপ দিয়েছেন। এরপরে যখন বাচ্চা নিতে চাচ্ছে তখন আর বাচ্চা হচ্ছেই না।

সোশালি ইনকারেক্ট এ'সব কথা বলার হিম্মত বা নৈতিক বল আমার সহকর্মীদের দেখছি না। আমার প্রশ্ন, কেন নয় শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন একসাথে? কেন আমাদের মেয়েদেরকে একটার বিনিময়ে আরেকটাকে সেক্রিফাইস করতে হবে?

বয়ফ্রেন্ড রাখা যাবে, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে প্রকাশ্যে ব্রেকআপের ঘোষণা দেয়া যাবে, জাস্টফ্রেন্ডদের সাথে জুটি বেধে এখানে-ওখানে বেড়াতে যাওয়া যাবে, কাউকে পছন্দ হলে বা পরিবেশ পেলে 'মেইক আউট' করা যাবে, নিদেনপক্ষে 'ভালো মেয়ে' হওয়ার কারণে সপ্তাহে নিয়ম করে মাস্টারবেইট করা যাবে, মাতৃস্নেহে বিড়াল পালা যাবে, কিন্তু কোনোক্রমেই বিয়ে করা যাবে না।

বিয়ে করতে হলে বহুকিছু লাগবে, কিন্তু বিয়ে বহির্ভূত সব ইয়ে করার জন্য কিছুই লাগবে না। সম্মতিই যথেষ্ট।

ছি! থুতু মারি এই সমাজের মুখে। পদাঘাত করি এই সামাজিক অপব্যবস্থার বুকে। ওয়েস্টের হাইস্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে প্রচলিত হুকআপ কালচার এখানেও

চলে আসতে আর বাকী নেই — না, কথাটা আমি এমনভাবে বলতে পারছি না। অলরেডি এখানে সেক্স রেভুলেশান সফট কোরে শুরু হয়ে গেছে। বৃহত্তর সমাজ যদি অনেকবেশি রক্ষণশীল না হতো, ফেয়ার ভর্তি পরীক্ষার কারণে অধিকাংশ স্টুডেন্ট যদি গ্রাম থেকে উঠে না আসতো, তাহলে কী হতো তা খুব দূরে নয়, দিল্লির জেএনইউ'র খবর নিলেই আপনারা বুঝে যেতেন।

এই দুর্নিবার যৌন বিপ্লব ঠেকাবার একমাত্র পথ 'সহজ বিয়ে'র ব্যাপক প্রচলন। পারিবারিকভাবে করা সরকারী বিয়ে হোক অথবা নিজেরা নিজেরা সেরে ফেলা বেসরকারী বিয়ে হোক, যারাই বিয়ে করে নেয় তাদেরকে আমি সর্বোতভাবে সহযোগিতা করি। বিয়েটাকে আমি নিচের দিক থেকে দেখি। যেনার উত্তম বিকল্প হিসেবে দেখি। তাই বিয়ে নিয়ে আমার এক্সপেক্টেশান মিনিমাম, ফ্যাসিনেশান ম্যাক্সিমাম।

আমরা একটা প্যারাডিগমেটিক কনফ্লিক্টের মধ্যে আছি। অলরেডি লুজার পজিশনে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নামক জাইগান্টিক রেপটাইলের কামড় অলরেডি আমরা খেয়ে ফেলেছি। ওর চোয়ালের নিচে আমাদের মুখ। আমাদের মাথাটা প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। এই সমূহ বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এই তরুণ প্রজন্মকে সহজ বিয়ের ভেন্টিলেশান দেয়া। প্রসঙ্গ আসলেই বলি, কতোবার কতো জায়গায় কতো জনকে বলেছি এই কথাটা, ventilation prevents explosion।

ভাবতে পারেন, হাজার-হাজার মানুষ, কিন্তু নাই কোনো সেনিটারি টয়লেট? যে যেখানে যেভাবে পারে কাজ সারছে ....! কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইয়থফুলনেস নিয়ে এটাই হচ্ছে। সাংস্কৃতিকভাবে চরম উস্কানীমূলক পরিবেশে এখানকার হাজার-হাজার নর-নারী আজ অসহায়। রাজনৈতিক স্বৈরাচারের চেয়েও বড় নিপীড়ক হলো বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অপব্যবস্থা। এখানে স্বাভাবিক পন্থায় সহজাত প্রবৃত্তি পূরণের কোনো ব্যবস্থা নাই। এর বিপরীতে আছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধ ও ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার সব ব্যবস্থা। অস্বাভাবিক যত পদ্ধতি হতে পারে তার সবকিছুর পথ এখানে দিবারাত্রি অবারিত। নানাভাবে। অস্বাভাবিকতাই এখানে স্বাভাবিকতা। স্বাভাবিকতা এখানে অবমাননাকর ও অগৌরবের বিষয়।

কথা একটাই, শিক্ষা সংস্কার ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার অসম্ভব। এক শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সহজেই সাধিত হতে পারে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন ও সংস্কার।

দোয়া রইলো ছোট্ট সোনামণি 'দোয়া'র জন্য। হ্যাঁ, বাচ্চাটার নাম 'দোয়া'। ক্লাসটা ছিল 'ফিলসফি অব এআই' এর ওপরে। আজকের বিষয় ছিল সায়েন্স ফিকশান মুভি 'টার্মিনেটর টু' এর রিভিউ।

আমার জানা মতে, আজকের এই ক্লাসেই আরো কয়েকজন ছাত্রী ছিল যারা বিবাহিত। 'দোয়া'র মা ক্লাসের পরে আমাকে বলেছে, ওদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে যারা বিয়ের পরেও পড়ছে। আমি আশাবাদী। নিশ্চয়ই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। শীঘ্রই এমন দিন আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর পরই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে। দাম্পত্য জীবনের সুরক্ষার মধ্যে থেকেই তারা পড়ালেখা কন্টিনিউ করবে।

ভাবতে পারেন, এতবড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডে কেয়ারের ব্যবস্থা নাই?

পুরাতন কলাভবন ৩৪১ নং রুম হতে ক্লাস নিয়ে বের হওয়ার পর বারান্দাতে দেখলাম একটা বাচ্চাকে। একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে শোয়ানো। পাশে একজন বয়স্ক মহিলা। বাচ্চাটার দাদী অথাব নানী। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাচ্চাটার মা পাশের একটা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী। সে ক্লাসে আছে। শুরুতেই বলেছি, বাচ্চা নিয়ে পড়াশোনা করা এখানে অত্যন্ত কঠিন। এখানকার সকল ব্যবস্থা পাশ্চাত্য ধাঁচের, কেবল ডে কেয়ারের ব্যবস্থা ছাড়া। প্রমথ চৌধুরী অনেক আগেই বলেছেন, "ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নহে।"

চাই, বিবাহিত ছাত্রীদের মাতৃত্বজনিত 'ছুটির' ব্যবস্থা। চাই, শাটল ট্রেনে বাচ্চা নিয়ে আসা ছাত্রীদের জন্য আলাদা বগি ও সিট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। তাদের জন্য চাই হলে আবাসনের নিশ্চয়তা। প্রতিটা ফ্যাকাল্টি বিল্ডিংয়ে চাই ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার। অত্যন্ত জরুরী হলো ক্যাম্পাসব্যাপী মানসম্পন্ন ডে কেয়ার সিস্টেম চালু করা।

বিয়ে ব্যবস্থারই বিরোধী, আমার এমন সহকর্মীরা আমার এ'সব প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করবে, এটি নিশ্চিত। মেয়েরা অনেক সময় ক্লাসে আলাদাভাবে বসে, এতেই তাদের প্রবল আপত্তি। ক্লাসে কেউ বাচ্চা নিয়ে আসবে, এটি তাদের কাছে অকল্পনীয়। বিবাহিত, বিশেষ করে মা হয়েছে এমন, ছাত্রীদের হেনস্থা করার কাজে তারা অত্যুৎসাহী। ভুক্তভোগীরা জানে স্যারদের চেয়ে ম্যাডামরা এ' নিপীড়নমূলক কাজে অগ্রণী।

এখানে একটা কথা ক্লিয়ার করা দরকার। চবি দর্শন বিভাগের সকল শিক্ষক অনেক বেশি স্টুডেন্ট-ফ্রেন্ডলি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্কও অত্যন্ত ভালো। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি মশহুর। উপরের প্যারায় আমি যা বলেছি তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই বলেছি।

এগেইন, দোয়ার জন্য এবং ওর মায়ের জন্য এবং এ ধরনের সব মা'দের জন্য আপনারা দোয়া করতে ভুলবেন না। ভালো থাকেন।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

Faridul Alam: প্রেম করা যাবে, বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে করা যাবে, বাচ্চা নেয়া যাবেনা। তাই প্রেমই কর, বিয়ের ধারে কাছেও যাবেনা। বিয়ের স্বাদ বিয়ে ছাড়াই যদি পাওয়া যায়, গরু না কিনে, লালন-পালনের ঝুঁকি না নিয়ে যদি দুধ খাওয়া যায়, গরু কিনার ঝুঁকি নেব কেন, স্যার? পরিবার নামক জিনিসটা পাশ্চাত্যে যাদুঘরে যাচ্ছে এখন। বাচ্চা-কাচ্চা পোলট্রি, ডেইরি ফার্মের মত করে লালিত হবে। অসুবিধা কী, স্যার?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** পরিবারবিচ্ছিন্ন মানুষ দীর্ঘমেয়াদে অসুখী হয়ে থাকে। আঠারো লক্ষ বছরের মানব ইতিহাস কয়েক দশকে অকার্যকর হয়ে যায় না। এই আর কি।

Dilara Khan Sadia: প্রতিটা মেয়ের বাবা-মা'ই চায় মেয়েকে স্টুডেন্ট অবস্থায় বিয়ে দিতে। কারণ যে প্রস্তাব একটা মেয়ের অনার্সে পড়াকালীন সময়ে আসে, পাশ করার পর তা আর আসে না। এজন্য প্রতিটি বাবা-মা'ই চান বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি একটা বিভীষিকাময় জায়গা, যেখানে একটা মেয়েকে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়না বললেই চলে।

আমি একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি। তখন আমার যতো বিয়ের প্রস্তাব আসতো, তারা সবাই বলতো, আমার বাবা যেন খরচ করে পড়াশোনা শেষ করেন।

একটা মেয়ে কখনও চায়না সে প্রেম করে ঘুরে বেড়াবে। সে চায় সে তার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করে তার হাত ধরে পড়তে আসবে কিন্তু সমাজ তাকে এসব থেকে বঞ্চিত করে।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** আপনার বক্তব্যের সাথে জোরালোভাবে একমত। স্বল্পমেয়াদী সম্পর্ক ছেলেরা যে কারণে করে মেয়েরা সেই কারণে করে না। ইদানীং মেইটিং মার্কেট নিয়ে ইউবিসি'র একটা কন্টেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি। সেখানে ব্যাপারটাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণের সাথেও তা মেলে।

Mohammad Al-Mamun: আমার কাছে আপনার লিখার বিপরীতটাও সত্যি মনে হয়। আমাদের সমাজ মেয়েদের পড়াশুনাবান্ধব না। সমস্যাটা একপাক্ষিক না, দ্বিপাক্ষিক। আর্লি বিয়ের পরে অনেক শ্বশুর-শাশুড়ীই পড়তে দেয় না। অনেক মা-বাবাও মেয়েদের সংসারকেই সবচেয়ে বড় ক্যারিয়ার মনে করতে বলেন। অনেকেই এতে পড়াশুনার ইতি ঘটান। অন্যদিকে, শিক্ষিত মা-বাবারা সন্তানকে শিক্ষিত করতে

চাইবেন যেটা স্বাভাবিক। মেয়েকে অর্ধমূর্খ রাখতে চাইবে না বলেই আর্লি বিয়ে দেন না। তাই বিয়েতে দেরীই হয়ে যায়।

আবার অনার্স পর্যন্ত ২০ বছরে শেষ করা গেলে অনেক সমস্যারই সুন্দর সমাধান হয়। পাশ্চাত্য রীতিতে প্লে, নার্সারি, কেজির নলেজ না দিয়ে ক্লাশ হিসেব করলে কিছু অহেতুক বার্ডেন ছেটে ফেলা যায়।

সন্তান নিয়ে পড়াশুনা অনেক কষ্টের। যে করে শুধু সেই জানে কত কষ্ট। এতো কষ্ট করে প্রোডাক্টিভিটি বের করা আরো কঠিন। কাজেই আর্লি ম্যারেজের জন্য গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত সময়টাকে সংক্ষিপ্ত করাটাই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি বিতর্ক এড়িয়ে চলি। তাই শুধু এটুকু বলতে চাইছি, আর্লি মেরেজের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একমত হয়েছেন এবং একটা সুন্দর সমাধানের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন, যা আমিও আমার লেখায় বলেছি (শিক্ষা সংস্কার), সে জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকেন। যদি দোয়ায় বিশ্বাস করেন তাহলে আমার জন্য দোয়া করবেন।

আর হ্যাঁ, আমি সবার কাছেই দোয়া চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে দোয়ায় বিশ্বাসী ভীষণ রকমের। আপনার কাছে দোয়া চাওয়াটা সেই অর্থে। আপনাকে খানিকটা বিদ্রুপ করা অর্থে নয় মোটেও।

যেখানে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে সেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষের দায়িত্ব হলো আগেভাগে প্রপার ক্লারিফেকেশন দেয়া।

Mohammad Al-Mamun: আপনার লিখার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই বলছি, ব্যাপারটা আসলে আর্লি ম্যারেজ নয়, ব্যাপারটা হলো উপযুক্ত বয়সে বিয়ে। কিছু সমস্যার সমাধান করা গেলে ৯০% মানুষই উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করতে পারবে। বিজ্ঞান বলে ৩০ এর পরে প্রেগনেন্সি মানেই বিশাল জটিলতা। অটিজম থেকে শুরু করে যত জন্মগত সমস্যা সব তখনই মূলত হয়। কাজেই বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারগুলো আগে হয়ে গেলে এই সমস্যার অনেক ভালো সমাধান হয়। ধন্যবাদ আপনাকে।

Jannatul Naima: শাটলে দোয়া'কে নিয়ে আপুর অনেক কষ্ট হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে ষোলশহর অব্দি মেয়েটি কান্না করেই গেছে। আপু-ভাইয়া কেউ কান্না থামাতে পারেনি! আশেপাশের সবাই সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল দোয়ার দিকে। বিবাহিত

আপুদের জন্য আলাদা বগি হওয়া উচিত। কিন্তু বগির এত অভাব যে স্টুডেন্টদের ভীড়ে প্রতিটা বগি ওভেনের মত হয়ে যায়।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** আমার লেখাতেই যেটা বলেছি, আমাদের পুরো সিস্টেমটাই হচ্ছে বান্ধবী-বান্ধব। মাতৃত্ব এখানে কার্যত অবাঞ্ছিত। যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট এন্ড কালচারাল স্ট্রাকচারটা ফ্রি মিক্সিং কালচার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

Mustafizur Rahman: স্যার, আমি চবিয়ান। দর্শন বিভাগের ছাত্র। আমি বিয়ে করি ২০১৩ সালের অক্টোবরে। অর্থাৎ আমি যখন অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র। আমি বিয়ে করার সময় আমাকে অনেকে অনেক কথাই বলেছিল। বলেছিল তোর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। আবার বলেছিল তোর দিয়ে কিছুই হবে না। কিন্তু আল্লাহর রহমতে একহাতে সংসার, অন্যদিকে পড়ালেখা করে জীবন অতিক্রম করেছি। যদিও সাময়িক সময় কষ্ট হয়েছে কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। তাছাড়া আমার ছেলে এখন ক্লাস প্লে তে পড়ে। আমি মনে করি বিয়ে করলে ক্যারিয়ার শেষ হয় না বরং দায়িত্বশীল হতে শেখায়। এবং জীবনের প্রকৃত রুপ পাওয়া যায়। যারা বিয়েটাকে বোঝা মনে করে তাদের জীবনটাই সারা জীবন বোঝা হয়েই থাকবে। এবং যারা দেরিতে বিয়ে করবে তাদের চলার পথ বন্ধুর হবে। আমার অনেক বন্ধু এখনো বিয়েই করিনি। তারা অযুহাত দেখায় আগে প্রতিষ্ঠিত হই তারপর বিয়ে। তাদের উদ্দেশ্যে একটি পরামর্শ বিয়েটা সময়মত না করলে সময়মত ছেলে-মেয়েও মানুষের মত মানুষ হবে না। তাই আমি মনে করি একজন ছেলের বয়স ২২-২৩ হলেই এবং মেয়েদের ১৮-২০ বছর হলেই পারিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়া উচিত। ধন্যবাদ সবাইকে।

Fariya Hoque Roity: আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যাবস্থায় বিয়ের পর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ির মানুষ পড়তে দিবে, বিনা সংকোচে, এই সিউরিটি দিতে পারলে ছাত্রাবস্থায়ই সব মেয়ে বিয়ে করত। বিয়ের পর সংসার আগে, পরে পড়া এই থিওরির জন্যই অনেকে আগে পড়া শেষ করতে চায়। যারা ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করে সেসব মেয়ে না পারে ফুল কন্সেন্ট্রেশন পড়ায় দিতে না পারে সংসারে দিতে। দুই দিকই ঝুলানো থাকে। খুব কম ফ্যামিলি আছে যারা সংসারের চিন্তা ছেড়ে শুধু পড়ার জন্য ঘরের বউকে এপ্রেশিয়েট করে। অথচ নিজেকে সংযত রাখার জন্য এর চেয়ে উত্তম উপায় নেই।

তার উপর জীবনসঙ্গী যে সাপোর্টিভ হবে এমন কথা নেই। আমার অনেক বান্ধবীর এসএসসির পর বিয়ে হয়েছে। ওদের রেজাল্ট ভাল ছিল। হাজবেন্ড এর ফ্যামিলি চায় না পড়ুক, এজন্য পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। একটা ফ্রেন্ড ফ্যামিলি নিয়ে স্ট্রাগল করে

পড়ছে। অন্যদিকে এক্সামের ভাইবা বোর্ডে আর্লি ম্যারেজ, বেবি নিয়ে কটাক্ষ হচ্ছে। সবার ভাগ্য ভাল না। একটা মেয়ে বাবা মায়ের কাছে যতটা কম্ফোর্ট ফিল করে পড়ার জন্য, শ্বশুর বাড়িতে সে পরিবেশ নাও থাকতে পারে। এসব কারণে পড়া অবস্থায় বিয়ে থেকে বিমুখ হচ্ছে। সহজ বিয়ের সুযোগ করে দিতে হবে।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** তুমি যা বললে সেটা আমাদের সমাজের তিক্ত বাস্তবতা। আই এগ্রি। এওয়েরনেস ডেভেলপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।
>
> **Fariya Hoque Roity:** সাথে সাথে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের সহায়তা কিন্তু অনেকাংশে বিবাহিত ছাত্রীদের চাপমুক্ত রাখে। বিশেষ করে একাডেমিক ক্ষেত্রে।
>
> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** আনফরচুনেটলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা খুব সংকীর্ণমনা এবং এগ্রেসিভ হয়ে থাকে। বিশেষ করে ফিমেল টিচাররা মেরিড ফিমেল স্টুডেন্টদের ব্যাপারে সাধারণত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। খুব অপ্রিয় হলেও এটি সত্য। অথচ হওয়ার কথা ছিল তার উল্টা।

Safayet Sakib: আপনার এই প্রস্তাব বা ভাবনা চিন্তা কাদের কাছে ভালো লাগবে বা কারা সাপোর্ট করবে সেটা বিষয় না। আপনি যা বলেছেন, তা বর্তমান সমাজের জন্য খুবই জরুরী। আপনার অবস্থান থেকে যদি এ বিষয়ে বারবার বলে যান, আমরা আশাবাদী একসময় তা বাস্তবে রুপ নেবে, আপনার হাজার হাজার সন্তান তুল্য শিক্ষার্থীরা এটা বাস্তবে করে দেখাবে ইনশাআল্লাহ।

Farhana Afrin Rumpa: অনেক চমৎকার একটা পয়েন্ট তুলে ধরেছেন স্যার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার পরপরই বিয়ে হয়। বিয়ের পর সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে ক্লাস করতে পারবোনা - সেই কারণ দেখিয়ে আমার নিজের মা-বাবাই আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে মহসিন কলেজে ভর্তি করিয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে সাক্ষাৎকারও দিয়ে এসেছিলাম। তখন আব্বু-আম্মুর উপর অনেক রাগ হলেও পরে বুঝেছি বাচ্চা নিয়ে পড়াশোনা অনেক টাফ। মহসিন কলেজে ম্যানেজম্যান্টে পড়াশোনা, গ্রামের শ্বশুর বাড়ি, ঢাকায় স্বামী, আর ছোট একটা বাচ্চা নিয়ে কী যে কষ্ট হয়েছে নিজে জানি। পরীক্ষা দেয়ার আগে সবাই হুলুস্থুল পড়ে, আর আমি মা বাচ্চার খাবারের জন্য ব্রেস্টমিল্ক স্টোর করতে ব্যস্ত। কেননা পরীক্ষা ৪ ঘন্টা, আসা যাওয়া ১.৩০ ঘন্টা এতক্ষণ বাচ্চা কী খেয়ে থাকবে? এভাবে করতে করতে এমবিএ করেছি। এটাই শুকরিয়া, অনেক মেয়েরা এই যুদ্ধটা শেষ করারও সুযোগ পায় না। যদি ক্লাসে এবং

জবে বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে তবে মেয়েরা বেস্ট থেকে বেস্ট জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পাবে। সাথে সংসারও করতে পারবে।

এখন ২ সন্তানের মা, এমবিএ সার্টিফিকেটধারী। নিজ ইচ্ছায় চাকরী করছি না, কারণ বাচ্চা দেখাশোনার জন্য কেউ নেই। আব্বু-আম্মুরও বয়স হয়েছে।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** You are a great lady, an ideal model or example for rest of the people. MashaAllah
>
> Life is stressful. There is no easy meal. And conceding without a fight and being a failure is more stressful and disgraceful to me.

AbūSamīhah Sirājul-Islām: আমেরিকাতে অনেক ক্যাথলিকরা তাদের ছেলেমেয়েদের হাইস্কুলে (১১স-১২শ শ্রেণিতে) পড়া অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেয়।

Abu Hamid Mohammad Ashiqullah: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো বলেছেন স্যার। جزاكم الله خيرا

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** তোমার বাবা একদিন আমাকে বললেল, মোজাম্মেল সাহেব, নাঈমের জন্য একটা বউ আনবো। মেয়ে দেখেন। আমি বললাম, ওতো এখনো পড়ছে। উনি বললেন, তাতে কী? আমার কি টাকাপয়সার অভাব আছে? ছেলের সাথে একটা মেয়েও পালবো। অসুবিধা কী?
>
> সত্যিই তোমরা খুব লাকি। অসাধারণ তোমাদের বাবা। আমি উনাকে সব সময়ে বলতাম, আপনাকে ডিপার্টমেন্টে বেশি মানাতো। আপনার উচিত ছিল ডিপার্টমেন্টে জয়েন করা।
>
> তোমার বাবার সাথে আমার অনেক অনেক স্মৃতি। উনার দোয়া নিতে একদিন যাবো তোমাদের বাসায়, ইনশাআল্লাহ।

Shamim Noor: হুকআপ কালচার সম্পর্কে যা জেনেছি তা রীতিমতো ভয়াবহ। আর এটির সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় মাইগ্রেট হওয়া পরিবারগুলোর মা-বাবারা। রিসেন্টলি আমি কানাডা আর ইউএসের কিছু কেইস শুনেছি। আমার ব্যাচমেট এক বন্ধু তার হাইস্কুল পড়ুয়া মেয়ে সন্তানকে নিয়ে রীতিমতো বাহিরে স্ট্রাগল করছে এসব কালচারের বিরুদ্ধে। তাদের মনে অন্য আতঙ্কও আছে, সন্তানকে বেশি চাপ দিলে আবার সেইফ হোম নিয়ে যাওয়ারও একটা বিষয় আছে। চোখের সামনে সন্তানের এমন ভিনদেশী কালচারে অভ্যস্ত হওয়া দেখে মা বাবারা রীতিমতো

ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন। যে সন্তানের জন্য তথাকথিত উন্নত জীবন নিশ্চিতকরণে মা বাবারা সব ছেড়ে বাহিরে চলে যাচ্ছে, দিন শেষে হয়তো তাদের অনেককেই এসবকিছু চোখ বুজে সহ্য করা লাগে। সো পেথেটিক। স্যার, আপনার লেখাটি কয়েকটি এঙ্গেল থেকে বেশ প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: মেয়েদের আভিজাত্য ও পাশ্চাত্যপ্রীতি খুব মশহুর ঘটনা। সে এক আশ্চর্য বিষয়। যাহোক, সেইটা অন্য সময়ে আলাপের ব্যাপার।

Shamim Noor: That would be a nice discussion in the arena of migration psychology, sir. Indeed, it's true.... In most cases, male members having less educational background, possesses good knowledge about the ultimate consequences (good, bad, challenges etc.) of migration. Whereas, female members are bit indifferent and not well informed about the pathologies of migration (not from judgement view point). Sometimes dependency nature pushes them into a more fragile and vulnerable situation in post-migration situation. Except legal migrant workers, women who have a sound background, they also make some gross mistakes in their decision of migration, and it seems like just a physical shift (যেকোনো উপায়ে দেশ ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গি) without any forms of cost-benefit analysis. To explore such psychology from gender perspectives, Oliva Espin's research is good enough, sir.

Fakhira Binte Ishak: মেয়েদের বিয়ে করতে না চাওয়া বা বিয়ে হতে বিমুখী হবার অন্যতম কারণ হলো বিয়ের পরে পড়াশোনা করার সময় পাওয়া যাবে না। সংসারে সকাল থেকে রাত অবধি সবার সেবাযত্ন করার পর নিজের পড়ার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? তার উপর শ্বশুরবাড়িতে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন খোঁটা, আবদার পূরণ তো আছেই। আর এদেশে বেশিরভাগ পরিবারই বাড়ির বউকে সাহায্য করার চেয়ে তার উপর চেপে দেয়াটা বেশি প্রাধান্য দেয়।

সেই অবস্থায় যখন একটা বাচ্চা আসে তখন তো আরো সমস্যা। আমার নিজের দেখা এমন অনেক মেয়েকে দেখেছি সংসার আর বাচ্চা দুটোই তাকে একা সামলাতে হচ্ছে। তাকে কেউ কোনো সাহায্য করছে না। তার স্বামীও না। এমতাবস্থায় সে পড়ার কথা তো মাথায়ই আনতে পারবে না।

ব্যতিক্রমী পরিবার কিছু আছে। ব্যতিক্রমও আমি দেখেছি। কিন্তু গতানুগতিক পরিবারগুলো বউকে সাহায্য করার বিপক্ষেই থাকে। আমি নিজেও কখনো নিজেকে শিউর করতে পারি না যে আমার ভাগ্যে সেই ব্যতিক্রম পরিবারটাই পড়বে। এজন্য বিয়ে অথবা পড়াশোনা এই দুইটা অপশনে পড়াশোনা টাকে বেছে নিয়ে আছি।

Tahmina Akter: আলহামদুলিল্লাহ, স্যার, অনেক ভাল লাগলো আপনার এতো সুন্দর ভাবনাগুলো শুনে। আপনার মতো মানসিকতার টিচার অনেক বেশি প্রয়োজন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, অনেক, অনেক। আমি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এর ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের একজন স্টুডেন্ট। বিবিএ ৩য় বর্ষে আমার বিয়ে হয়। এখন আমার ছেলের বয়স ৮ মাস। আমি যখন বিবিএ চতুর্থ বর্ষের ২ সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম দেই আলহামদুলিল্লাহ তখন আমার ছেলের জন্ম হয়।

আমি আল্লাহর রহমতে আমার স্বামী এবং শিক্ষকদের সহোযোগিতায় বিবিএ কমপ্লিট করি। এরপর "তুমি তো আর এমবিএ করবা না, তাই না!" এরকম কত শত প্রশ্নের সম্মুখীন যে হয়েছি আর চুপে চুপে কেঁদেছি সেটা শুধু আমি, আর আল্লাহ জানি। অতঃপর আল্লাহর রহমতে স্বামীর সহযোগিতায় ৪৬ দিনের বেবিকে নিয়ে অসুস্থ মাকে সাথে নিয়ে শুরু হয় আমার এমবিএ এর সংগ্রাম। আমার হাজব্যান্ড উনার জবের কারণে ময়মনসিংহে থাকে, যার কারণে সে চাইলেও আমাকে সাথে থেকে কোনো হেল্প করতে পারেনি। আলহামদুলিল্লাহ আমি এমবিএ কমপ্লিট করলাম ২৬ জুন ২০২২, রিসার্চ সাবমিট + ডিফেন্স কমপ্লিটের মাধ্যমে। বাট আমার এই সংগ্রাম কোনো দিনও ভুলার মতো না। তবে আলহামদুলিল্লাহ আমার স্যার, ম্যাম উনারা আমাকে অনেক বেশি সহযোগিতা করেছেন।

এমনও হয়েছে শেষের কিছুদিন বেবি নিয়ে রংপুরে একা থেকে রিসার্চ কমপ্লিট করে ভাইভা দিয়ে বাসায় এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। তবে, আমার যে কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে তা আসলে আমি কাউকে বলে বুঝাতে পারবোনা। সামাজিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাকে অনেক বেশি আঘাত করেছে। আমাদের দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের বেবি নিয়ে পড়ালেখার সহযোগী মনোভাব + পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি এই ১ বছরে অনেক বেশি ফিল করেছি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ডে- কেয়ার, ব্রেস্ট ফিডিং রুম, মায়েদের আলাদা কমনরুম অনেক, অনেক, অনেক বেশি প্রয়োজন, অনেক বেশি। এগুলা থাকলে আমার + আমার মতো মায়েদের কষ্ট অনেক কম হতো।

এখনো আশা রাখি যেন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলোর ব্যাবস্থা হয়, আর ফিউচার স্টুডেন্ট মায়েরা একটু শান্তিতে পড়ালেখা কমপ্লিট করতে পারে। আল্লাহ সব সহজ

করুন। সর্বশেষ বলবো, দ্রুত বিয়ে সত্যিই অনেক কল্যাণকর, প্রশান্তির আলহামদুলিল্লাহ।

Tanvir Mahtab Fahim: চবি দর্শন বিভাগের সকল শিক্ষক অনেক বেশি স্টুডেন্ট-ফ্রেন্ডলি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্কও অত্যন্ত ভালো। একদম সত্য স্যার।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** পারস্পরিক সুসম্পর্কের দিক থেকে আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমরা সেরা।
>
> **Tanvir Mahtab Fahim:** আমার ফ্রেন্ড বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ২য় দিনে, সে অর্নাসের ভাইবা দিতে আসে বেবিসহ "কার" নিয়ে। আমি ভাইবা বোর্ডে থাকা স্যারদের কাছে গিয়ে এই বিষয়ে বলেছিলাম। বলার সাথে সাথে তিনজন স্যার তিনতলা থেকে নিচে নেমে, তার ভাইবা নিয়েছিলো। এমনকি তাকে কষ্ট করে "কার" থেকেও নামতে হয়নি।
>
> আমরা মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে এইবার ডিপার্টমেন্ট থেকে বিদায় নিবো। কিন্তু আপনাদের এই জিনিসগুলো আমাদের সারাজীবন মনে থাকবে এবং গর্ব সহকারেও বলতে পারবো। এখনো এইসব বিষয় গুলো নিয়ে অন্য ডেপ্টের ফ্রেন্ডদের সাথে যখন কথা বলি - তখন তারা এইভাবে ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্পোট পাওয়ার কথা চিন্তা করতেও পারে না!
>
> আর মাস্টার্সে আপনার ক্লাস না থাকায় আপনাকে মিস করছি স্যার!

ইমন আলী: ধন্যবাদ স্যার! কিন্তু সমাজে বিয়ে বিষয়টা কঠিন হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বেকারত্ব! ছাত্রজীবনে তা আরো প্রকটভাবে প্রতীয়মান! যদি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি উপার্জন করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতো তবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি অনুযায়ী সামাজিক স্বীকৃত বিয়ের সংখ্যাটা বাড়তে পারতো বলে ধারণা করছি স্যার!

Md Nayeem Watto: কথা আগেরটাই — বিয়ে যত কঠিন হবে যেনা-ব্যভিচার-ধর্ষণ তত সহজ হবে।

Akhi Eyerin: আবার এই মেয়েরাই চাকরি আর সংসার একসাথে করার জন্য অনেক struggle করে, কিন্তু পড়াশোনা আর সংসার একসাথে করতে চায়না।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ছোট বোনটা আমার, ইউ আর এন এগজাম্পল অব ফেমেলি ভেলুজ, মা-শাআল্লাহ!

Sanzida Sahrin: কিছুদিন আগে এক ছাত্রীকে হলে বাচ্চা কেন নিয়ে আসছে সেজন্য প্রভোস্ট তাকে ডেকে পাঠাইছেন, জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন। মেয়েদের হলে নাকি বাচ্চা আনা নিষেধ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সংশ্লিষ্ট প্রভোস্ট কি পুরুষ শিক্ষক, নাকি নারী শিক্ষক?

Sanzida Sahrin: প্রীতিলতা হল। নারী প্রভোস্ট। নাম: পারভীন সুলতানা ম্যাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আমি এটাই আশঙ্কা করছিলাম। দিনশেষে কিন্তু নারীরাই নারীদের শত্রু। খুব দুঃখজনক। ক্লাসে, ভাইভাতে, হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জায়গাতে নারী শিক্ষকদের হাতে নারী শিক্ষার্থীরা বেশি নাজেহাল হয়, এটা দেখেছি দীর্ঘ তিন দশক শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায়। ভেরি স্যাড!

হলে ম্যরিড মেয়েদের রাখা যাবে না, এই নিয়ম কতটুকু যুক্তিসংগত, এই প্রশ্ন না তুললেও এটি তো জিজ্ঞাসা করা যায়, হল চালানোর অন্য সব নিয়ম কি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়? সন্ধ্যার সময়ে রোল কল করা? সন্ধ্যায় গেট বন্ধ করা? পলিটিকেল ছাত্রীদের পোদ্দারির মুখে প্রভোস্ট মহোদয় কতটুকু নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ? খুব জানতে ইচ্ছা করে ...!

Sanzida Sahrin: এগুলো নিয়ে কথা বলা নিষেধ। নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো তাকিয়ে থাকতে হবে। ন্যায্য দাবী/অধিকারের কথা বললেই কতকিছুর ট্যাগ লাগিয়ে দিবে!

ওইদিন শামসুন্নাহার হলে বান্ধবীর সাথে রাতের ১/১.৩০ টায় গল্প করছিলাম। হঠাৎ দেখি দারোয়ানের সাথে বাগবিতণ্ডা হচ্ছিল ৫/৬ জন মেয়ের। ওরা খালেদা জিয়া হল থেকে ফুটবল খেলা দেখার জন্য ঢুকতে চাচ্ছিল শামসুন্নাহারে! দারোয়ান বাধা দেয়ার চেষ্টা করায় ওনাকে একহাত নিল! দারোয়ান হাজিরা খাতায় সই করতে বললেও তারা তাতে রাজি হয়নি। এই হলো অবস্থা!

শেষের কবিতা: বিশেষ করে কলেজে কোনো ছাত্রী বাচ্চা নিয়ে গেলে ম্যাডামরাই খারাপ ব্যবহার করে। আমার ভালোই মনে আছে, আমার এক সহপাঠীকে বলা হয়ছিল, "বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বাচ্চা হয়েছে তাহলে এতো পড়াশুনা করার কী দরকার বুঝিনা।" সবার পরিবেশ-পরিস্থিতি তো সবসময় এক থাকে না। তাহলে কেন আমরা আমাদের বিবেক-বিবেচনাকে বির্সাজন দিয়ে মানুষের সাথে খারাপ ব্যাবহার করি?

Rafia Jannat: এসবের পাশাপাশি আমাদের দেশীয় কালচারে বিবাহিত নারীর পরিবারে 'নানা মেইনটেইন্যান্স' দেখানোর জন্যও যে চাপটা থাকে, সেটাও রেগুলার ক্লাস, পড়াশোনা করে সামাল দেয়াটা খুব কষ্ট হয়ে যায়।

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** 'নানা মেইনটেইন্যান্স' বলতে কী বুঝাচ্ছো, বুঝি নাই। একটু ব্যাখ্যা করে বলো।
>
> **Rafia Jannat:** শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন দিক সামলানো, আবার বউ হিসেবেও কিছু এক্সট্রা নিয়মনীতি।
>
> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি বউকে আপন করে নিতে না পারে, তাহলে তো সমস্যা। অনেকক্ষেত্রে তারা তা পারে না। অনেক সময়ে পারে। আমি দু'ধরনের দেখেছি। তবে বউকে ঝি বানিয়ে রাখার টেনডেনসি চট্টগ্রামে বেশি। এই কাজে শ্বশুরবাড়ির নারী সদস্যরা বেশি একটিভ। এই দৃষ্টিতে নারীর শত্রু নারী, কথাটা সত্যি বটে।
>
> **Rafia Jannat:** আপন করে নিলেও এতটা ফ্রি মাইন্ড হতে পারাটাও দুষ্কর। আবার বলতে পারছিনা যে শ্বশুরবাড়ির একজন ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে তার দায়িত্বও নেই কোনো। আর চট্টগ্রামে বউ এর নিয়মনীতি, দশকথা অন্যান্য এলাকার চেও বেশি।

Hasan Ibn Faruk Khan: স্যার, বাস্তবতায় আসলেই কি বিয়ে করে ভালো করে পড়াশোনা করা সম্ভব? আমি আমার এক মেয়ে ক্লাসমেটকে দেখেছি, প্রেগনেন্সির কারণে ইয়ার ড্রপ দিয়েছে। অথচ স্যার, সে ক্লাসে খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলো। এ ব্যাপারে একটু বলবেন স্যার?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** কর্মজীবী নারীদের যদি মাতৃত্বজনিত ছুটি থাকে তাহলে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত নারীদের কেন তেমন ধরনের কোনো সুযোগ বা সুবিধা থাকবে না?
>
> **Hasan Ibn Faruk Khan:** এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন নীতিমান প্রণয়ন হয় নাই। যারা ফেমিনিজম দাবি করেন, তারাও এ বিষয়ে নিশ্চুপ!

Moinul Islam Nishat: স্যার, আমিও আর্লি ম্যারিজের পক্ষে। দু'জনে যদি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হয় তাহলে বিবাহিতদের জন্যে কাপল হলের সার্পোট।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: বেচেলর টিচারদের জন্য বেচেলর ডর্ম থাকতে পারে (দক্ষিণ ক্যাম্পাসে আছে) তাহলে একটা রুম উইথ এটাচড বাথরুম, একটা ছোট্ট কিচেন ও একটা বারান্দা, এইভাবে এক একটা ইউনিট, এই ধরনের মেরিড স্টুডেন্টস ডর্ম থাকতে অসুবিধা তো নাই।

Moinul Islam Nishat: স্যার, আপনার ইতিবাচক চিন্তাগুলো যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে পৃথিবী হতো সুন্দর। মহান রাব্বুল আলামিন আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

Farjana Dolon: কত কষ্ট করেছি বাচ্চা নিয়ে। জরিমানা দিয়ে সেমিস্টার ফাইনাল দিতে হয়েছে ৬০% এটেন্ডেন্স ছিলো না। [লেখাটা] অনেক ভালো লাগলো।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: গার্মেন্টসে চাকুরী করাকে হেয় প্রতিপন্ন করছি না, কথার কথা হিসেবে বলছি, একজন নারী গার্মেন্টস শ্রমিক যদি মাতৃত্বের জন্য নগদ অর্থ ও ছুটির সুবিধা পেতে পারে একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী কেন মাতৃত্বজনিত কারণে কোনো সুবিধা পাবে না? আমার বুঝে আসে না।

সুস্মিতা ফাল্গুনী: সহমত স্যার। আমিও বর্তমানে দর্শন বিভাগে ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী, ৬ মাস বয়সী আমার কন্যা সন্তানকে নিয়ে ক্যাম্পাসে একাই থাকি, কখনো কখনো মেয়েকে বাধ্য হয়ে ক্লাসে নিয়ে যেতে হয়। আমাদের ডিপার্টমেন্ট তথা অন্য সব ডিপার্টমেন্টেও এমন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মায়েদের দেখা মেলে, কিন্তু আমাদের এমন চরম দুর্ভাগ্য যে, বাচ্চাকে খাওয়ানোর মতো কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি বা এমন কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেখা যায় বাচ্চাকে একটু খাওয়াতে গিয়ে আমাদের এমন সব অভাগা মায়েদের চরম ইতস্ততার সম্মুখীন হতে হয়।

Shah Tareq: আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কলোনিয়ালদের সফট ফোর্ট।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ট্রু ইন আ সেন্স...

Shah Tareq: ট্রু ইন দ্যা ইনার সেন্স হলে বেশি উপযুক্ততা পাবে বলে মনে করছি।

Jannatul Mawa Nancy: মনের সব কথাই তো স্যার বলে দিলেন। আপনার চিন্তাধারার জন্যই আপনাকে পছন্দ করি। আপনি যেসব ব্যবস্থার কথা বলেছেন, আশা করি আমি না পেলেও আমার পরে যারা আসবে তারা যেন এ সুবিধাগুলো পায়। আপনি একজন তো অন্তত আওয়াজ তুললেন। ভালো কিছু হবে আশা করি। আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন স্যার এবং ম্যাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দেখো, তোমার মেয়ের ছবি হিট ...! মাশাআল্লাহ ...!! মাহমুদকে আমার সালাম জানাইয়ো।

Sultana Salma: স্যার, একজন ছেলে/মেয়ে গড়পড়তা ১৬ বছরে এসএসসি, ১৮ বছরে ইন্টারিমিডিয়েট পাস করে ফেলে। কোনো রকম সেশন জট যদি না থাকতো তবে ২৩/২৪ বছর বয়সেই অনার্স কমপ্লিট হয়ে যেতো। একটা ছেলে ইজিলি কোনো জবে ঢুকে যেতে পারতো, সাথে বিয়ে করে দায়-দায়িত্ব নিতে পারতো। আর মেয়েদের বিয়েতো একটু আগেই হয়, ইজিলি ২১/২২ এ বিয়ে হলেও খুব একটা টেনশন থাকতো না।

স্যার, গাইনোকলজিস্ট এর চেম্বারে গেলেই বোঝা যায় পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হয়ে যাচ্ছে। PCOS, THYROID এত অল্প বয়সে মেয়েদের হয়ে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক গাইনি ম্যামরাই এখন দ্রুত বিয়ে করতে বলছেন মেয়েদের।

Sumaiya Binte Kamrul: বাবুসহ ক্যাম্পাসে আসছিলাম ২:৫০ এর শাটলে শহর থেক। ট্রেন ক্যাম্পাসে এসে থামার আগেই শিক্ষার্থীদের কী হুড়োহুড়ি! কার আগে কে উঠবে এমন। একটা ফ্রেন্ড বাবুকে নিয়ে এগিয়ে গেলো তাড়াতাড়ি নামবে বলে, ট্রেন থামার আগেই বাবুকে ধাক্কা দিয়েই একজন উঠে যায়। ধাক্কা দিছে কেন জিজ্ঞেস করায় ছেলেটি বললো, "এত বেশি সমস্যা হলে পার্সোনালি গাড়ি আছে ওইগুলোতে আসেন!" কে ধরে ধরে বলবে যে আমরাও ভার্সিটির শিক্ষার্থী!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সামগ্রিকভাবে এইটা অর্থাৎ বাচ্চার মাদেরকে অগ্রাধিকার না দেয়ার মানসিকতা, এইটা আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির একটা বিরাট ক্রটি। দেখা যাক, আমার ধারণায় আলাপ-আলোচনা, দাবী উত্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি সাপেক্ষে এই ধরনের মাতৃত্ব-বিদ্বেষের অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

Riahul Zannat: স্যার, খুব সুন্দর লিখেছেন। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার নিয়ে যদি লিখতেন একটু। চবির অহেতুক সেশনজটের কবলে শিক্ষার্থীরা না পড়লে, আপনার মতে উপযুক্ত বয়সেই, ২২-২৩ বছরেই সব শেষ করে সবাই বিয়ে করতে পারতো। এই বয়সটা মেডিকেল সায়েন্সে উপযুক্ত বয়স সন্তান জন্মদানের, সবচেয়ে সুস্থ মা, সুস্থ সন্তান এই বয়সে হয়। আর গ্র্যাজুয়েশন শেষে বিয়ে করলে জীবনে পড়ালেখার আর তেমন প্যারা থাকবেনা, এতে সন্তান গঠনে মা আরো বেশি সময় দিতে পারবে। বাচ্চাও সুন্দর মায়ের কাছেই থাকবে।

চবিতে কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট ছাড়া প্রায় সব ডিপার্টমেন্টেই অহেতুক কয়েকটি সোনালি বছর জীবন থেকে কেড়ে নেয়। বছরের পর বছর যায় এটার কোনো উন্নতি নাই।

আপনার সব ঠিক, শতভাগ একমত। কিন্তু সমাজের মানসিকতা তো আর সহজে পরিবর্তন করা যায় না। বিয়ের পরে একটা মেয়ে ঝরে পড়ে অহরহ। এরচেয়ে বিয়ের আগেই একটা ভার্সিটির পরিবেশ পাল্টে যদি আগে বের করার ব্যবস্থা করা হয়, ব্যাপারটাও মন্দ হয় না!

Sumaiya Tina: খুবই সুন্দর কথা বলেছেন স্যার। আমরা দিন দিন মুক্তমনা জাতিতে পরিণত হচ্ছি, কিন্তু বিয়ে, সংসার, সন্তান এসবের ক্ষেত্রেই আমাদের মন আর মুক্ত থাকে না। আর্লি বিয়ের কথা শুনলেই বাবা-মা, সমাজ যেন আঁতকে ওঠে। যেন এটাই বড় পাপ। বাবা-মা, ধর্মীয় শিক্ষা দেয়, ব্যভিচার করতে নিষেধ করে, কিন্তু কিছুতেই বিয়ের কথা শুনতে চায় না। আপনার মতো এতো সুন্দর করে যদি সকল অভিভাবকরাই বুঝতে পারতো!

Faijul Islam Fahim: স্যার, তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার আগে আমার পারিবারিকভাবেই বিয়ে হয়। এটা আমার চেয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্যারের ইগোতে বেশি লাগে। সে আমাকে এমনসব কথা বলেছে সবার সামনে যেটা আমাকে এমনটি ভাবতে বাধ্য করে— বিয়ে করে ভুল করলাম কিনা? এমনকি তিনি আমার ব্যাচমেটের কাছেও বলেছেন বিয়ে করে নাকি আমার ক্যারিয়ার শেষ।

উল্লেখ্য, বিয়ে করেছি আমার আম্মার পছন্দে। দিনশেষে পিতৃতুল্য শিক্ষকদের সব অপমান, কথা দিয়ে আক্রমণ, ছোট করা এসব মেনে নিই, ভাবী তিনি তো আমার শিক্ষক বলতেই পারেন এসব। কিন্ত, তবু, অথচ সবকিছুর পরও একটা কিন্ত থাকে, সবার সামনে তার কথা দিয়ে করা অপমানই আমাকে ভাবিয়ে তোলে। সবার জীবন সুন্দর হোক, শিক্ষক মহোদয়গণও মানবিক হোক। প্রতিটি শিক্ষকের সাথে আমাদের সম্পর্ক জ্ঞানার্জনের, ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ কোনো শিক্ষক মহোদয় অবশ্যই রাখেন না।

Foysal Ahmed: আসসালামু আলাইকুম স্যার। ইন্টারে পড়ালেখায় চরম ঢিলেমির কারণে এলাকায় তুখোড় ছাত্র হিসেবে পরিচিতি পাওয়া আমার পরীক্ষায় খারাপ করা; যার কারণে সবার উপহাসে হতাশা, উদ্দেশ্যহীন ঘুরাঘুরি এবং এর অনিবার্য ফল হিসেবে পড়ালেখার ট্র্যাক থেকেই ছিটকে পড়ি। তারপর ১৯৯৭ সালে, ইন্টার লাইফের চার বছর পর, মাত্র বাইশ বছর বয়সে বিয়ে করি।

আমার মরহুম শিক্ষক বাবা কী মনে করেছিলেন আল্লাহই জানেন, বলেছিলেন — আমার অনেক কৃতী ছাত্রের চেয়ে তুমি ব্যতিক্রম, আমার বিশ্বাস এবং দোয়া আছে যে তুমি আবারো পড়ালেখা শুরু করলে ভালোভাবে পারবে।

আল্লাহর রহমত, বাবা-মায়ের দোয়া, বউয়ের ভালোবাসায় হতাশাগ্রস্ত ভবঘুরে জীবন থেকে ফিরে আবার পড়ার টেবিলে বসি, একটা দায়িত্ববোধের তাগিদ থেকে অল্পস্বল্প আয়-ইনকামেও মনোযোগী হই। ইন্টার, ডিগ্রি, মাস্টার্স পাশ করি ভালোমতোই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারার আফসোসও মিটে যায় পোস্টগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি ও উত্তীর্ণ হবার মাধ্যমে।

কথিত অল্প বয়সে বিয়েটাই আমার জীবনের টার্ণিং পয়েন্ট, আল্লাহ বিয়ের বরকতে আমার প্রতি রহম করেছেন। আপনার লেখার সাথে একাত্মতা পোষণ করছি স্যার। বিরক্ত হলে ক্ষমা করবেন স্যার। আমার বকবকানির একটা কারণ আছে - আমি আপনার বিষয়ের নগণ্য ছাত্র।

বিয়ে মানুষের নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। উপযুক্ত বয়সে স্ত্রী/স্বামীবিহীন জীবন — নিঃসঙ্গ জীবন।

Sajeda Banu: খুব ভালো লাগলো আপনার লেখনী। আমাদের এখানে (USA) দেখেছি University গুলোতে Daycare এর ব্যবস্থা আছে। Daycare গুলোতে Students-রাই part time কাজ করে। varsity থেকেই তাদেরকে pay করা হয়। সেটাকে Work study বলে। এতে কর্ম সংস্থানটা হয়। school এ(pre K to 5thGrade) পর্যন্ত students-দের জন্য school ছুটির পর ৬টা পর্যন্ত school administration বাচ্চাদের রাখে। এতে যেসব বাবা মায়েরা কাজ করে তাদের জন্য সুবিধা। তবে school এর After school সুবিধাটা সব State-এ আছে কিনা আমি Sure না, তবে New York-এ আছে। অনেক official job-এও Daycare সুবিধা আছে এখানে। Summer-এ School ছুটির সময়টাতে মেয়েদের সাথেই নিয়ে যেতাম। আমার বস এতো ভালো ছিলেন পুরো summer-এ office-এর একটা room-এ উনার বাচ্চাদের সাথে আমার মেয়েরাও থাকতো। room-এ ওদের যাবতীয় খেলনা, টিভি, বেড সবকিছু। Boss আর Employee-র সন্তান এমন কোন ভেদাভেদ এ দেশে কোনোদিন অনুভব করিনি। এই দেশে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটাও অনেক সুন্দর!

Nishi Akter: স্যার, পোস্টটা ২ বার পড়লাম, সমাজের বাস্তব চিত্রটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। যেনাটাকে মানুষ কত সহজভাবে দেখছে, অথচ শিক্ষার্থী অবস্থায় বিয়ে করলে তা যেন কারো সহ্যই হয়না। সমাজ, পরিবার, আত্মীয় যে যেভাবে

পারে কথা শোনায়। এসব দেখার পর অনেকে নিজের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পরিবারকে জানাতে পারেনা বিয়ে দেওয়ার/করানোর কথা। অনেক গণ্যমান্য লোকদের সাথে এড আছি, কাউকে কোনোদিন এই বিষয়টা নিয়ে লিখতে দেখলাম না। মনের ভিতর ছিলো আপনার বলা কথাগুলো। স্যার, সবাই যদি আপনার মতো করে ভাবতো!

Khan Muhammad Rifat Billah: আমি যদি পাঁচ বছর বয়সে ক্লাস টু'তে ভর্তি হই, তাহলে এসএসসি দিতে গিয়ে ১৫/১৬, এইচএসসি দিতে ১৭/১৮ বছর বয়স। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় পাস (শুধু অনার্স) করতে আমার ২২/২৩ বছর লাগার কথা। বাস্তবতা এমনটা হইলে এই সমস্যা অনেকক্ষেত্রে পড়তেই হয় না। উল্টো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এমন বিভাগও দেখেছি যারা রেজাল্ট দিতে ১০ মাসও সময় নেয়! একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন এই অহেতুক দীর্ঘ না করলে এই আলাপ আজ বোধহয় তুলতে হতো না।

Hassan Al-Razi Chayan: আমি ও আমার স্ত্রী টুকটাক গবেষণা করি। বিয়ের পরে আমাদের গবেষণা পত্রের সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে। আমাদের মেয়েটা হবার পর ওকে পিঠে বেঁধে দুজনে ছুটে বেড়িয়েছি বনের ভিতরে। গবেষণা থেমে থাকেনি, মেয়েকে সাথে নিয়েই ব্যাঙের দুটো নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছি। বিয়ে অথবা বাচ্চা ক্যারিয়ারের পথে বাধা হতে পারে এইটা আসলে একটা ফাঁকিবাজি কথা।

Habiba Bristy: প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এরূপ মনোভাবের হওয়া উচিত। অনেক মেয়েরাই আর্লি ম্যারেজের জন্য শিক্ষকদের কাছে কথা শুনতে হয়। উনাদের এক কথা, "হয় বিয়ে কর না হয় পড়াশুনা। দুটা একসাথে করা যাবে না।" আমি বুঝি না এমন কথা শিক্ষিত সমাজের মুখে কী করে আসে..!

Tahura A Meem: ZR Rupa, আপনার লেখা আমি পড়ি। বেশ যুক্তি দিয়ে লিখেন, বা লেখাগুলো শেয়ার করেন।

আমার মনে হয় যার জীবনের যা মোটিভ, সে অনুযায়ী নির্ভর করে আগে বিয়ে করবে নাকি পরে। আপনার কি মনে হয় একটা জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য যেখানে বাচ্চা পয়দাই শুধু, এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

> **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক:** Tahura A Meem, বাচ্চা পয়দা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না কিছুতেই। তবে নারীদের সব ধরনের গঠন মাতৃত্বকে কেন্দ্র করেই। মানুষের নানা ধরনের পরিচয় আছে। প্রত্যেকের উচিত বিশেষ ধরনের সব পরিচয় তথা দায়িত্বকে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ণ করার চেষ্টা করা। মানুষের পরিচয় নিয়ে আমার কিছু পোষ্টার শেয়ার করছি।

১। মানুষ: বিভিন্ন ধরনের পরিচয়,
(https://mozammelhq.com/post/3833)
২। মানবিক পরিচয়ের স্তরবিন্যাস
(https://mozammelhq.com/post/3832)

ZR Rupa: Tahura A Meem, কে কখন বিয়ে করবে, বাচ্চা জন্ম দিবে বা বিয়ে করবে না, বাচ্চা জন্ম দিবে না সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার ।

Tahura A Meem: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, thank you. ami nijeo esb niye kono conclusion e aste parina. tai jara esb noye alap koren, tader kotha suni.

Tahura A Meem: ZR Rupa, এই যে একজনের জীবনে অন্যজনের এতো ইন্টারফেয়ার, এসবে অতিষ্ট হয়ে অনেকে দেশ ছাড়ছে।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: ZR Rupa, সামাজিক বিষয়গুলোকে দেখতে হয় হলিস্টিক এপ্রোচে বা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে। পার্টিকুলারলি কারো জন্য কোনো কিছু ওয়ার্কিং, সুইটেবল ও ট্রু হলে সমাজের বাদবাকী সবার জন্যই তা ঠিক তাই হবে, এমন নয়। সেজন্য "কে কখন বিয়ে করবে, বাচ্চা জন্ম দিবে বা বিয়ে করবে না, বাচ্চা জন্ম দিবে না সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।" - এই কথাটা স্পেসিফিকেলি কারো জন্য বা অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য সত্যি হতে পারে। এই অল্পকিছু ব্যতিক্রমকে একোমোডেইট করা বাদবাকী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব।

ইমানুয়েল কান্টের মতে, যা অনুরূপ সবার জন্য তুমি অনুমোদন করতে পারবে না তা তুমি নিজের জন্য সঠিক হিসেবে নিতে পারো না।

তো, সব মেয়েরা যদি "কে কখন বিয়ে করবে, বাচ্চা জন্ম দিবে বা বিয়ে করবে না, বাচ্চা জন্ম দিবে না সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার" - এই নীতি ফলো করে তাহলে মানব সমাজ বিলুপ্ত হবে। যদি অধিকাংশ এটাকে অনুসরণ করে তাহলেও উক্ত সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের কাছে পরাভূত হবে। আই থিংক ইউ হেভ গট দ্যা পয়েন্ট। থ্যাঙ্কস।

ZR Rupa: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মানব সমাজ বিলুপ্ত হবার প্রশ্নই আসে না। কারণ কারো ইচ্ছা আছে বিয়ে করার, বাচ্চা জন্ম দেয়ার, আবার ঠিক সেরকম কারো ইচ্ছে আছে বিয়ে না করার, বাচ্চা জন্ম না দেয়ার। যারা বিয়ে

করছে, করবে, বাচ্চা জন্ম দিচ্ছে, দিবে, তাদের জন্যই তো মানব সমাজ বিলুপ্ত হবে না। বাচ্চা জন্ম দেবার অধিকারটা শুধুমাত্র যার শরীর তার নিজের।

Firoz Alam: একটা আর্নিং সোর্স থাকাটা জরুরী ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: আয় থাকাটা জরুরী না, আয়ের উপায় অনুসন্ধান করাটা জরুরী। আল্লাহর ওয়াদা, এ ধরনের ক্ষেত্রে তিনি বরকত দান করবেন।

Asiful Islam: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, স্যার, আফসোসের বিষয় - মহান আল্লাহ কর্তৃক এই ওয়াদায় মানুষের বিশ্বাস ও আমল একেবারেই ঠুনকো, নেই বললেও বোধহয় ভুল হবেনা।

Muhammad Ariful Haider: স্যার, আপনার প্রতি অনেক দু'আ রইল। যুবতীদের ২০ এর মধ্যে বিয়ে নিয়ে ভাবা উচিত, ছেলেদের ২৩ এর মধ্যে। উভয়টাই ক্যারিয়ারের জন্য কল্যাণকর।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: দা আর্লি দা বেটার।

Muhammad Akram Hossen: স্যার, আমি উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করার পর্যায়ে পারিবারিকভাবেই বিয়ে করি! কিন্তু সামাজিকভাবে অনেকের নিকট হেয় হতে হয়েছে।

এখন আমরা দুজনেই পড়াশোনা করি, আমি এলএলবি করছি, সে বাহিরের (কানাডা) যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা একসাথেই চলে যাবো।

কিন্তু সমাজ আসলে মন্দ ও নোংরামিকে ভালোভাবেই মেনে নিতে পারে, কিন্তু ভালো জিনিসটাকে সহজে মানে না। আপনার মতোই আমার কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের সাহস দিয়েছিলেন, বিয়ে করায় ওনি খুব খুশিও হয়েছিলেন! আপনাদের মতো শিক্ষক খুব দরকার স্যার!

বিয়ে মানেই ক্যারিয়ার শেষ এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: তোমাদের জন্য দোয়া করি, নিশ্চয়ই তোমরা সুখী ও সফল হবে।

Hasibur Rahman: কয়েকদিন আগে না মাভাবিপ্রবি'র মাথামোটা প্রশাসন বিবাহিত মেয়েদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল!

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: সো প্যাথেটিক। বিবাহিত ছাত্রীদের ওপর যারা ক্র্যাকডাউন করে তারা সাইকোপ্যাথ। মানসিকভাবে অসুস্থ। নির্বোধ। শিক্ষক

নামের কলঙ্ক। হলে সন্ধ্যার পর রোল কল করার নিয়ম। সেজন্য সহকারী প্রভোস্টদেরকে বলা হয় হাউজ টিউটর। কই, তারা কি সেটা করে? পারে পলিটিকেল ছাত্রীদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে? সূর্যাস্ত নিয়ম কি প্রতিপালিত হয়? আজব!

Mehedi Hasan Niloy: Naeem Hasan, আর্লি ম্যারিজের পক্ষে দুই-চার লাইন বললে মানুষ অসামাজিক, খ্যাত, সেকালের মানুষদের মতো মন-মানসিকতা ইত্যাদি ট্যাগ লাগিয়ে দেয়!

Naeem Hasan: Mehedi Hasan Niloy, স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে যাইতে হবে। স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে যাওয়াটাই বিপ্লব, জেহাদ।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: Naeem Hasan, যদি স্টাবলিশমেন্টটা খারাপ ও ক্ষতিকর হয়। স্ট্যাবলিশমেন্ট ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। এই জন্য একটাকে আমরা বলি সংস্কৃতি ও অপরটাকে বলি অপসংস্কৃতি।

Ruhul Amin: স্যার, ছেলেদের বিবাহের পারফেক্ট বয়স কোনটি হতে পারে?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: এট দেয়ার লেইট টিন এইজ, আইডিয়েলি।

Tomal Khandakar: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, Sorry for interruption, but লেইট টিন এজ কি স্যার একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় না?

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক: 'প্রাপ্তবয়স্ক' বা বালেগ হওয়ার মানে কী, তা যদি কেউ বোঝে, তাহলে সে নিজেই বুঝে যাবে কখন কী করার সময়। যার 'ঘুম' ভেঙ্গে গেছে সে উঠে পড়বে এবং প্রাতঃরাশ গ্রহণ করে কর্মতৎপর হবে। যার এখনো 'ঘুম' ভাঙ্গে নাই সে যখন 'জাগ্রত' হবে তখন থেকে তার দিবস শুরু হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো।

কোনো সমাজ যদি এই স্বাভাবিকতার জন্য উপযুক্ত না হয় তাহলে সমাজ সংস্কারকদের কাজ হবে উক্ত সমাজকে সংস্কার করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

২৯ জুন ২০২২

ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না

বিয়ের ব্যাপারে দেখতে হয়, এই সম্পর্কের মাধ্যমে আমি কী কী সুবিধা পেতে যাচ্ছি। ডিভোর্সের ব্যাপারে দেখতে হয় উল্টা দিক থেকে।

ডিভোর্সের দিকে যাওয়ার আগে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে সেপারেশানের মাধ্যমে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদে আমার কী কী অসুবিধা হতে পারে, তা নিয়ে। সেই অসুবিধাগুলোকে আমি কীভাবে কাটিয়ে উঠবো সে ব্যাপারে আমার বাস্তবসম্মত চিন্তা ও পরিকল্পনা থাকা জরুরী।

ডিভোর্স দিলে আমি এই এই নগদ লাভ করবো, তাই আপাতত বের হয়ে পড়ি। পরে কী হবে তা পরে ভাবা যাবে, অথবা একটা কিছু তো হবেই — এই ধরনের চিন্তা থেকে যারা ডিভোর্সের দিকে যায়, অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তারা শেষ পর্যন্ত রিগ্রেট করে।

দেখা যায়, বিয়ের সময়ে লোকেরা, বিশেষ করে মেয়েরা এবং তাদের পক্ষের লোকজন, আগেভাগেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে ওভারকনসার্নড হয়ে পড়ে। তারা ধরেই নেয়, এই বিয়ে নাও টিকতে পারে। তখন কী হবে, এই ধরনের ভুল চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নিতে থাকে।

এখনকার সময়ে, বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে, কমবেশি পারস্পরিক অবিশ্বাস নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুরু হয় বিয়ে নামক একটা আস্থা ও ভালবাসার সম্পর্ক। বিয়ের শুরুতে অনাস্থার যে বীজ রোপণ করা হয় দাম্পত্য কলহজনিত অনুকূল পরিস্থিতিতে অনেক সময়ে তা বিষবৃক্ষ হয়ে উঠে।

মেয়েদের দিক থেকে বিয়ের সম্পর্ককে পোক্ত করার ব্যাপারে একটা প্যারাডক্স কাজ করে। হিসেব নিকেশ করে বিয়ের সম্পর্ক না করলে সেই সম্পর্ক (নিরাপদ অর্থে) মজবুত হয় না। আবার স্বামীর ওপর স্ত্রীর কার্যকর নির্ভরতা বা ডিপেন্ডেন্সি না থাকলে কোনো পারিবারিক সম্পর্ক সুন্দরভাবে টিকে থাকতে পারে না। ট্রাডিশনাল জেন্ডার রোল যেখানে উপেক্ষিত সেখানে বিয়েটা লিভ টুগেদারের বেশি কিছু নয়।

মেয়েরা এজন্য এমন পুরুষকে বর হিসেবে পেতে চায় যার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। জামাই-বউ সমান সমান অথবা জামাইয়ের কাছ হতে বউ বেশি, এই ধরনের দাম্পত্য সম্পর্ক হওয়াটাই দুষ্কর, কোনোক্রমে হলেও তা ভালো হওয়াটা অসম্ভব-প্রায়। চাইলে যেমন আপনি ফিজিক্সের নিয়ম ভাঙতে পারেন না, তেমন করে চাইলেই আপনি রিলেশনাল ফিজিক্সের কোনো নিয়মকে লঙ্ঘন করতে পারেন না।

পুরুষেরা যেমন বাইনেচার পলিগেমাস, তেমন করে মেয়েরা বাইনেচার হাইপারগেমাস। ক্রসকালচারালি অ্যান্ড হিস্ট্রিকেলি ইটস ট্রু। নো ওয়ান ক্যান ডিনাই ইট। ইট ইজ দেট মাচ্চ সিম্পল অ্যান্ড ইনএভিটেবল।

কথায় কথায় লোকজন আজকাল, বিশেষ করে মেয়েরা, টক্সিক রিলেশানের কথা বলে। কীসে কীসে যে তাদের মধ্যে টক্সিসিটি তৈরী হয়, তা আল্লাহ মা'লুম। টক্সিক রিলেশানের যেসব লক্ষণ ও উপাদান নিয়ে তারা সদাউদ্বিগ্ন ও অভিযোগ-প্রবণ থাকে সেগুলোকে যদি আমরা আসলেই টক্সিক হিসেবে ধরে নেই, তাহলে মানতে হবে আমাদের ইমিডিয়েট আগের জেনারেশন পর্যন্ত নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কগুলো ছিল, নারীদের দিক থেকে, টক্সিসিটির এক একটা বিশাল ডিব্বা বা ডিপো।

আমাদের আগের জেনারেশনের নারীরা ছিল নির্যাতিত, এটি নারীবাদী বয়ান। বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ব এই ন্যারেটিভকে সমর্থন করে না মোটেও।

আমার বাবার সাথে আমার মায়ের সারাক্ষণ ঝগড়া লেগে থাকতো। একজন শুরু করছে তো চলছেই। আরেকজন না পারতে চুপ থাকলেও ফাঁকেফুকে যুঁতসই উত্তর দিতে দেরী হতো না এতটুকু। হ্যাঁ, আমি আর আমার অপর আট ভাই-বোন আমরা ফাইটিং কাপলের সন্তান। অথচ, কী আশ্চর্য, এখনকার হিসেবে অন্তত মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার পরিবর্তে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই সবদিকে মাশাআল্লাহ অনেক ভালো ছিলাম, এবং এখনো আছি।

এখনকার কাপলদের মতো যত সব আজগুবি ভালবাসার হিসেবেনিকেশে দিনরাত্রি মগ্ন থাকার মতো অবসর আগের জেনারেশনের লোকদের ছিল না। তাদের জীবনে ছিল স্ট্রাগল এবং রিয়েল সোশ্যাল এনগেইজমেন্ট। দাম্পত্যজীবন ছিল তাদের জন্য সুখ ও শক্তি পাওয়ার একমাত্র সোর্স। তাদের কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না।

আমার মা মারা যাওয়ার সময় আমি টানা ছয় দিন ছয় রাত উনার বিছানার পাশে শুয়ে-বসে ছিলাম। কেনসার মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় তখন তিনি খুব একটা কথা বলতে পারতেন না। আমি কয়েকবার উনাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এই কঠিন সময়ে কার কথা আপনার মনে পড়ছে? প্রত্যেক বারই উনি একই উত্তর দিয়েছেন।

হাতের দু’আঙ্গুল তুলে অতি কষ্টে উনি বলেছেন, “দু’জনের কথা। আমার বা’জান আর তোর বাবা।”

আমার ওয়াইফকে জিজ্ঞাসা করলে আমার ধারণায় উনি বলবেন, অনেক খারাপ ব্যবহার তিনি আমার কাছ হতে পেয়েছেন। অথচ আমি ছাড়া উনার জীবন অচল। বিয়ের পর হতে উনার জীবনের যত সুখ আর অর্জন তা সব আমার কাছ হতে বা আমার সহায়তায় উনি পেয়েছেন।

অধিকাংশ স্ত্রীর কাছে স্বামী হচ্ছে পৃথিবীর প্রিয়তম ব্যক্তি।

উহুদ যুদ্ধের পরে এক মহিলাকে খবর দেয়া হলো তার ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। শুনে তিনি সবর করলেন। এরপর বলা হলো তার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন। এবারও তিনি সবর করলেন। এরপর তাকে জানানো হলো তার স্বামীও শহীদ হয়েছেন। এ’কথা শোনামাত্রই তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। কাজে কাজেই ...!

দাম্পত্যজীবন, একটা জটিল সমীকরণের ব্যাপার। কনজুগাল লাইফের কেমিস্ট্রি বাইরের লোকেরা বোঝা অসম্ভব-প্রায় ব্যাপার। এখানে প্রচলিত সব যান্ত্রিক যুক্তি অচল। দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় satisficing পদ্ধতিতে। অন্ততপক্ষে optimal পদ্ধতিতে।

তাই কথায় কথায় বিয়ে ভাঙা যায় না। আবার সনাতনীদের মতো এটি কোনো আধ্যাত্মিক ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কও নয় যে এটি কোনোক্রমেই ভাঙা যাবে না। বিয়েটাকে সহজভাবে নিতে হবে। তালাককে দেখতে হবে একটা অগত্যা বিবেচনা হিসেবে ।

আমাদের সমাজে কথায় কথায় পুরুষেরা যেভাবে স্ত্রীদেরকে তালাক দেয় তা আমি ন্যায্য বলে তো মনে করিই না, এমনকি শরীয়তসম্মত বলেও মনে করি না। ‘তালাকের যেসব নিয়ম আপনি জানেন না’ - এই শিরোনামে একটি বিস্তারিত লেখায় প্রচলিত তালাক প্রথার থিওলজিকেল প্রবলেমগুলো তুলে ধরেছি। পড়ে দেখতে পারেন।

মন্তব্য-প্রতিমন্তব্য

আব্দুল্লাহ আল আমিন: আমি পারিবারিক ব্যাপারে আইনী সহায়তা দেই। আমি দেখি খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে ডিভোর্স দেয়া হয়। যেমন, হাসবেন্ড করোনার টিকা নিয়েছে, ওয়াইফ এজন্য ডিভোর্স দিবে। কারণ ওয়াইফ করোনার টিকা নেয়ার বিরুদ্ধে। এই গত মাসের ঘটনা। ছেলেরাও একই রকম কাজ করে, অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে ডিভোর্স দেয়।

আমাদের জেনারেশনের কোনো বিষয়কে সাধারণভাবে ডিল করার ক্ষমতা কম। তারা ছোট ব্যাপারকে বিশালভাবে চিন্তা করে বড় বানায়ে ফেলে।

ফরিদুল আলম: দাম্পত্য জীবনটা হলো মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার। মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া ছাড়া হয় না। ঝগড়া হলে মনে হয় একে নিয়ে আর ঘর করা যাবেনা। ঝড় থেমে গেলে, রাগ পড়ে গেলে মনে হয় একে ছাড়া চলেই না।

০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

পরিশিষ্ট

Polygamy

Season 3 | Episode 9 | Honest Tea Talk

Participant: Aliyah, Sumayah and LaYinka

Aliyah: Welcome back to honest tea talk. In this episode, we are going to bring to the table the mostly requested topic and that is polygamy. Now what the viewers don't know is that we actually filmed the episode of polygamy with a guest in Season Two and it didn't go ahead because there were some problems with the audio. But, subhanallah, we've discussed this privately at length. And I think we're going to bring a different kind of flavor to the tea, today.

So, first of all, I think it's really important for me to say, Allah Azzawajal has spoken on this and we are not here to discuss whether it is good or bad. Allah has spoken polygamy is permissible just as monogamy is permissible. Allah has made it halal and that's not what we're bringing to the table here. What we are bringing to the table, when we discuss polygamy, is how it is done, the effects that it has on individuals as a result of how it is executed. That's what we're going to bring to the table.

So, Bismillah. Sumayah?

Sumayah: Yeah. So, you started we're talking about execution and how it's being done, not the principle in our faith. Because, that's to avoid, all of this about, but it's a lot. We're not talking about

that. So, execution, how is this being done? What are the effects it has? It's not being done right.

LaYinka: It's a big issue.

Sumayah: By the vast majority, it's a big issue. Because, there are cases where it works, there are cases where people choose this, there are cases where all of the positives are there, but that's not what we're discussing. We're discussing where it's an issue, where it's detrimental. And obviously we're talking about the position of women. I think that you can't escape a related kind of issue, which is the issue of secret marriages. So, they're kind of hand in hand in the way that it's being done.

So, you have the case of a woman, who's been married for x number of years, has children or doesn't, and for whatever reason her husband has remarried. In some cases, he tells her this is what I'm going to do and in other cases it's done in secret. Where she will find out after the fact in a short period of time or well after the fact and what this does to her. I think that in the cases that I've seen and worked with in my own life experience, the environment around polygamy and what happens and the aftermath of it, is really toxic, judgy and negative. There's a lot of pressure to react in a certain way. There's a lot of pressure to accept and that being like the... it's like that's the automatic position, if you're a Muslim, you accept what God allows. So, why are you struggling? Like, what's wrong with you? And it's bringing your faith into question and you're... I hear it over and over, I want... I love Allah, I love this faith, this is something that Allah Subhanahu wa ta'laa allowed why is it breaking me?

LaYinka: Mmm.

Aliyah: Mmm.

Sumayah: And I think that's what I want to talk about today.

Aliyah: So, women are questioning themselves? Questioning their level of faith? Because, it is something that is breaking them? Is that being the experience that you've had with people that you've spoken to and worked with?

Sumayah: I think that it's an opportunity to put a wedge between a woman and Allah Subhanahu wa ta'laa, if she thinks that it's being positioned that Allah allowed me to do this to you.

Aliyah: Right.

Sumayah: So, it's like the spiritual abuse, when something's going to happen and then I say, I have this God card, they say that I can do it to you. So, if you have a problem with it, you have a problem with God.

Aliyah: Right.

Sumayah: And I think that's dangerous. Especially because we're talking about it not being executed properly. We have the example the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We know what it's supposed to look like. So, in the cases where it doesn't look like that. And the woman has an aversion to her or she's struggling, or there are conversations that aren't being had, there's support that's missing, there are spaces where she's being shamed and judged and sometimes ostracized by the community for taking issue with it, bullied into making a particular decision or not making a particular decision. we need to talk about that.

Aliyah: Yes. I think it's really important that we talk about the fact that these sisters, when it's not executed properly that they are now trying to manage the trauma of being betrayed, of being lied to, of being deceived. They're now having to manage a completely different dynamic in their marriage, in their family. And then going back to what you said on top of that, to now be shamed spiritually. Because, there's something wrong with their

faith. Because, they're not just smiling about it and accepting it. It's layer upon layer upon layer of trauma.

And like I said at the beginning, we're not saying that polygamy is wrong. Polygamy is part of our faith. It is permissible just as monogamy is permissible. But the way that it's being done, we have to, we must bring to the table the fact that it is destroying women, their very souls, their children, and it's for sisters who have been on the receiving end of polygamy done wrong. They have no one to speak to about it. They are drowning, they're depressed, they're struggling with their faith. Because, they're trying to reconcile something that Allah Azzawajal has made halal with the love of their life doing something... you know taking this on board in a way that's been deceitful. And then how on after they move forward with that? How do they continue with their faith? How do they continue with their marriage, when they've been betrayed? It's complex.

And I think it's really important that we speak about this. Because, I've seen it's become so debilitating for many women. To the point that you have a sister who can no longer get out of bed. You have a sister who begins to question herself and her sanity and her faith, because she does not like polygamy for herself. She's not saying that she doesn't like polygamy in terms of what Allah has made permissible, but she doesn't like it. There's just so much surrounding it. And I think, SubhanAllah, I wish that we could have a discussion with some brothers about this. Because, if it was done correctly, I mean it takes a man and a half, to do polygamy right. But I would love to sit down with brothers and discuss this, because they have no idea that how this is breaking women. Polygamy even if it's done correctly, is a jihad in itself.

LaYinka: Yes.

Aliyah: It is a jihad for the man as well. You know, he's managing two households, he's got two women who are possibly jealous of one another. It's not easy.

For the woman, it's a huge struggle. And I need to take a breather, ha ha ha. There's so much that I can say about this. Because, I've seen, I'll give you an example, there's a sister I know, who, SubhanAllah, actually... it affected her emotional and mental health to the point that she became suicidal.

Now, that may seem extreme to a lot of our viewers. But you know what, when you find yourself in that position, where it's been done behind your back, where you discover it randomly and then you start to question your entire marriage, it feeds into your faith. You're blamed by the very person who put you now in this position. You know, it can lead a woman to lose her mind.

Sumayah: I also hear this kind of repeated comment that the woman is then bullied by the husband that she's not happy for him, she's not accepting decree. Have you ever gone without? You're just complaining... it's like... Okay, I'm now going to bully you into liking this, and responding and fitting into what you need to fit into, or else there's something wrong with you. And I think on the... you know, for a woman who identifies as practicing and religious, okay some people are in a position where they don't want to talk to a mental health professional. They don't want.

So, let's look for answers in the deen. Because, this is something that the religion brought. So, I need to find answers there. And when you start to search and see if you look up polygamy in Arabic and in English, and you want to see what the scholarship has to say about it, the attitude is less than helpful. There is a little bit of giggle culture: yeah, haha the women get jealous haha. And it's not being taken seriously and you realize that okay there is no one in the religious context who has my back on this. In

fact, the way that they're talking about it, it's very surface level and it stops at the this is actually allowed in the religion and of course, you know, the men have to be just, and of course, etc. etc.

But we're not talking about it seriously. There's no nuance, there is no consideration for the woman's position besides. You know, sister, you have to be patient. Because, if a woman stepped out on her marriage the vicious poisonousness, throw her out, Aoujubillah, he could spit on camera, you know. But in a man's position as long as we get a paper from the mosque and we cover it up— it's.... So, seeing this dishonesty really around the conversation for a woman who wants to put her trust in finding an answer within the faith that's enough to put her off. This doesn't vibe for me. The way it's being handled doesn't vibe for me. So, maybe I don't fit here. Again...

Aliyah: I think, it's very important that the woman is given the choice. What I mean by that? If a man wants to engage in polygamy, that's his right. Okay? But come to your wife, come to your wife openly and say, this is what I would like to do. Let's talk about it.

LaYinka: See, I wanna interject there. Because, there will be some men who watch this and say, yeah, but I did though, I did come to my wife and I told her what I wanted to do, and she kicked off. Right? But do you have the emotional maturity and intelligence to be able to manage that?

Sumayah: Right.

LaYinka: Because, if you don't have the emotional maturity and intelligence to manage your wife's response, no way on earth do you have the emotional maturity to manage polygamy.

Aliyah: Yes. You know, what further than that? When you have deceived your wife. And you've gone behind her back for whatever

reason to marry again. Then she kicks off, or she falls apart, or she can't get out of bed, and she becomes depressed, and she can't look after the children, and then you cannot hold space for her, or you hold space for her a little bit. Then you're like no no, you can't blame me for that. No. If you believe that you are a man that can take on polygamy, then it's taking on every single part of it, whether that is good or ugly. you know, you take all of it on...

LaYinka: Just like you are supposed to in monogamy.

Aliyah: Right.

LaYinka: Very few men..., let's be real, very few men are able to take all of that on, even in monogamy. Like really hold space for the woman as she needs in monogamy. And now you want to add another woman that's like double the dose and double the manhood that's required. Actually, it requires you to be truly more of a man and stepping into the role of a man. Most of the... I love what our previous guest said about polygamy in that episode that we couldn't air. He said, most of the men going for polygamy are actually just boys. That's what he said.

Aliyah: That's what he said.

LaYinka: That's what he said, and that is something that hits hard. Because, it's not nice to hear, but it's the truth. Because, when you're coming to this realm you have to understand what it actually involves. It involves marriage with a woman. And all of that comes with and bringing another woman into this space. And managing what that new dynamic comes with and then managing that monogamy, that single relationship, with her.

So, you've got three management... and it's not a walk in the park. Because you hear, brothers, who are in polygamous relationships talking about it jeering like laughing about it, haha, hoho... yeah yeah, you know, I've got two wives. Okay! cool and you think,

you're doing it. I mean, you're giving yourselves high fives out there. But are you speaking with the women? Are you watching them behind closed doors? Just because she's quiet, it doesn't mean that everything is dandy, right? Some women struggle to express themselves. Some women are to the point of depletion, that they don't know how to express themselves. Some women have shamed themselves.

Aliyah: Yes, or been shamed.

LaYinka: Or been shamed. So, they're being quiet, and they're holding it down, they're doing their best to hold it down. But inside, they are broken. You've told her, well, if you loved Allah, you would love this. You've told her that, if you are a believer, if you have iman that you wouldn't have an issue. Listen, Turkey (a bird) is halal, I might not like Turkey. It doesn't mean that I'm deficient in my faith, because I don't like turkey. Right? And it's the same with polygamy, if I'm not down for it, for myself, that's okay. It doesn't mean that I'm deficient in my faith.

Aliyah: And there's the distinction. I think, when sisters choose to enter into polygamy, there's a big difference between a sister that chooses to embrace that journey, and a sister, polygamy has been thrust into her space and upon her. You know, whether she was told, whether she was deceived, there's a big difference between the two. I have seen polygamy works. I have seen it works. I have to admit there aren't many cases, I think it takes a special type of man to hold polygamy down.

LaYinka/Sumayah: Yes.

Aliyah: Okay? Where his wives are not simply surviving, but they are thriving. It takes a very very special man.

LaYinka: Some high-level communication...

Aliyah: Seriously, emotional maturity, mental stability, and a very, very strong relationship with Allah, and financial stability. Okay? But they're far and few in between. But this... I forgot the point that I was going to make... The sisters who don't choose it for themselves, like I said whether that's done behind their backs, or you know, they've been told and they just have to accept it, I really want this to be some discussion within the community about how this is psychologically, emotionally, and spiritually affecting them. It has to be spoken about, because time and time and time again, I am hearing from sisters, who come crying, distraught, distressed on the floor, my husband has married behind my back. Or my husband is, you know, has told me that he wants to get married. I just, I don't...

LaYinka: Do you know what gets me though? What is a man, who does that expecting?

Aliyah: I think, what he's expecting, this is my honest opinion and this is just my opinion, well you know, we're not Sheikh in here, we're not saying... this is just a discussion, I believe a lot of men who go and do it in that way, in the wrong way. And there are going to be people that saying, you know what? Sheikh... so and so, and Islamically.... You don't have to tell your wife. But anyway, that's a side point. Let's talk morally.

You love someone, you would. A lot of these men do this with the warped, I think, idea that eventually because this wife of mine loves Allah and loves her faith, and is practicing — she's going to eventually settle down with it. But hold on, but what happens in that settling period? What happens to her? What happens to her heart? What happens to her mind?

LaYinka: And often, she's dismissed in that. Like you just get on, I'll just leave you to sort it out, you work through it...

Aliyah: Yeah, you work through...

LaYinka: He's not sitting here by her side, holding her hand, I know you're crying, I know it's breaking, like there's very little of that. You know, like understand... real empathy, that real I get you, that real you know what? I shouldn't have done it this way. You know...

Aliyah: And that empathy is not for five minutes, LaYinka.

LaYinka: Mmmhmm. And now come on hurry up, now...

Aliyah: Okay, now you've passed that stage, you've passed the shock. Okay let's live now, let's not...

LaYinka: get over it...

Aliyah: No, no, no. If you go and shock a woman with polygamy when she wasn't expecting it, you go and marry behind a woman's back, you better be prepared to hold space for her for years. You better be prepared for her to be okay one minute, and then falling apart on the floor the next, and then tomorrow being okay, and then that roller coaster. Because, that's what you've put her through.

By not coming as an emotionally mature man sitting down with her and discussing it with her to the point that she says to you, yes, habibi, we'll do this. But this is how can we discuss, how we're going to do this, or you know what, I can't for myself, because of a b c. So, what's that going to mean for the marriage?

LaYinka: You know, what I want to talk to is also two things. The first being, what you said earlier about trauma. And how people are going to watch this and think what the heck is traumatic about polygamy though? Like you guys are just overreacting now, using big words for something so small. We actually understand the meaning of trauma, and for one person something is traumatic as it has a physiological, mental and emotional impact on them. Just like anything else that we attribute trauma to, right? So, let's not downplay the fact that polygamy for some women — especially in

the realm of secret marriages, betrayal, lies and deceit — is a traumatic event, right? So, she will need therapy for that, and she'll need to do the healing work around that, to be okay within herself to come back to some sort of normality within herself. So, that's the first thing. Anyone, any woman, who's gone through that, please seek the help to get the healing.

Aliyah/Sumayah: Absolutely.

LaYinka: And any man, who's watching this and you've done that to your woman, please help her to get the healing. That's the first thing.

The next thing you said, I really want to talk about the children. Because, no one talks about the children. They talk about the adults in the relationship. But they don't see the children who are seeing it all. Who are watching mum breaking down, because daddy's done that to her. Who have now shifted their perception to daddy or they're now thinking that I need to take sides, or, where is daddy anyway? He used to be here every day and now he's not? No one talks about the impact. The emotional and mental impact it has on children in polygamous situations. Are men even sitting down and talking to their kids and talking about their choices? No. I'm just away. This is what I'm saying about having real, concrete discussions around this, from the point of intention, not execution.

Aliyah: Yes, exactly.

LaYinka: From the point of intention, when you intend to do it, that's when you have the dis... when the thought even comes into your mind, sit with your wife, sit with your family and have these discussions. Because, it's going to change everything in your household. That marriage is going to shift.

Aliyah: And I think it's important as well, you see a lot of sisters who are in a broken position as a result of the way. And I have to stress that not polygamy itself, because polygamy can work...

LaYinka: Yeah. So, that's what we're talking about...

Aliyah: It can be a beautiful thing...

LaYinka: the way...

Aliyah: I've lost my point, haha. The way that it's done... I've completely lost my point... but you... I'll come back to it.

LaYinka: haha.

Sumayah: for me, two things. One, I would say following what you said about... So, once this comes to light now, the woman who's on the receiving end of it, like you said, she should be known, and once you have all the information, now you need to make a choice. Am I cool to stick this out? Or am I not? And maybe the answer won't be clear immediately and you need time.

Aliyah: Yes.

Sumayah: You want to try it out, you want to see how it goes, you need the flexibility, you need time to make your decision.

The second thing is talking to the women about this. You know, we're ladies, so we talk to the other ladies about this. You can just like you said, make a choice to enter; to say, what I'm down with this, I'm cool with it. I want to come into the picture of a family already and enter. You need to be educating yourself about what that's going to entail. You need to be realistic about what that's going to mean. You need to be honest about what you're actually looking for and what you're actually expecting. I don't think the old bait and switch is just going to cause trouble. I'm cool to renounce my rights. I don't need financial support. I am going to be easy. I'm not going to disrupt anything. I just need you know. But are you being honest about what that's going to mean, and you're cool with it? Now, that you're coming in as number two.

But what about when number three comes? Are you still cool? Like, are we? So, how realistic are we being about this? How honest are we being? Because, this man is not having a secret marriage by himself. There's a woman, who has low standards, who agreed to be a secret hidden wife while his family, or when the first wife is being bullied. And I've heard this multiple times in particular cultures, it's more emphasized than others. You can't tell your family that I did this. You not only have to handle the pain, but you have to keep it a secret. Because, if you tell your parents that I did this, we know, it's going to kick off. And because, you love me, you need to cover my, you know, faults and keep my secret. So, she's keeping the secret, she cannot go to her family for support. she's dealing with the pain. she's dealing with, I cannot say to the community that this has happened to me, because of our family reputation. We have an image to uphold. Compound it with the secrecy. It's really beating them down and putting them in a bad position. And just like you said about holding space. He's going to need to hold space for her. But, of course, you know, somebody who's emotionally immature is going to get tired. We already spoke about this. How long are you going to keep dragging this?

Aliyah: How long are you going to keep blaming it?

Sumayah: How many times are we going to have this conversation? You know what, I can't be around you're just nagging me all the time, you make it uncomfortable, you make me not want to be around you, I'm going to go. And then she's like...

LaYinka: I didn't even bring this on myself.

Sumayah: What world is this? You know, and also the woman who's deciding on whether she wants to stay or go, that's the divorce conversation. That's a loaded, you know. And there are women who believe that divorce is haram and it's hated. And they have all of this cultural baggage on top. So, it makes it compounds,

it makes it harder for them. So, they think that they're condemned to stay in this and that's what the faith is asking them to do. I should just languish here. Let me just lay down in the middle of the road, because this is it for me.

Aliyah: Yeah. Subhanallah, A lot of sisters who find themselves in this position. Say, how could he have done this? Like, why did he do this? Why did he do it in the way that he did? And, they're so fixated upon the 'why'. They can't seem to move past that. And I said this in another episode, it's so important to move away from 'why he did it' to you are now in this position. And you have to accept this is where you are. This is the reality. And then once you accept that 'this is where you now', you need to look at is this going to be healthy for my soul.

No one should tell a woman to leave or stay. Okay? And I'm not here saying that anyone that finds themselves betrayed, or anyone that finds themselves lied to, or even if they've been told that they should leave. No. Because, every single marriage is different. It's unique. It's subjective. But it's really important for the woman to move away from why he did, what he did, and how he did it. And sit with the reality. You, as a believing woman, as a servant of Allah, your priority is how you are going to return your soul back to its Lord. That is above your marriage. It is above you being a mum. It's above everything.

LaYinka: Yeah.

Aliyah: Now, you need to sit there and consider this new situation that has either been thrust upon you, or you found yourself lied to, or whatever. You, now, need to look at this situation, this new reality in the light of the health of your soul.

Some women have decided to accept, and to take on this path of struggle, and that's what they're offering to Allah, and you know what, no one should shame them for that.

And some women have chosen to leave. Because if they didn't, they're going to remain on the floor. They wouldn't be able to worship their Lord properly.

LaYinka: And no one should shame...

Aliyah: And no one should shame them for that. I think, there's so much we could say on this topic. But essentially, polygamy needs, it requires clear, healthy, effective communication from the start. Like you said from the intention. And it needs to be executed in a moral Islamic manner.

LaYinka: With ihsaan.

Aliyah: With ihsaan, in a humane manner.

LaYinka: Seeing that the women are actually human beings. They're not property. They're not just nothing. They have got souls. They have got emotions. They have got thoughts. They have got wants. They've got desires. And that's okay for them to have. Right? I think, many of us, women and men, have yet to even fully accepted that that's the case that a woman you dealing with a whole person; you not dealing with a shadow, but an actual human being. And to come with that level of emotional maturity, intelligence and just ihsaan.

Sumayah: Respect and consideration.

LaYinka: That was my last point.

Aliyah: That was your last point. Your final?

Sumayah: My final point, I think in the cases of polygamy, the woman who finds herself in that position, like in the case of a person who's on the fence about divorce from a monogamous marriage. I think, the advice tends to be that we need to maintain the institution. We need to keep the house intact. Even if it's going to be at the expense of the individuals who comprise it. I think, that's a dangerous bit of advice. Like you said, if it's going to cost

your spirituality, if it's going to cost yourself. You need to make a solid decision. Not just for keeping the house intact, an unhealthy mother how good is she for her kids? What kind of environment are you making? So, I think, there's a lot to consider there.

Aliyah: My final thoughts on this is that you need to seek help, you need to particularly those who have been lied to and betrayed, you need to work through this with a professional, number one. Number two is, you're going to have so many questions. You're not going to know which way to turn. You're going to be one minute trying to work I out, one minute wanting to leave. The most important thing is to break it down right to the basics. And that is, you are a soul passing through this dunya, on a very temporary journey. What is going to help you to return back to Allah, as your best self. And make your decision on that. That's going to be subjective. It's going to be individual. You make it for yourself. Once you have gone through the healing work.

Ahh! look forward to seeing what everyone has to say on this topic. We'll see you at the next episode, Inshaallah. Assalamu Alaikum.

https://www.youtube.com/watch?v=segHwqxniqE

Premiered Apr 6, 2021